পার্ব্বতী-পরিণয়

পুরুষগণ।

ইন্দ্র ... ... (দেবরাজ)
বিশ্বাবসু ... ... (মহাদেবের গায়ক)
কুবের ... ... (ঐ কোষাধ্যক্ষ)
নারদ ... ... (দেবর্ষি)
গিরিরাজ ... ... (হিমালয়)
বিদূষক ... ... (ঐ সখা)
মদন ... ... (কামদেব)
বসন্ত ... ... (ঐ সখা)
পরাণ ... (পেয়ারীর জনৈক প্রেমার্থী)
গদা ও হাঁদা ... (বিদূষকের ও গণককারের ভৃত্য)
গণককার ... ... (জনৈক জ্যোতিষী)
নন্দী ... ... (মহাদেবের অনুচর)
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, ধর্ম্মরাজ, অন্যান্য দেব, মুনি ও ঋষিগণ
পাহাড়ী পুরুষগণ, নাগরগণ, সপ্তঋষিগণ, প্রহরী, ভূতগণ

স্ত্রীগণ।

মেনকা ... ... (গিরিরাজের পত্নী)
উমা ... ... (ঐ কন্যা)
জয়া ও বিজয়া ... ... (উমার সখিদ্বয়)
রতি ... ... (মদনের পত্নী)
পেয়ারী ... ... (বিদূষকের পত্নী)
উর্ব্বশী ... ... (দেব নর্ত্তকী)

সখিগণ, প্রতিবেশিনীগণ ও পাহাড়ী স্ত্রীগণ।

প্রথম অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

ক্ষীর সাগর।

ব্রহ্মা, ইন্দ্র, নারদ, অন্যান্য দেব ও ঋষিগণ।

২য় দৃশ্য

হিমালয়ের রাজপ্রাসাদ।

গিরিরাজ, উমা, মেনকা, নারদ ও বিদূষক।

৩য় দৃশ্য

বিদূষকের গৃহ।

পরাণ, পেয়ারী, বিদূষক, গদা ও দূত।

৪র্থ দৃশ্য

মদন পুরী।

নাগরগণ, মদন, রতি, প্রহরী ও দেবদূত।

৫ম দৃশ্য

হিমালয়—প্রাসাদ।

গিরিরাজ, বিদূষক, মেনকা, নারদ, উমা, জয়া ও বিজয়া।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য

বনপথ।

সখিগণ, উর্ব্বশী, ইন্দ্র, সখা, প্রহরী, মদন, রতি, বসন্ত ও নারদ।

২য় দৃশ্য

গণককারের বাটী।

বিদূষক, প্রতিবেশিনীগণ, গণককার ও হাঁদা।

৩য় দৃশ্য

গিরিশিখর।

(ধ্যানস্থ) মহাদেব, জয়া, বিজয়া, উমা, পাহাড়ী পুরুষ ও স্ত্রীগণ, মদন, রতি, বসন্ত, মুনিগণ, নন্দী ও ভূতগণ।

৪র্থ দৃশ্য

বিদূষকের বাটী।

পেয়ারী, পরাণ, বিদূষক ও জনৈক।

৫ম দৃশ্য

গিরিরাজ উদ্যান।

উমা, জয়া, বিজয়া, মেনকা, ও নারদ।

তৃতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য

বনপথ।

ঋষিগণ, দেবগণ ও নারদ।

২য় দৃশ্য

গৌরা-শিখর—(তপোবন)

উমা, জয়া, বিজয়া ও ছদ্মবেশী মহদেব।

৩য় দৃশ্য

হিমালয়-কক্ষ।

গিরিরাজ, বিদূষক, মেনকা সপ্তঋষিগণ, উমা ও নারদ।

৪র্থ দৃশ্য

বিদূষকের বাটী।

পেয়ারী, পরাণ, বিদূষক, জনৈক, গোয়ালা ও গদা।

৫ম দৃশ্য

গিরিরাজ-বাটী।

নারদ, গিরিরাজ, মেনকা, বিশ্বাবসু, কুবের, ধর্ম্মরাজ, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, উমা, বরবেশে মহাদেব, অন্যান্য দেব ও ঋষিগণ ও ভূতগণ।

যবনিকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি



(পৌরাণিক ত্র্যাঙ্ক নাটক)

শ্রীশ্যামসুন্দর ঘোষ

প্রণীত

শ্রীহরিশ্চন্দ্র গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ১৲

কলিকাতা—২৭নং বলরাম মজুমদার ষ্ট্রীটস্থ

দি এমিথিষ্ট প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

হইতে প্রিণ্টার—শ্রীদুলালচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি।

পার্ব্বতী-পরিণয়



উৎসর্গ

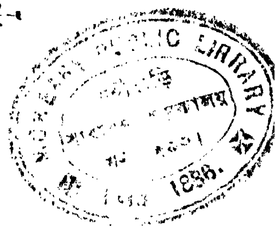
পরমারাধ্য—শ্রীল শ্রীমদ্ শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ স্বামিজী
শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ জীউর
শ্রীকর কমলে।

প্রণতঃ দাস—

[illegible]

শ্রীবিনায়ক চতুর্থী,
১৮ই মাঘ, বুধবার, সন ১৩২৮ সাল।

পার্ব্বতী-পরিণয়।



প্রথম অঙ্ক

—*—

প্রথম দৃশ্য

(ক্ষীর সাগরে হংসোপরি ব্রহ্মা এবং তাহার নিকটবর্ত্তী তীরের উপর দণ্ডায়মান ইন্দ্র, নারদ ও অন্যান্য দেব ও ঋষিগণের প্রার্থনা।)

বন্দে আদি ব্রহ্মণ, বন্দে সৃষ্টির কারণ,
বন্দে পুরুষ পরম, কমনীয় রূপ হংসবাহন।
ক্রীড়া কুতূহলে, সৃজ ভূমণ্ডলে,
নানা মায়ার খেলা কর দর্শন।
জয়, জয়, জয়, জয় পিতামহ, জয় প্রজাপতি জগত জীবন,
জয় প্রভু জয় কমলাসন, জয় বিধাতা বন্দি চরণ॥
জয় বিরাট দেহ ধারণ, জয় জগদীশ দেব প্রধান,
জয় জয় জয় মঙ্গল শরণ, তব পদ মোরা করি বন্দন॥

ব্রহ্মা—দেব ও ঋষিগণ! আপনাদের দর্শন লাভ ক'রে কৃতার্থ হ'লেম।

আপনাদের আগমনের কারণ বিবৃত করুণ? পৃথিবীর শুভা-শুভ সংবাদ শ্রবণের জন্য আমি অতিশয় ব্যাকুল হ'য়েছি।

ইন্দ্র—পিতামহ! আপনার চরণ দর্শনের জন্যই আজ আমরা সমবেত হ'য়েছি।

নারদ—আপনি পরমেশ্বর, আপনার অবিদিত কি আছে? জগতের স্রষ্টা, দ্রষ্টা ও পালন কর্ত্তা হ'য়ে, আপনি নিরন্তর পুত্রগণের মঙ্গল কামনা কর্‌ছেন; কিন্তু কি ভবিতব্য দেখুন, দেবগণকেও আজ দুঃখাভিভূত হয়ে, আপনার নিকট উপস্থিত হ'তে হয়েছে।

ব্রহ্মা—দেবগণ! আপনাদের দুঃখের কারণ কি বলুন? আমি সাধ্যানু-সারে তার প্রতীকার কর্‌ব।

নারদ—প্রভু! আপনার অবিদিত কি আছে। ঐ দুঃখ তারকাসুর হ'তে সমুদ্ভূত হয়েছে।

ব্রহ্মা—কি প্রকারে নারদ?

নারদ—দেবরাজ স্বয়ং উপস্থিত, তিনিই সমস্ত বর্ণনা করুণ।

ইন্দ্র—হে প্রজাপতি! আপনার কৃপায় সমস্ত জগত শান্তিভোগ করছে, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে অকস্মাৎ কেন এরূপ দুঃখ উপস্থিত হ'ল তা বুঝতে পারি না। শোণিত নামক পুরের অতি পরাক্রম-শালী দৈত্য তারকাসুর, পৃথিবীতে একাধিপত্য বিস্তার করেছে। অহঙ্কার-দৃপ্ত দুরাত্মা—দৈত্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতিকে অশেষ ভাবে পীড়া প্রদান ক'রেও সন্তুষ্ট হয় নাই অবশেষে স্বর্গ-রাজ্যে হস্তক্ষেপ ক'রেছে। দেব, দানব, যক্ষ ও কিংপুরুষ প্রভৃতি, দুঃশীল দৈত্যের পীড়ায় অস্থির হ'য়ে উঠেছে। পাপিষ্ঠ, পৃথিবী ও স্বর্গের শ্রেষ্ঠ বস্তু সমূহ অপহরণ ক'রেছে, আমরা সব নিজ

নিজ অধিকারে বঞ্চিত হ'য়েছি। তার পীড়নের ভয়ে দিক্‌পালগণ নিজ নিজ শ্রেষ্ঠ বস্তু তাকে অর্পণ ক'রতে বাধ্য হ'য়েছে। এমন কি আমি পর্য্যন্ত আমার উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব তাকে দিয়েছি। ধর্ম্মরাজ তাঁর রত্নময় দণ্ড, কুবের গদা ও নয়টী নিধি, বরুণ অশ্ব আর ঋষিগণ কামধেনু প্রদান করতে বাধ্য হয়েছেন। পৃথিবীর যে স্থানে যে কোন প্রার্থনীয় দ্রব্য আছে, তারকাসুর তাই অধিকার করেছে। ভীত সমুদ্র তাকে রত্ন সমূহ প্রদান করেছে, তার রাজ্যে দিনকর লোকসুখকর কর প্রদানে নিরত রয়েছেন পক্ষাপক্ষ বিচার ভুলে চন্দ্রদেব নিত্য নির্ম্মলকর বিকিরণ করছেন আর অনুকুল বায়ু সর্ব্বদা বহন করছে। সমুদয় ত্রৈলোক্য সেই অমিত বিক্রম অসুরের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়েছে। মহাসুর বলপূর্ব্বক দেবগণের দ্রব্য গ্রহণ করছে আর তাহাদিগকে সর্ব্বদা সেবায় নিযুক্ত করেছে। ঋষিগণ সকলেই তার আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়েছে। সেই তারকাসুর নিজগৃহে যাবতীয় দেবোদ্যান ও তীর্থ আনয়ন করেছে;—কিছুই বাকী রাখে নাই। পিতামহ! এই প্রকার দারুণ দুঃখে ত্রিলোক অভিভূত, এক্ষণে আপনি দয়া করে রক্ষা করুণ।

ব্রহ্মা—দেবগণ! এ ও আমার কৃপা জানবেন।

নারদ—কৃপা!—এ ও যদি আপনার কৃপা হয়, তবে আপনার কৃপা ভাজন হওয়াও মহাপাপ।

ব্রহ্মা—(হাস্য করিয়া) নারদ! পাপপুণ্য আমার নিকট কিছুই নাই।

নারদ—আপনার না থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের যে প্রাণ যায় প্রভু!

ইন্দ্র—পিতামহ! সৃষ্টি সংহার করবেন না, আমাদের রক্ষা করুণ।

ব্রহ্মা—দেবগণ! তারকাসুর আমার পরমভক্ত, বহুকাল কঠোর তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছে। অমরারি অসুর গুরুর আজ্ঞায় দেব পরাভবের নিমিত্ত মধুবনে প্রভূত তপস্যা করেছে, তার অদ্ভুত তপস্যায় আমি বশীভূত হয়েছি। এই তারকাসুর প্রদীপ্ত সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ঊর্দ্ধবাহু একপাদ শত বৎসর তপস্যা করেছে। শত বৎসর কেবলমাত্র জল ও বায়ু সেবন করে রয়েছে। শত বৎসর বৃক্ষশাখা অবলম্বন করে, শত বৎসর জলে নিমজ্জিত হয়ে, শত বৎসর স্থণ্ডিলে ও অগ্নিতে অবস্থান করে অধোমুখ হয়ে তপস্যা করেছে। এই তপঃ প্রভাবে তারকাসুরের মস্তক হতে এক মহৎ তেজ উৎপন্ন হয়। বোধ হয় মনে আছে, দেবগণ! আপনারাই সেই তেজ দর্শন করে, ত্রিলোক ধ্বংসের ভয়ে তার অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করেছিলেন! তখন আমিও আপনাদের কাতরতা দর্শনে, তাকে তার মনমত দুইটী বর প্রদান করেছিলাম।

নারদ—দেবেশ কি কি বর প্রদান করেছিলেন?

ব্রহ্মা—প্রথমতঃ আমার সৃষ্ট পৃথিবীতে তারকাসুরের ন্যায় বলবান আর কেউ থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ একমাত্র শিববীর্য্য সমুদ্ভূত সেনাপতির হাতে তার বিনাশ হবে।

নারদ—তা'হলে প্রভু, আমাদের মরবার পথ অতি সুগম করে রেখেছেন।

ব্রহ্মা—কেন নারদ অত ভীত হচ্ছ?

নারদ—না, প্রভু! আমাদের আর ভয়ের কারণ কি? মরতে ভয় বীর পুরুষই করে থাকে।

ব্রহ্মা—বীরপুরুষ মরতে ভয় করে,—এর অর্থ কি নারদ ?

নারদ—অর্থ অতি সহজ, তারকাসুর একটা মহাবীর, সে মরবার ভয়েই ত আপনার নিকট অমর বর নিয়েছে।

ব্রহ্মা—আমি ত অমর বর তাকে দিই নাই।

নারদ—না, দেন নি,—তবে শিবের ও বীর্য্যপাত হবে আর তাঁর পুত্রও হবে। বাহাদুর বটে, মাথা খেলিয়ে অমরত্ব লাভ করবার জন্য, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চমৎকার বর নিয়েছে। শিব জগদীশ্বর আদি, অনন্ত, যিনি কামকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি কামাতুর কি করে হবেন ? তা'হলে অমর বর ভিন্ন আর কি হতে পারে ? এক্ষণে আমাদের পরিত্রাণের উপায়, হয় তার দাসত্ব, নয় অকাল মৃত্যু।

ব্রহ্মা—নারদ! তুমি ধৈর্য্য ধর। দেবগণ! আপনারা শ্রবণ করুণ, সেই তারকাসুর আমার অতীব ভক্ত। আমি যখন তার বৃদ্ধি করেছি তখন তার নাশ করতে অক্ষম। কিন্তু জগতের কল্যাণ ও জীব রক্ষার জন্য আমি একটী উপায় স্থির করেছি।

ইন্দ্র—কি উপায় ? বলুন প্রভু!

ব্রহ্মা—দেবাদিদেব মহাদেব এক্ষণে হিমালয়ের সুরম্য শিখরে সর্ব্বদা তপস্যায় রত আছেন। নারদ! তুমি পর্ব্বত নন্দিনী পার্ব্বতীকে তাঁর পরিচর্য্যায় পাঠাবার ব্যবস্থা কর, সেই স্থানেই দেবাদিদেব মহাদেবের উমার সহিত সংযোগ হতে পারে, তা'হলেই অচির-কাল মধ্যে তোমাদের কার্য্য সিদ্ধি হবে। সেই দেবীশ্রেষ্ঠা উমা ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা তোমাদের অভীষ্ট লাভ হতে পারে না। দেবগণ! এক্ষণে তোমরা যাও, যত শীঘ্র পার এই কার্য্য করে, তোমাদের দুঃখ মোচন কর।

পার্ব্বতী-পরিণয়

নারদ—দেবেশ! প্রাণে আশা হচ্ছে বটে, কিন্তু তাও যে বড় কঠিন কার্য্য। উমা, গিরিরাজ হিমালয়ের একমাত্র কন্যা, তাঁ'কে বনে পাঠান, সেও কি সম্ভব!

ইন্দ্র—মহর্ষি! পিতামহ যে উপায় স্থির করেছেন, তদ্ভিন্ন যখন আমাদের আর দ্বিতীয় উপায় নাই, তখন যে রকমেই হ'ক এই কার্য্যোদ্ধার করতে হবে।

নারদ—তবে তাই হ'ক, আমি চল্লুম, দেখি যদি উমাকে পাঠাতে পারি, আর দেবরাজ আপনি মদনের দ্বারা মহাদেবের কামোদ্ভাবন করবেন।

সকলে—(প্রণাম পূর্ব্বক) জয় পিতামহের জয়।



প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হিমালয়ের রাজপ্রাসাদ।

গিরিরাজ, উমা, মেনকা, নারদ ও বিদূষক।

গিরিরাজ—মেনকে! উমা কোথায়?

উমা—এই যে বাবা! আমি এসেছি।

গিরিরাজ—কোথায় ছিলে মা?

উমা—সখিদের সঙ্গে খেলা কর্‌ছিলুম।

মেনকা—মেয়েটা বড় হয়েছে, তবু ওর পুতুল খেলা গেল না। তা আবার কি, একটা পাথরের নুড়ী নিয়ে ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজা করে, আর জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলে, শিবের সঙ্গে খেলা কর্‌ছি।

গিরিরাজ—তা বেশত রাণী, শিব জগদীশ্বর, খেলার ছলে তাঁর নাম করলেও যে ভাল।

(গান গাহিতে গাহিতে নারদের প্রবেশ)

হে জগ জীবন! জগজ্জন পালন নাম।
পতিত পাবন দীন স্মরণ,
কলুষ নাশন হে নারায়ণ।
দয়ার সাগর, প্রেমের নাগর,
ভক্তের ভগবান হে নারায়ণ।

স্বত্ত্বগুণী পুরুষ, রজগুণী প্রকৃতি।
সকলি তুমি হে নারায়ণ।

গিরিরাজ—আসুন, আসুন, ঋষিশ্রেষ্ঠ! প্রণাম হই।

নারদ—মহারাজ! সব কুশল ত?

গিরিরাজ—আজ্ঞে, আপনার অনুগ্রহে সব কুশল। অনেক দিন পরে আজ আপনার দর্শন পেয়ে ধন্য হলেম।

নারদ—মহারাজ! এটী আপনার কন্যা?

গিরিরাজ—আজ্ঞে, হাঁ।

নারদ—তা—ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠ্‌ছে। বিবাহের যোগ্যাও হয়েছে, এক্ষণে বিধিমত উমাকে দিয়ে শিবপূজা করান উচিত। শিবপূজা কর্‌লে মনমত স্বামীলাভ হয়।

গিরিরাজ—উমা খেলার ছলে নিজেই শিব পূজা করে।

নারদ—বটে, বটে, মা আমার নিজেই আরম্ভ করেছেন।

মেনকা—তা ঠাকুর! উমার জন্য একটী ভাল পাত্র দেখ না?

নারদ—হাঁা, মা, আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি উমার বিবাহের জন্যই এসেছি, আমার ইচ্ছা মহাদেবের সহিত উমার বিবাহ হয়।

মেনকা—মহাদেব, কে? যে সাপ নিয়ে, ছাই মেখে, শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ায়? (বিরক্তির সহিত উমার প্রস্থান)

নারদ—হাঁা, মা, তিনি জগতের স্বামী। দেবদেব মহাদেবের কৃপা অনেক তপস্যায় লাভ করা যায় না, তিনি স্বয়ং ভগবান, তাঁর হস্তে উমাকে অর্পণ কর্‌লে, আপনার কুল ধন্য হবে।

গিরিরাজ—এ সৌভাগ্য কি আমার হবে?

মেনকা—পোড়া কপাল আর কি! কত রাজা গেল, মহারাজা

গেল, শেষে কি, না একটা নড়ে ভোলা পাগলের সঙ্গে উমার বিয়ে হবে। যাও ঠাকুর, তোমার এমন ঘটকালীতে দরকার নাই! ওমা! শিব আবার ভগবান, কজনেই বা তাকে জানে? না ঠাকুর! না, না, তুমি অমন সম্বন্ধ এনো না।

নারদ—মহারাণী! আপনি সেই দেবদেব মহাদেবের বিষয় কিছুই জানেন না। (স্বগতঃ) যাঁকে জা'নবার জন্য জন্ম জন্মান্তর তপস্যা করতে হয়, তাঁকে কি এক মুহূর্ত্তে চেনা যায়।

মেনকা—ঠাকুর! যদি ঘটকালী করতে চাও তবে রাজা মহারাজার সন্ধান কর। (মেনকার প্রস্থান)

গিরিরাজ—মহর্ষি! মেনকা রাণী, দেবদেব মহাদেবের মাহাত্ম্য কি বুঝবে! এক্ষণে আপনি যে প্রস্তাব করেছেন, উহা অতি আশ্চর্য্য। উমার সহিত মহাদেবের বিবাহ—এ স্বপ্নাতীত। যিনি স্বয়ং ভগবান, তিনি কি প্রকারে আমার কন্যাকে গ্রহণ করবেন।

নারদ—মহারাজ! আপনি বিস্মিত হবেন না, আপনার কন্যা উমা সেই জগন্মাতা মহামায়া শিবা। পূর্ব্বে ইনি দক্ষরাজার কন্যা ছিলেন, পিতৃমুখে শিব নিন্দা শুনে দেহত্যাগ করেছিলেন। দেখলেন ত, রাজমহিষীর মুখে শিব নিন্দা শুনে উমা তৎক্ষণাৎ আপনার এই কক্ষ ত্যাগ করে গেলেন? সাবধান মহারাজ! আপনি কখন ভুলেও উমার সম্মুখে শিব নিন্দা করবেন না। তা'হলে দক্ষ রাজার মত পরিণাম হবে! মহারাণীকেও সাবধান ক'রে দিবেন।

গিরিরাজ—মহর্ষি! এইবার আমি বুঝলেম, এখন কি করা কর্ত্তব্য তা' বলুন।

নারদ—মহারাজ! আপনি অতি ভাগ্যবান, আপনার গৃহে স্বয়ং জগদম্বা

বিরাজ করছেন। তিনি জগদীশ্বর ছাড়া থাকতে পারেন না, তাই খেলার ছলেও তিনি সেই জগদীশ্বর শিবের পূজা করছেন। এক্ষণে যা'তে তাঁরা মিলীত হন, তাই করা উচিত।

গিরিরাজ—কি উপায়ে তা সম্ভব বলুন, মুনিবর!

নারদ—মহাদেব এক্ষণে হিমালয় গিরিশৃঙ্গে ধ্যানে মগ্ন আছেন। আপনি মহারাণীকে সম্মত ক'রে উমাকে তাঁর পরিচর্য্যায় পাঠিয়ে দিন। তাহ'লে তিনি প্রসন্ন হয়ে, আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

গিরিরাজ—উমাকে সে স্থানে কে নিয়ে যাবে?

নারদ—যদি প্রয়োজন হয়, আমিই উমাকে নিয়ে তথায় যাব, আর মধ্যে মধ্যে গিয়ে আপনার কন্যার রক্ষণাবেক্ষণ করব, তার জন্য কোন চিন্তা নাই।

গিরিরাজ—আপনার অনুগ্রহে কৃতার্থ হলেম। আপনি যদি উমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন, তবে আমাদের আর কোন চিন্তা থাকবে না।

(বিদুষকের প্রবেশ)

নারদ—তাহ'লে সত্বর আপনি পাঠাবার ব্যবস্থা করুন, আমি একটী শুভদিনে উমাকে নিয়ে যাত্রা করব। তা'হলে এখন আসি মহারাজ?

গিরিরাজ—আজ্ঞে হাঁা, আমি সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখব, প্রণাম হই।

(নারদের প্রস্থান)

বিদুষক—প্রণাম, মহারাজ।

গিরিরাজ—এস বয়স্য! আজ আমার বড় শুভদিন।

বিদুষক—নারদ মুনি কি কিছু শুভসংবাদ এনেছেন?

গিরিরাজ—হাঁ, তিনি মহাদেবের সহিত উমার বিবাহের প্রস্তাব করেছেন, কেবল তাই নয়, এ বিবাহ যাতে হয়, তার জন্য তিনি উদ্যোগী হয়েছেন। আমার পরম সৌভাগ্য যে, স্বয়ং ভগবান আমার জামাতা হবেন।

বিদূষক—মহারাজ! এ বিবাহ কি সম্ভব?

গিরিরাজ—সম্ভব অসম্ভব জানি না, তবে তিনি বলেছেন যে, মহাদেব এক্ষণে গিরিশিখরে ধ্যানমগ্ন আছেন, উমাকে সেখানে তাঁর পরিচর্য্যায় রেখে দিলে, ভগবান নিশ্চয়ই উমার সেবায় প্রসন্ন হবেন, তা'হলে বিবাহে তাঁর মন আকৃষ্ট হবে। নারদ মুনি নিজে উমাকে নিয়ে তথায় যাবেন বলেছেন, আর মধ্যে মধ্যে তার তত্ত্বাবধানে স্বীকৃত হয়েছেন। উমা অতিশয় বালিকা, রাজকন্যা, কখনও বনে যায় নাই, তাই আমার ইচ্ছা, বয়স্য! তুমি নারদ-মুনির সঙ্গে উমাকে নিয়ে, তথায় গিয়ে সকল সুবন্দোবস্ত করে দিয়ে এস।

বিদূষক—হাঁ—তা—বটে, কিন্তু আমার সঙ্গে মিল্‌ল কৈ?

গিরিরাজ—এতে আবার অমিলন কি?

বিদূষক—বিবাহের জন্য পাত্রী কেন পাত্রের সেবা কর্‌বে? আমার বিয়ের সময় আমার পিতা আমাকে আমার স্ত্রীর সেবার জন্যে পাঠিয়েছিল, সেই দাবীতে আমার স্ত্রী এখনও সেবা নিতে ছাড়েন না, তাই ভাবছিলুম, উমার কি শেষে আমার মতন দশা হবে।

গিরিরাজ—ও সকল প্রথা বৈশ্যদের ভিতর আছে।

বিদূষক—না মহারাজ, এ বড় কঠিন সমস্যা। একবার গিন্নীর সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে, আপনাকে কোন যুক্তিই দিতে পার্‌ব না।

গিরিরাজ—এতে আবার গিন্নীর পরামর্শে কি প্রয়োজন? বয়স্য!

বিদূষক—আছে বৈ কি মহারাজ, আমার গিন্নীর মাথাটী কত বড় জানেন না ত? সে ঐ এক মাথায় আমাকে আরও কত ছোঁড়াকে চরিয়ে খায়। আরে ছ্যা—ছ্যা—ছ্যা—যাক্, ও কথায় আর দরকার নেই।

গিরিরাজ—আচ্ছা তুমি গিন্নীর সঙ্গে পরামর্শ করে এসেই বল।

বিদূষক- আজ্ঞে হ্যাঁ।



প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

বিদূষকের গৃহ।

পরাণ, পেয়ারী, বিদূষক, গদা ও দূত।

পরাণ—পেয়ারী ও পেয়ারী! বলি ও মুলো পেয়ারী!

পেয়ারী—কে, গা?

পরাণ—বলি, দয়া করে একবার বেরিয়ে এসে দেখ।

পেয়ারী—(আসিতে আসিতে) ও মা! আমি মনে করি গয়লা মিন্‌সে, তা—তুমি?

পরাণ—হাঁ—আমি, বলি পেয়ারী! আবার গয়লা মিন্‌সে জুটিয়েছ?

পেয়ারী—দূর—তা—কেন? বাড়ীতে বেশী দুধ হ'য়েছে কিনা তাই তাকে আস্‌তে বলেছিলুম।

পরাণ—বটে! তা বেশ,—এতক্ষণ কি ক'রছিলে পেয়ারী?

পেয়ারী—এই জেগে জেগে স্বপন দেখ'ছিলুম।

পরাণ—বটে, বটে, কি দেখ্‌লে?

পেয়ারী—এই একজনের বাঁশির মত নাক, শশীর মত মুখ, বাঁকা চোখ, আর মাঝে মাঝে প্রাণমাতান প্রেমের হাসি।

পরাণ—আহা! তার পর?

পেয়ারী—তারপর প্রাণভরে স্ফূর্ত্তি ক'রছিলুম, এমন সময়ে—

পরাণ—বুড় বেটা এসে পড়ল বুঝি?

পেয়ারী—দূর তা কেন, সে পোড়ারমুখো কেন—এই তুমি এসে হাজির।

পরাণ—কিন্তু বুড় গেল কোথা?

পেয়ারী—মুখে আগুণ মিন্‌সের, কে জানে কোন্ চুলোয় গেছে। বাবুর আমার একটা নয়, ছুটো নয়, পাঁচ পাঁচটা মাগ, তাতেও কুলোয় নি, তার উপর আবার চারটে মাগী রেখেছে। আর মিন্‌সে কেবল আমায় সন্দেহ করে।

পরাণ—তুমিও ত কশুর করনি? সাত সাতটীকে পেয়ার করে পেয়ারী নাম পেয়েছ।

পেয়ারী—আরে যাও. আমার পাঁচও নেই সাতও নেই, আমার কেবল মাত্র এক আছে। আমি তোমাদের ভালবাসি ব'লে তাই বলছ বুঝি?

পরাণ—এঁ্যা—ভালবাস মাইরি?

পেয়ারী—একবার নয়, ছুবার নয়, যতবার ইচ্ছে ততবার মাইরি।

পরাণ—(আহ্লাদে আপ্লুত হইয়া) তোমার দয়া, পেয়ারী! তোমার দয়া। কিন্তু তোমার এত দয়া থাকতেও ত আমার ভাগ্যে—একদিন প্রেমালিঙ্গন হল না। আমি রাত নেই, দিন নেই, সন্ধ্যা নেই, ত্বপর নেই, কেবল তোমার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু তুমি আমায় রোজ হতাশ করে ফিরিয়ে দিচ্ছ। না পেয়ারী,—আর না, আজ আমি বড় আশা করে এসেছি।

পেয়ারী—মাইরি আমার র'স রে, (বলিয়া গলদেশে চপেটাঘাত)

পরাণ—উঃ। না থাক, তা মার,—মার একটা ছেড়ে দশটা মার, তবু কিছু বলব না, কিন্তু তার বদলে যদি—।

পেয়ারী—উঁহুঁ—উঁহুঁ—উঁহুঁ।

পরাণ—সে কি পেয়ারী? আজও উঁ হুঁ—তাহলে—?

।—দেখা যাবে—।

পরাণ—তাও আবার ঝুলিয়ে রাখ্‌লে বাবা?

পেয়ারী—হাঁ, তা রাখলুম বৈ কি—

পরাণ—কেন পেয়ারী?

পেয়ারী—এই—একটা গান গাইবে বলে—

পরাণের গীত।

বিরহ জ্বালা সই, আর কত সই
দিবানিশি প্রাণে প্রাণে নিয়তই সে বিনে।
পিয়াসা না মিটিতে বিচ্ছেদ-নিশি আইল,
আর মম হৃদাকাশে চন্দ্রমা নাহি উদিল,
কবে যে পাইব দেখা, ভাবি তাই মনে মনে।
ব্যাকুল হৃদয়ে জপিতেছি দিবানিশি,
একবার আসি পাশে, বসি বলুক আমায় ভালবাসি,
তা'হলেও মরিতে সুখ শুনি সেই কথা কানে।

(পরাণের প্রস্থান ও পেয়ারীর গৃহে প্রবেশ)

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—গিন্নী! ও গিন্নী! আর গিন্নী, তিনি বোধহয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমার পিণ্ডী তৈরী কর্‌ছেন; আর যে রকম শুনছি, তাতে গিন্নীর আমার বেশ অবিদ্যার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। শুনছি, দুটো চার্‌টে ছোঁড়াও জুটেছে, কিন্তু কৈ কোন দিন ত এক

বেটাকেও দেখতে পাই নি। একবার দেখ্‌তে পেলে হয়, মাথা ভেঙ্গে দিতুম। আচ্ছা, গদা বেটাইবা গেল কোথায়? গদা—ও গদা! এ বেটাও তেম্‌নি।

গদা—(চোখ মুছিতে মুছিতে) আজ্ঞে, হুজুর।

বিদূষক—হ্যাঁ রে গিন্নী কোথায়?

গদা—আজ্ঞে তিনি ঘুমুচ্ছেন।

বিদূষক—আর তুই বেটা ঝিমুচ্ছিলি বুঝি?

গদা—আজ্ঞে—আজ্ঞে—এঁ্যা—এঁ্যা।

বিদূষক—(স্বগতঃ) গিন্নী বোধ হয় ছোঁড়াদের উৎপাতে ঘুমুতে সময় পায় না; তাই আমি এলেই ঘুম পায়। হ্যাঁ রে গদা—?

গদা—আজ্ঞে—

বিদূষক—হ্যাঁরে দেখ্‌—শোন্‌ আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে কেউ,—এই দেখ, এই পুরুষ মানুষ—

গদা—না, না, কেউ না হুজুর।

বিদূষক—কেউ না, কি বল্‌ দেখি?

গদা—আজ্ঞে, কোন লোক এসেছিল কি না, তাই?—

বিদূষক—(স্বগতঃ) হুঁ—বেটা খুব তালিম্‌—আলটপ্‌কা অমনি গিলেছে। উঃ বেটা ভারি হুঁসিয়ার। (গদার প্রতি) বল্‌ বেটা কে ঢুকেছিল?

গদা—আজ্ঞে, কে ঢুক্‌বে?

বিদূষক—কে ঢুক্‌বে, বেটা বজ্জাত, তোর বাবা।

গদা—(ব্যস্তভাবে) কৈ না, আমি ত কাউকে দেখি নি, আমার বাবাকেও নয়, হুজুরের বাপ্‌কেও নয়।

বিদূষক—তবে রে (বলিয়া ধাইয়া যাইতেছিল, রাজদূতের প্রবেশে বাধা পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল)

রাজদূত—হঁ্যা রে! বিদূষকের বাড়ী কোথায় বল্‌তে পারিস্?

বিদূষক— (স্বগতঃ) এই এক বেটা বল্‌তে না বল্‌তেই এল বুঝি।

গদা—কেন হে বাপু! বিদূষকের বাড়ীর খবর তোমার দরকার কি?

দূত—তোর বাবার তাতে কি? জানিস্ ত বল্।

গদা— (ক্রুদ্ধ হইয়া) তুই বেটা কে রে? আমাদের মনিবকে চিনিস্ না? মুখ সাম্‌লে কথা ক বল্‌ছি, মেরে হাড় ভেঙ্গে দিব।

দূত—কে রে শালা? জানিস্ আমি রাজার নকর, এখনি তোর গর্‌দানা নিয়ে নেব।

গদা—ওঃ গর্‌দানা বড্ড শস্তা নয়, এক কথায় নিয়ে নিলেই হল।

বিদূষক—আরে থাম্, থাম্ তোরা দুবেটাতে আবার ফঁ্যাসাদ লাগাতে সুরু কর্‌লি যে। দূত! তোমার কি খবর বল ত?

দূত—এই একখানা চিঠি আছে।

বিদূষক—গদা! চিঠিখানা রেখে দেত। জিরিয়ে পরে পড়্‌ব।

গদা—বাবু: এ বেটাকে শীগগির করে বিদায় দিন। এ বেটা বোধ হচ্ছে গাঁজাখোর, মেজাজ দেখছেন না গাঁজা খেলে মেজাজ ভারি কড়া হয়।

দূত—কোন্ শালা বলে রে?

গদা—আহা, কি মোলায়েম বোল রে। ওহে কর্ত্তা! বেশী গাঁজা খেও না, বেশী খেলে রক্ত হেগে মরে।

দূত—আর যারা না খায়, তারা বুঝি রসগোল্লা হেগে মরে?

গদা—টের পাবে বাবা, সে আর এখন বলে কি হবে।

বিদূষক—না, না পেয়ারী ! উ—হু - হু—হু (হাত জোড় করিয়া)

আমি ভুলে গেছি পেয়ারী, ভুলে গেছি, বেশ্যা নয়, বৈশ্য; বৈশ্য

ওঃ কি মারের বাপ ! যেন ঘোড়ার চাট্ ।

পেয়ারী—তবে রে মুখপোড়া ! আমার নিন্দে আবার কেউ করতে পারে

বিদূষক—না—না—পেয়ারী ! কেউ পারে না, কোন শালা পারে না ।

পেয়ারী—তবে চল্, এখন ঘরে চল্, খা দা তখন মন্ত্রণা দিব ।

বিদূষক—তাই দিবি, কিন্তু দেখিস্, আর যেন যন্ত্রণা দিস্ না পেয়ারী ।

(প্রস্থান)



প্রথম অঙ্ক

—————

চতুর্থ দৃশ্য।

মদন পুরী

সখিগণ, নাগরগণ, মদন, রতি, প্রহরী ও দেবদূত।

সখিগণের গীত।

প্রেমের ফুল, প্রেমে হয় আকুল,
প্রেমেতে পড়েছে ঢোলে।
হৃদয় রতন, করিয়া যতন,
আদরে লও তায় তুলে।
জীবনে মরণে, শয়নে স্বপনে,
প্রেম ছেড় না অবহেলে।
অমূল্য ধন, প্রেম রতন,
স্বর্গমর্ত্ত পাতালে।

(সখিগণের প্রস্থান)

১ম নাগর—কি বল ভাই? আজ যেন আনন্দটা বেশী বোধ হচ্ছে না?

২য় নাগর—কবেই না হয়? আমরা সুখ ভিন্ন দুঃখ কাকে বলে তাও জানি না। আমাদের মদনরাজার প্রভাবে দুঃখের মুখ কখনও দেখ্‌তে হবে না।

মদন—কি হে! তোমারা দুঃখেরই কথা কইবে না কি? কেন, দুঃখ কি তা কখন দেখেছ?

১ম নাগর—আজ্ঞে, না, তাই বলছিলুম. আমরা যে রাজার প্রজা তাঁর রাজ্যে দুঃখ কখনও আসে না। সর্ব্বদাই সুখের আবির্ভাব।

মদন—বহু তপস্যার ফলে এ পুরীতে বাস হয়।

১ম নাগর—আজ্ঞে, তাতে আর সন্দেহ কি? আমরা জন্ম জন্মান্তরে কত তপস্যা করেছিলুম, তার কি কোন হিসাব আছে।

২য় নাগর—তোমার না থাকতে পারে। আমার কিন্তু খুব হিসাব আছে।

৩য় নাগর—কি রকম? কি রকম?

২য় নাগর—আমি একাসনে ঊর্দ্ধপদ, নিম্ন মস্তকে, দশমাস অনাহারে তপস্যা করেছিলুম।

১ম নাগর—আরে, যা—যা—বাজে কথা কস্ কেন? যার দুবেলা দুটো না খেলে প্রাণ বাঁচে না, তিনি আবার দশমাস অনাহারে তপস্যা করেছেন।

৩য় নাগর—বটেই ত—এ হতে পারে না।

১ম নাগর—যদি কিছু প্রমাণ থাকে, তাহলে বিশ্বাস করব।

২য় নাগর—প্রমাণ আবার নেই, একেবারে সঠিক প্রমাণ আছে। আমার মা বলেছিলেন। তাঁর গর্ভে দশমাস আমি ঐ রকম একাসনে কঠোর তপস্যা করেছিলুম; তবে এ সুখের পুরীতে আসতে পেরেছি।

৩য় নাগর—যখন মা বলেছে, তখন কিন্তু বিশ্বাস না করে থাকা যায় না।

১ম নাগর—আরে ও রকম তপস্যা যে, সবাইকে করতে হয়।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী—মহারাজ! ইন্দ্রলোক হতে একটা দূত এসেছে।

১ম নাগর—আঃ এখন আক্‌ড়া জমে আস্‌ছে, এমন সময়ে আর বাধা বিঘ্ন কেন বাবা ?

মদন—ইন্দ্রলোক হতে দূত এসেছে—কেন, হঠাৎ কি প্রয়োজন হল ? আচ্ছা, দূতকে নিয়ে এস।

(দূতের প্রবেশ)

মদন—কি সমাচার দূত ?

দূত—দেবরাজ ইন্দ্র আপনাকে আহ্বান করেছেন।

১ম নাগর—কি ইন্দ্রলোকে আমাদের মদনরাজাকে যেতে বলেছে ?

২য় নাগর—এ কখনও হতে পারে ? তা, দরকার থাকে, দেবরাজ এখানে আসতে পারেন।

৩য় নাগর—নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমাদের মদন রাজা কেন যাবে ?

১ম নাগর—ইন্দ্রলোক আমাদের এ মদন লোক হতে অনেক নীচে।

৩য় নাগর—আরে সে ছোট লোক।

২য় নাগর—তাতে আর সন্দেহ কি ?

১ম নাগর—দেখনা কেন ?—ইন্দ্রলোকের উপর ব্রহ্মলোক, তার উপর বিষ্ণুলোক, তার উপর গোলক। আর তার উপর আমাদের এই—

২য় ও ৩য় নাগর—ইয়ার লোক ?

মদন—সখা ! তোমরা একটু থাম। স্বর্গে নিশ্চয়ই একটা কিছু অঘটন ঘটেছে, নইলে দেবরাজ কেন আমাকে ডেকেছেন ?

২য় নাগর—সে কি, সে কি ?

মদন—(দূতের প্রতি) যাও দূত, তুমি দেবরাজকে বল, আমি তাঁর

আদেশ মত রতিকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

১ম নাগর—তাই ত তা'হলে আমাদের আড্ডা—?

২য় নাগর—চলবে না।

৩য় নাগর—তাই দেখছি। নইলে আমাদের রাজার বিমর্ষ বদন হবে কেন?

রতি—প্রিয়তম! স্বর্গে কি কিছু বিপদ ঘটেছে? দেবরাজ কেন আপনাকে স্মরণ করেছেন?

মদন—না, প্রিয়ে, তেমন কিছু বলে ত মনে হয় না। তবে কি জান? যেথানে আগুণ, সেইখানেই জলের অভাব। যেথানে দুঃখ, সেইখানেই সুখের অভাব। আমি সদাসুখময় তাই সবাই আমাকে প্রার্থনা করে। সম্ভবতঃ স্বর্গে কোন দুঃখের আক্রমণ হ'য়েছে, তাই দেবরাজ আমাকে স্মরণ করেছেন।

২য় নাগর—তাতে আর ভয় কি মহারাজ! এই ইয়ার বক্সিগুলকে যেথানে ছেড়ে দেবেন, সেইখানেই আড্ডা গুলজার করে দিব।

৩য় নাগর—আরে, তখন একলাই একশ'—হ'ব।

১ম নাগর—দেবরাজ হয়ত, উর্ব্বশীর মন পাবার জন্যে আমাদের রাজাকে স্মরণ করেছেন।

২য় নাগর—আমারও তাই মনে হয়, নইলে আমাদের রাজাত কিছু লড়ায়ে যাবেন না?

৩য় নাগর—কেন যাবেন না? আমাদের রাজা প্রেমযুদ্ধের মহারথী।

২য় নাগর—তা বটে। আমাদের রাজা প্রেমযুদ্ধে জয়ী।

১ম নাগর—তাইত বলছিলুম, দেবরাজ বোধ হয় উর্ব্বশীর সঙ্গে প্রেমযুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন, তাই প্রেমের গুরু মদনরাজাকে স্মরণ করেছেন।

মদন—প্রিয়ে! তাহলে তুমি যাবার জন্য প্রস্তুত হও। বেশী দেরী ক'র না।

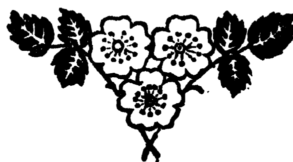
রতি —বসন্তকে সঙ্গে নিতে হবে ত?

মদন—নিশ্চয়ই, বসন্ত আমাদের কার্য্যে প্রধান সহায় হবে। তাকে নিয়ে চল।

নাগরগণ—আর আমরা?

মদন—তোমরা যেমন আনন্দে আছ তেমনই থাকবে।

(প্রস্থান)



প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হিমালয়-প্রাসাদ।

গিরিরাজ, বিদূষক, মেনকা, নারদ উমা, জয়া
ও বিজয়া।

গিরিরাজ—বয়স্য! তোমার গিন্নী কি বল্‌লে? উমাকে মহাদেবের পরিচর্য্যায় পাঠাবার মত আছে ত?

বিদূষক—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু উমার যাত্রার পূর্ব্বে মহারাণী যেন উমার কড়ে আঙ্গুলটী এই রকম করে কাম্‌ড়ে, তার কপালে টিপ্‌ দিয়ে দেন। তা'হলে তার উপর কারুর নজর লাগ্‌বে না।

গিরিরাজ—সে কি বলছ?—উমার উপর মহাদেবের যাতে নজর পড়ে, তার জন্যেই ত তাকে পাঠান হচ্ছে; যাতে তাঁর উমাকে পছন্দ হয় আর বিয়ে করেন। তোমার দেখ্‌ছি, বুড়ো হয়ে বুদ্ধিশুদ্ধি আল্‌গা হয়ে গেছে।

বিদূষক—আজ্ঞে, আল্‌গা বলে আল্‌গা, নবদ্বার খুলে গেছে, আর নটা মাগী নবদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, একটাকেও সামলাতে, পার্‌ছি না। সবাই যে যার ইচ্ছামত যা তা কর্‌ছে। তবে, পেয়ারী—সে এখনও একটু আধটু মানে।

গিরিরাজ—আবল্ তাবল্ কি বল্‌ছ বয়স্য? আমি কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না।

বিদূষক—আর বুঝে কি করবেন মহারাজ? আমার দুঃখ বুঝা বড় শক্ত. সে যাই হ'ক, আমার পেয়ারীর বুদ্ধিটা নেহাত হাল্‌কা হবে না। তবে শুনুন, মহারাজ! এই কপালের মাঝখানে জ্ঞান চক্ষু আছে, সে চক্ষু সকলের খুলে না। শাস্ত্রে আছে, চন্দনের ফোঁটা দিয়ে, সেই কপালের মাঝখানে জ্ঞান চক্ষুকে আহুতি দিলে সেই চক্ষু খুলে যায় আর ভগবৎ দর্শন হয়। এই জন্যে লোকে কপালের মাঝখানে টিপ বা ফোঁটা পরে, তাই আমার পেয়ারী এই কথাই বলেছিল।

গিরিরাজ—ঠিক বলেছ, বয়স্য! তাই করা যাবে।

বিদূষক—হুঁ, হুঁ, আমার পেয়ারী কি বেঠিক বলে, তবে তার আচরণটা কেবল বেঠিক। সে আমাকে উল্টো ট্যাঁকে গুঁজে কত ছোঁড়াকে নাচায়। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, বাক্

(মেনকার প্রবেশ)

গিরিরাজ—এই যে রাণী! উমার যাত্রার সময় হয়েছে, সব প্রস্তুত আছে ত?

মেনকা—হ্যাঁ, মহারাজ! প্রস্তুত ছেড়ে উমা পা বাড়িয়ে ব'সে আছে। এমন মেয়েও দেখিনি, বনে যাবে তাতেও আনন্দে আটখানা কত বুঝালুম, ভয় দেখালুম কষ্ট হবে যাস্‌নে, তা সে কিছুতেই শুনলে না, উল্টে কাঁদে। তার অদৃষ্টে খোয়ার থাক্‌লে, আমি আর কি কর্‌ব?

গিরিরাজ—মেনকে! তুমি বুঝতে পারছ না? উমা আমার মহাদেবী

সে মহাদেব ছাড়া থাক্‌তে পারে না। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে এ হেন কন্যারত্ন পেয়েছি। ঐ বুঝি মহর্ষি আস্‌ছেন? আসুন, আসুন।

(গান করিতে করিতে নারদের প্রবেশ)

নারদের গান।

বিশ্বরূপে বিরাজ হে বিশ্বরাজা।
হৃদয় জুড়াব হেরে তব শোভা ॥
চেতন অচেতন, করি দর্শন,
সকলি তব রূপ হে প্রাণ সখা ॥

নারদ—নারায়ণ, নারায়ণ, মহারাজের জয় হ'ক। সব প্রস্তুত আছে ত মহারাজ?

গিরিরাজ—আজ্ঞে হ্যাঁ, যাত্রার সব প্রস্তুত আছে, কেবল আপনার অপেক্ষা। মেনকে! তুমি যাও, উমাকে নিয়ে এস। এ কি! তুমি কাঁদ্‌ছ কেন? যাত্রাকালে অমঙ্গল ক'র না।

নারদ—মা! আপনি যাত্রাকালে উমাকে আনন্দে আশীর্ব্বাদ করুন, যাতে মায়ের তপস্যা সফলা হয়। উমার এ তপস্যা কেবল তাঁর লীলার জন্যই, কেননা,—তিনি জগন্মাতা, তাঁর তপস্যার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি মায়াতে মোহিত হ'য়ে উমাকে অতি বালিকা মনে করেছেন; কিন্তু তিনি এত বিরাট যে, সমগ্র ত্রিভুবন গর্ভে ধারণ করেছেন, উমা জগতের জননী আর আপনি তাঁর জননী, আপনার মত পুণ্যবতী কে আছে? যান, আপনি চিন্তা কর্‌বেন না, উমাকে নিয়ে আসুন—সময় বয়ে যাচ্ছে।

(উমা ও সখিদ্বয়ের প্রবেশ)

মেনকা—(সক্রন্দন) এই যে, মা আমার আপনি এসেছে।

উমা—মা! তুমি কাঁদ্‌ছ কেন?

মেনকা—আমার দুঃখ আর কি বুঝবে মা? একমাত্র কন্যা, হৃদয়ের ধন, তোকে ছেড়ে মায়ের প্রাণ কি করে বাঁচে, তা যদি তুই বুঝতে পার্‌তিস্, তা'হলে আর আমায় ছেড়ে যে'তিস্ না। ওহোঃ! আমি তোর অদর্শন কি করে সহ্য কর্‌ব। মুনিবর! কেন তুমি এরূপ কঠোর প্রস্তাব কর্‌লে?

নারদ—দেবি! আপনি ক্ষান্ত হন। উমা যখন সেই কঠোরতাকে উপেক্ষা কর্‌ছে, তখন আপনি কাতরা হবেন না। (উমার প্রতি) হ্যাঁ, মা উমা! তোর শরীর বড় কোমল—না?

উমা—হ্যাঁ, পাথরের মত।

নারদ—পাথরের মত! তার মানে কি?— আমায় বুড় পেয়ে ঠাট্টা কর্‌ছিস্ মা?

উমা—না, ঠাকুর! ঠাট্টা কেন কর্‌ব। শ্রীকৃষ্ণ যখন বাঁশী বাজাতেন পাষাণ তখন ভক্তিতে গোলে তুল্‌তুল্ কর্‌ত, আর ভক্তি বিহনে পাষাণ কঠিন হয় তাও কি জান না?

নারদ—হ্যাঁ, মা! এবার বুঝেছি, আমায় মাপ কর। (স্বগতঃ) শিব ভক্তিতে মা একেবারে ডুবে গেছে। ঠিক হ'য়েছে, এইবার আমাদের উদ্ধার হবার আশা হয়েছে। (উমার প্রতি) উমা! তোমার মা যে, তোমার অদর্শন সহ্য কর্‌তে পার্‌বেন না। তাহলে তুমি কি করে যাবে?

উমা—কেন সহ্য কর্‌তে পার্‌বেন না? সহ্য না কর্‌লে অমূল্য ধন

মিলে না। এ সংসার দুঃখময়, কিন্তু সে দুঃখ যে সহ্য করে সেই যথার্থ সুখী হয়। আমাদের বর্ণমধ্যে শ, ষ, স, তিনটী স সৃষ্টি হয়েছে। ভগবান যেন গোড়া থেকেই বলে দিচ্ছেন, সও, সও, সও অর্থাৎ সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর। যে সয় সেই রয়। (মেনকার প্রতি) মা! তুমি কেন ভাবছ? আমার কোন কষ্ট হবে না, সখি দু'জন ত আমার সঙ্গে যাবে, আমি আনন্দে তাদের সঙ্গে বনে খেলা করব, যদি তোমার জন্যে মন কেমন করে, তাহ'লে তখনই চলে আসব।

মেনকা—যদি তোর জন্যে আমার মন কেমন করে?

উমা—তাহ'লে শিব নাম করবে কোন দুঃখ থাকবে না, কোন ভাবনাও থাকবে না।

গিরিরাজ—রাণী! কাতরা হয়োনা।

মেনকা—জানি মহারাজ, সব জানি। উমা পরমেশ্বরী, খেলার ছলে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে; জেনেও ত মায়ার বশে আমি মনকে বুঝাতে পারি না। সে যে স্নেহের আধার, কন্যারূপে আমার সমস্ত বুক জুড়ে রয়েছে। আমি বুঝেও বুঝি না, সদাই মনে হয় উমা আমার বালিকা, আর এ কোমল শরীর কি ক'রে কঠোর পথের কঠিন দুঃখ সহ্য করবে। আহা! বাছা আমার কোথায় যাবে, কি খাবে, কখন ঘুমাবে? বনে হিংস্র পশু আছে, তারা যদি আমার উমাকে আক্রমণ করে? শিব শ্মশানবাসী, নারদ মুনি যদি তাকে আমার শ্মশানেই রেখে আসে।

গিরিরাজ—শিব শ্মশানবাসী বটে, উপস্থিত হিমালয়ের গিরিশিখরে তপস্যা করছেন। তোমার ভয় নাই রাণী! উমার যা'তে কোন কষ্ট

না হয়, আমি তারই ব্যবস্থার জন্যে বিদূষককে সঙ্গে দিয়েছি, বিদূষক ফিরে এলেই তুমি সব সংবাদ পাবে।

মেনকা—না, মহারাজ! আমি কিছুতেই মনস্থির কর্‌তে পার্‌ছি না। তুমি আমায় উমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও, আমি তার সঙ্গে সঙ্গেই থাক্‌ব।

গিরিরাজ—রাণী! তুমি এ সব কি বল্‌ছ? সেখানে কি আর কেউ থাক্‌তে পারে। উমা মহাদেবের পরিচর্য্যা কর্‌বে, তাঁর প্রসন্নতা লাভ কর্‌তে পার্‌লে তার জীবন সার্থক হবে। আমি যে, সেই উদ্দেশ্যেই তাকে মহাদেবের নিকট পাঠাচ্ছি। উমা আমার শিবের প্রণয়-ভাগিনী হতে যাবে, মা হয়ে তুমি সেখানে কি করে থাক্‌বে বল? বিদূষক উমাকে সেখানে রেখে এখনই প্রত্যাগমন কর্‌বে, তখন তুমি সকল সংবাদ সঠিক পাবে।

মেনকা—যাও মা, আর তোমায় বারণ কর্‌ব না আশীর্ব্বাদ করি, তোমার তপস্যা সফলা হ'ক।

গিরিরাজ—মহর্ষি! এই নিন্ আমার প্রাণের প্রাণ উমাকে শিব সন্নিধানে নিয়ে যান। সবই মায়ের লীলাখেলা, কিন্তু আমাদের মন ত বুঝে না।

নারদ—নারায়ণ, নারায়ণ। মহারাজ! এত বৃদ্ধ হয়েছি; কিন্তু পাগল পাগলীদের লীলার কণামাত্রও বুঝ্‌তে পারলেম না।

বিদূষক—হ্যাঁ, ও মিছে মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই। মার খেয়ে খেয়ে আমার শরীরের রক্ত জল হ'য়ে গেছে, তবু গিন্নীর একটা নাক সিট্‌কানা পর্য্যন্ত বুঝতে পার্‌লেম না। ঠাকুর!—তা তুমি বে থা কর নি—কি বুঝবে

নারদ—কে হে ? সে আবার কে ?

বিদূষক—সে আমার একটী অসুরনাশিনী পেত্নী আছে। যাক্, ঠাকুর ! সে কথায় আর কাজ নেই। মনে পড়ে গেলে আর তোমার সঙ্গে যাওয়া হবে না।

নারদ—মহারাজ ! তাহ'লে বিদায় দিন্।

গিরিরাজ—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি উমাকে নিয়ে যাত্রা করুন। বয়স্য ! তুমিও তাহ'লে প্রস্তুত হও। উমা ! একবার আয় মা, তোর শিবসেবা সার্থক হ'ক, এই আশীর্ব্বাদ করি।

জয়া—মা ! এইবার আমাদের বিদায় দিন্ (প্রণাম)

বিজয়া—চল সখি, চল চল।

সখীগণের গীত।

চল চল সখি, বিশ্বরাজে সেবি,
এ সুখ আর কোথায় পাব।
তুলি নানা ফুল, চম্পক বকুল,
গাঁথিয়ে মালা গলে পরাব।
যাকে পাবার তরে, জীব সাধনা করে,
উমার কৃপায় মোরা তাঁহাকে সেবিব ॥
বিশ্বের কোলে বিশ্বরাণী, কভু কেহ হেরে নি,
এবার তাই দেখে হৃদয় জুড়াব ॥

(প্রস্থান)



দ্বিতীয় অঙ্ক।

——:*:——

প্রথম দৃশ্য।

ইন্দ্র ভবন।

সখীগণ, উর্ব্বশী, ইন্দ্র, সখা, প্রহরী, মদন,
রতি, বসন্ত ও নারদ।

সখীগণের গীত।

ঝাঁকে ঝাঁকে সুখ, উড়ে এ ভবনে
তিমিরের বসনে—
রবি শশী তারারাজি, বিরাজে গগণে,
ভ্রমর ধায় মধুর সমীরণে।
সকল সম্পদ এই ইন্দ্রপদ, লভে দেবগণে
বসি অতি কঠোর সাধনে।
হায় বিশ্বের খেলা, আলোক আঁধারে মেলা,
হয় সেথা বিধির বিধানে॥

উর্ব্বশী—নাথ! কেন হেরি তব বিষণ্ন বদন? ঘটেছে কি কিছু অঘটন?

ইন্দ্র—প্রিয়ে! শুন নাই কি ব্যাপার? ত্রিভুবনে, সকলের প্রাণে হয়েছে ভয়ের সঞ্চার। তারকাসুর কঠোর তপস্যায় হয়েছে দিগ্বিজয়ী, এক মাত্র ব্রহ্মার বরদানে।

উর্ব্বশী—তবু লভিতে পারে না এই ইন্দ্র পদ।

ইন্দ্র—নিশ্চয়ই পারে, যে জন দিগ্বিজয়ী, সে কি ইন্দ্রলোক ছাড়া ?

সখা—তাহ'লে তোমার এই উর্ব্বশীর দশা ?

ইন্দ্র—এ বিদ্রূপের কথা নয় সখা !

সখা—আনন্দের সময় তুমি কেন নিরানন্দ ডেকে আন্‌ছ ?

ইন্দ্র—আনন্দের সময় নয় সখা ! স্বর্গবাসীদের ঘোর বিপদের সময় উপস্থিত।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী—দেবরাজ ! মদনরাজ ও রতিদেবী এসেছেন।

ইন্দ্র—ঃ ! আমিও এতক্ষণ ওঁদের কথাই ভাবছিলেম, নিয়ে এস।

(মদন, রতি ও বসন্তের প্রবেশ)

ইন্দ্র—এস কন্দর্প ! তোমার জন্যই আমি এতক্ষণ অপেক্ষা কর্‌ছিলেম।

মদন—দেবেশ ! কেন মোরে করেছেন স্মরণ ? সদাই প্রস্তুত দাস, তব আজ্ঞা করিতে পালন।

রতি—দেবেশ ! আপনার রাজ্যে ত কোন অমঙ্গল ঘটে নি ?

ইন্দ্র—না, দেবি ! এ রাজ্যে কোন অমঙ্গল ঘটে নি ?

মদন—তবে আপনার কোন্ কার্য্য-সাধন কর্‌তে হবে ? যদি কোন কঠিন দুঃখ করে থাকে আক্রমণ, সুখের প্রতাপে উহা এখনি করিব মোচন, আজ্ঞা করুন দেবরাজ ! উহা এখনি করিব পালন।

ইন্দ্র—মকরধ্বজ ! তুমি যথার্থ অনুমান করেছ, তোমার এই উৎসাহের জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিতেছি। মদনরাজ ! আমার যে কার্য্য তা তোমারই কার্য্য, আমার অনেক মিত্র আছে বটে, কিন্তু তোমার মতন কেউ নাই। আমার এই রাজ্যের সুখ বর্দ্ধন ও রক্ষার জন্য

পরমেশ্বর দুটী অস্ত্র নির্ম্মাণ করেছেন, এক বজ্র, দ্বিতীয় তুমি, বজ্র হিংসাত্মক আর তুমি অতি সুখকর। সত্তম! এ দু'য়ের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ, বজ্র কখন কখন নিষ্ফল হয়, কিন্তু তুমি অব্যর্থ, এ জন্য তুমি মিত্র প্রবল আর তুমিই আমার উপস্থিত কার্য্যের উপযুক্ত। এক্ষণে আমার এক অতি ভয়ঙ্কর দুঃখ উৎপন্ন হয়েছে; তুমি ভিন্ন আর অন্য কেউই সে দুঃখ দূর করতে পারবেনা। দেখ, দুর্ভিক্ষের সময়েই দাতার পরীক্ষা হয়, আপৎকালে মিত্রের পরীক্ষা হয়, অশক্তি কালে স্ত্রীদিগের পরীক্ষা হয় আর বিপত্তিকালে সুকুলের পরীক্ষা হয়। যেমন পরক্ষে স্নেহের পরীক্ষা আর সঙ্কট সময়ে সত্যের পরীক্ষা হয়, মিত্রবর্য্য আজ তোমারও সেরূপ পরীক্ষা হবে।

মদন—দেবেশ! পুনঃ পুনঃ মিত্র সম্ভাষণে আপনি আমায় কৃতার্থ করেছেন, আমি আপনার চিরদাস।

ইন্দ্র—দেখ, কন্দর্প! আজ তোমায় যে কার্য্যের জন্য আহ্বান করেছি, সে কেবল আমার একলার কার্য্য নয়, এ নিখিল দেবগণের সুখবহ কার্য্য; আমরা সমুদয় দেবগণ তোমায় অনুরোধ করছি, এই কার্য্য সাধন কর।

মদন—দেবরাজ! আপনি কি নিমিত্ত এত বলছেন? আপনি ত জানেন আমাতে আর আপনাতে কোন প্রভেদ নাই, তথাপি আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যদি আপনার কোন শত্রু মুক্তিলাভের ইচ্ছা ক'রে থাকে, তবে আমি তাকে সেই পথ হ'তে পতিত করব। দেব সত্তম! যদি দেব, দানব বা কোন যক্ষ, রক্ষ অথবা মুনিঋষি আপনার পদ লাভের জন্য তপশ্চারণে নিযুক্ত হয়ে থাকে, তবে আমি ক্ষণকালের মধ্যেই রতির কটাক্ষে তার সেই তপস্যা ভঙ্গ করব।

ইন্দ্র—না, মদন, শুধু আমার পদলাভের জন্য আশঙ্কা নয়, তবে সমস্ত স্বর্গরাজ্যের অন্য এক রকম বিপদ উপস্থিত হয়েছে।

মদন—বর্ত্তমানে দেবগণের এত ভয় কিসের জন্য? মানুষের নিপাতনে আমার কিছুমাত্র চিন্তা হয় না; অন্য কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হলেও আমি পশ্চাৎপদ হব না। দেবরাজ! আমি থাক্‌তে আপনার বজ্রাদি অস্ত্রের প্রয়োজন কি? স্বয়ং মহাদেবেরও ধৈর্য্যচ্যুতি কর্‌তে আমি ভীত নই।

ইন্দ্র—কামদেব! তুমি যথার্থ অনুমান করেছ, এখন তোমাকে যে জন্য স্মরণ করেছি তা শ্রবণ কর। তারকাসুর নামক এক মহাদৈত্য ব্রহ্মাবর প্রভাবে ত্রিভূবন উৎপীড়ন কর্‌ছে, তাতে ধর্ম্মনাশ হচ্ছে, সমস্ত দেবগণ ও ঋষিগণ তার অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়েছে, তার পরাক্রমে সকল দেবঅস্ত্র নিষ্ফল হয়েছে, সাধারণ উপায়ে তার মৃত্যু হবে না, একমাত্র শিববীর্য্য সমুৎপন্ন সেনাপতিই তার বিনাশ সাধনে সমর্থ হবে।

রতি—তবে কি সেই দেবাদিদেব মহাদেবের কামোৎপত্তি কর্‌তে হবে?

ইন্দ্র—তুমি ঠিক বলেছ দেবি! তোমাদের প্রভাবে ত তা অসাধ্য হবে না।

রতি—না, না, প্রভু! এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হবেন না, এ বড় সর্ব্বনাশের কাজ। যিনি ত্রিভুবনের স্বামী, যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী, যাঁর আজ্ঞায় রবি, শশী উদিত হয়, যাঁর আজ্ঞায় গ্রহগণ নিত্য নিয়মিতভাবে নিজ নিজ কার্য্য করে, যাঁর কৃপায় ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব পেয়েছেন, তাঁর প্রতি এ আচরণ অতি অন্যায়, এমন কার্য্যে আপনারা হস্তক্ষেপ করবেন না, বিরত হ'ন।

মদন—দেবেশ! রতিদেবী উচিত কথা বলেছেন, দেবাদিদেব মহাদেবের প্রতি এমন আচরণ কি ক'রে করবে?

ইন্দ্র—(হাস্য করিয়া) হাঃ, হাঃ, হাঃ, রতিদেবী অতি কোমল স্বভাবা, তাই তিনি সহজেই ভীতা হয়েছেন। দেখ, মহাদেব কাম, ক্রোধ মোহ, লোভাদি ষড়রিপুর সৃষ্টি করেছেন আর সকলকে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করেছেন, তাহ'লে তোমরা যদি তাঁর আজ্ঞামত কার্য্য না কর, তাঁর কি ক্রোধ হ'তে পারে না?

মদন—হাঁ, তা পারে বৈকি।

ইন্দ্র—তবে দেখ, ক্রোধ মহাদেবেরও প্রতি তার নিজ কার্য্য করে, দেবাদিদেবের আজ্ঞা পালন করেছে, তুমি যদি তোমার কার্য্য এরূপে না কর, তাহ'লে সেই ভগবানের কোপানলে পড়্‌বে। এক্ষণে কি করা উচিত তুমি নিজে বিবেচনা কর।

মদন—দেবরাজ! আপনি ঠিক বলেছেন, আমার বহুদিনের ভ্রম এত দিনে সংশোধন হ'ল, আপনি আমার সুহৃৎ তাই আমাকে আজ মহাদেবের কোপানল হতে রক্ষা কর্‌লেন। এক্ষণে আদেশ করুন দেবরাজ! কি কর্‌তে হবে?

ইন্দ্র—শুন কন্দর্প! মহাদেব এক্ষণে হিমালয়ের শিখর দেশে তপস্যায় রত আছেন আর পার্ব্বতী সখি সমভিব্যাহারে তাঁর সেবায় নিযুক্তা আছেন। সেই পর্ব্বতদুহিতা পার্ব্বতীর প্রতি যা'তে মহাদেবের মন আকৃষ্ট হয়, সেরূপ কার্য্য কর, তোমার দ্বারায় এ কার্য্য সাধিত হ'লে তুমিও যশঃস্বী হবে আর দেবগণেরও দুঃখ নাশ হবে।

মদন—দেবরাজ! আপনি আমার পরম হিতৈষী, আজ আমায় এ কার্য্যে নিযুক্ত ক'রে আমার প্রাণরক্ষা কর্‌লেন। আমি রতিদেবীকে ও

বসন্তকে সঙ্গে নিয়ে হিমালয়-শৃঙ্গে এখনই যাব আর সেই দেবদেব মহাদেবের হৃদয় প্রেমে আদ্র করব, নিশ্চয় জান্‌বেন।

ইন্দ্র—এই ত আমার মিত্রের কাজ।

মদন—তবে আসি, দেবরাজ! প্রণাম।

(মদন, রতি ও বসন্তের প্রস্থান)

ইন্দ্র—উর্ব্বশী! এবারে আমাদের কার্য্য সিদ্ধির আশা হ'ল।

উর্ব্বশী—প্রভু! আমি বড়ই ভীতা হয়েছিলুম, কি জানি কোন্ বিঘ্ন এসে আমাদের এই চিরসুখে বাধা দেবে। এখন হতে আপনারা খুব সতর্ক হ'য়ে থাকবেন, যাতে ভবিষ্যতে আর এমন বিপদ উপস্থিত হতে না পারে।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ—নারায়ণ, নারায়ণ, দেবরাজের জয় হ'ক।

ইন্দ্র—আসুন মুনিবর! কুশল সমাচার ব্যক্ত ক'রে আশ্বস্ত করুন।

নারদ—দেবরাজ! আপনি ত জানেন, নারদমুনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, কখনও তা হ'তে পশ্চাৎপদ হয় না। গিরিরাজকে অনেক বুঝিয়ে, তবে রাজি করতে পেরেছি। উমা মহাদেবের কাছে চলে গেছে, এখন তোমার কাজ, তুমি কন্দর্পকে সেখানে পাঠাবার কি করলে?

ইন্দ্র—আমিও কার্য্যে অবহেলা করিনি মুনিবর! মকরধ্বজকে বলতে, সে আর রতি ত প্রথমে ভীত হয়েছিল, তারপর বুঝিয়ে ব'লে করে পাঠিয়ে দিয়েছি; তারা মহাদেবের কামোদ্রেক না ক'রে ফিরবে না সত্য ক'রে গেছে।

নারদ—বেশ, বেশ, এতক্ষণে তবু একটু সুস্থ হওয়া গেল। উঃ! পাপাত্মা

তারকাসুর কি কম অত্যাচার করেছে, প্রধান প্রধান মুনি ঋষি যাগ, যজ্ঞে কি কম কষ্ট পেয়েছে? পাপাত্মা যজ্ঞকুণ্ড ভরে প্রস্রাব করেছে, আবার বলেছে, এক তারকাসুর ভিন্ন পৃথিবীতে তোদের আর কেউ ঈশ্বর নাই, তোরা আমাকে তপস্যার ফল অর্পণ কর্।

ইন্দ্র—উঃ কি অত্যাচার! ভগবান কি এত সহ্য কর্‌বেন?

নারদ—বৃদ্ধ মুনিগণের উপর কি কম অত্যাচার করেছে?

ইন্দ্র—বৃদ্ধ মুনিগণের প্রতি অত্যাচার—বলেন কি?

নারদ—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেদিন নারায়ণ দর্শনে যাচ্ছিলুম, পথে দেখি ঐ পাপাত্মা এক বৃদ্ধ মুনিকে ডেকে বল্‌লে "আমার পদসেবা কর্"।

ইন্দ্র—তারপর, তারপর?

নারদ—তারপর সেই ঋষিকে পদসেবা কর্‌তে হ'ল, আমি সেই দেখে অবাক আর নারায়ণকে মনে মনে স্মরণ ক'রে বল্‌লুম; "ভগবান তোমার ভক্তের প্রতি কি অত্যাচার হচ্ছে একবার দেখ"।

ইন্দ্র—উঃ এত অত্যাচার কি নারায়ণ সহ্য কর্‌বেন?

নারদ—অম্লান বদনে সহ্য কর্‌লেন।

ইন্দ্র—বলেন কি—তিনি কিছু বল্‌লেন না?

নারদ—হ্যাঁ, তিনি বল্‌লেন, "নারদ, তারকাসুরের ধর্ম্মফল এত অধিক যে, সমগ্র পৃথিবী তার তুল্য নয়। সেই বৃদ্ধ মুনি তার পদসেবা ক'রে পুণ্যলাভই করেছে, জান ত আমার ভক্তের ভিতরে আমি অবস্থান করি, তাই ভক্তের সেবায় আমারই সেবা করা হয়, তারকাসুর অতীব ধর্ম্মপ্রবীণ ও ভক্তবীর, তার সেবায় সেই বৃদ্ধ মুনি ধর্ম্ম পালনই করেছে।

ইন্দ্র—সে কি! আপনার মতন প্রধান ভক্ত আর কে আছে?

নারদ—আর যে আছে—তাত শুন্‌লেন ? এখন সেই পাপাত্মার অতিশয় দর্প হয়েছে, তাই তার নিধনের উপায় কর্‌ছি।

সখা—বেশ ঠাকুর, সে দৈত্য অতবড় ভক্ত বলে বুঝি তার উপর হিংসা হয়েছে ? তুমি কেন তার মতন তপস্যা করে বড় হও না—তা নয়, উল্টে তার বধের ব্যবস্থা কর্‌ছ ?

ইন্দ্র—সখা ! এ সব রাজনৈতিক ব্যাপার তুমি কি বুঝ্‌বে ?

সখা—তোমার না হয় রাজনৈতিক, তা ব'লে ঐ বুড়ো ঠাকুরের ত আর এ আচরণ ভাল নয় ?

নারদ—আত্মরক্ষার্থে সর্ব্ব কার্য্যই শ্রেয়, তোমরা ছেলে মানুষ এসব বুঝ্‌তে পারবে না।

ইন্দ্র—যা'ক সখা, মহর্ষির সঙ্গে আর তর্কের দরকার নেই, উনি শাপ দিলে পতন অনিবার্য্য।

সখা—না—তাই দেখ্‌ছি। ল্যাজে ঘা পড়লে সবাই কেঁউ কেঁউ করে উঠে। স্বার্থে ঘা পড়্‌লে নিজ স্বভাব প্রকাশ হয়, তখন শাস্ত্র ধর্ম্ম সব গুলিয়ে যায়।

নারদ—এখনও সাবধান হও বলে দিচ্ছি, নৈলে শাপ দিব।

সখা—আরে, থাম ঠাকুর, থাম, দুর্ব্বলের উপর সকলেই প্রতাপ দেখাতে পারে; একবার তারকাসুরকে শাপ দেওনা, দেখি কত বড় শক্তি ?

নারদ—কি—এত বড় কথা।

সখা—থাম ঠাকুর, অত গরম হয়ো না।

নারদ—কি পাপাত্মা।—

(উভয়ের কম্পন, একজন ক্রোধে ও অপর ভয়ে)

সখা—না—না—না—ঠাকুর ঠাণ্ডা হও, মাপ কর।

ইন্দ্র—ক্ষান্ত হ'ন মুনিবর! সখাকে ক্ষমা করুন।

নারদ—আচ্ছা কর্‌লুম।

ইন্দ্র—সখা ছেলেমানুষ আপনার মহিমা কি বুঝবে?

নারদ—তোমার অনুরোধে ক্ষমা কর্‌লুম, নৈলে এক একটী রোমকূপ থেকে অগ্নিশিখা বেরিয়ে পাপিষ্ঠকে ভস্ম কর্‌ত।

সখা—আর অগ্নিশিখা বের করে কাজ নেই বাবা, তা'হলে তুমি নিজেই ভস্ম হ'য়ে যাবে। মাপ কর বাবা, আমি নিতান্ত ছেলেমানুষ, মোটে আজ সকালে ভূমিষ্ঠ হয়েছি।

ইন্দ্র—মুনিবর! এবার আমরা স্থির হয়ে কামদেবের প্রতাপ দেখি। আমার বিশ্বাস কামদেব নিষ্ফল হবে না।

নারদ—তুমি কামদেবের প্রতি লক্ষ রেখ, দেবরাজ! আমি হিমালয়ে চল্‌লুম, উমার কাছ থেকে সব খবর নিতে হবে।

ইন্দ্র—তবে আসুন, প্রণাম।

নারদ—জয়স্তু।

সখিগণের গীত।

বড় ভয় লেগেছে প্রাণে, ওহে প্রাণ সখা।
চির সুখে বাধা দিতে, আসে কেবা হেথা—॥
হৃদি সিংহাসনে বাস, কর তুমি বার মাস,—
যতনে দাও সোহাগ, তায় প্রেম মাখা॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গণককারের বাটী।

বিদূষক, প্রতিবেশিনীগণ, গণককার ও হাঁদা।

বিদূষক—উঃ! সে কি এখানে—পাহাড়ের উপর পাহাড়, তার উপর পাহাড়, আরে বাপ্ রে—যেন পাহাড়ের ঢেউ। গিরিরাজ অতি বোকামী ক'রে উমাটাকে এই গভীর পাহাড়ে আর বনের মধ্যে পাঠিয়ে দিলে, নারদ বেটাই ত যত নষ্টের গোড়া, শুধু তাই—কত বড় পাজী একবার দেখ? সে বেটা উমাকে সেথানে ছেড়ে দিয়ে, আমাকে বল্‌লে, আপনি বুড় মানুষ আস্তে আস্তে রাজ্যে ফিরে আসুন। বেটা আমাকে বলে বুড় আর তিনি যেন জোয়ান। ওঃ কি পাজী, আমাকে সেই বনের মধ্যে একলা ছেড়ে দিয়ে, যোগবলে একমাসের পথ একদিনে চ'লে গেল। আমি বল্‌লুম, "ঠাকুর! আমার ত যোগবল নেই, যদি দয়া করে তোমার পায়ের কড়ে আঙ্গুলে আমায় বেঁধে নিয়ে যাও, তাহ'লে আমিও জল্‌দি জল্‌দি বাড়ী পৌছে, পেয়ারীর মুখখানা দেখ্‌তে পাই।" কিন্তু তা'তে বেটা রাজি হ'ল না, ওঃ কি পাজী দেখ দেখি! আমার কষ্টের আর শেষ নেই, একে বন, জঙ্গল, তার উপর চারিদিকে বাঘ ভাল্লুকের ভয়, প্রাণ সদাই যায় যায়। এখনও পর্য্যন্ত অর্দ্ধেক রাস্তা এসে পৌছিতে

পারি নি, যা'কে জিজ্ঞাসা করি, গিরিরাজের বাড়ী কতদূর? বলে এখনও পনর দিন লাগবে, আজ তবু ত একটা গাঁয়ে এসে পড়েছি, নৈলে রোজ রোজ বনের ভিতর ঘুরে ঘুরে, বাঘ সাপের ভয়ে দিন কাটছিল। রে বিট্‌লে নারদ! দাঁড়া তুই, আগে বাড়ী যাই, তারপর মহারাজকে ব'লে তোর ছ মাসের ফাঁসির হুকুম কর্‌ব। আহাঃ, উমাটাকে কোথায় রেখে এল দেখ দেখি? সেখানে কেবল সাপ আর ভূত বেড়াচ্ছে, আর ত কিছু দেখ্‌লুন না। ঐ বড় বড় অজাগর একবার হাঁ কর্‌লে, মানুষগুলকে একবারে রসগোল্লার মত গিলে ফেলে আর সেইখানেই কি না ঐ দুগ্ধপোষ্যা বালিকাকে বুড় বেটা রেখে এল। আর ভূতগুলোর কি বড় বড় দাঁত, যেন এক একটা বাঁশ; আর কি চোখ, যেন একটা করে কূয়ো খুঁড়ে রেখেছে: হুঁ, হুঁ, গিন্নী, আর তোর দাঁত খিচুনীতে ভয় পাব না, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! উমাও ত একটু ভয় পেল না! যাবার সময় নারদ বেটা আগে আগে পথ দেখিয়ে যাচ্ছিল, তার পর উমা, তারপর জয়া, তারপর বিজয়া, তারপর আমি। হুঁ, হুঁ, বাবা, হুঁসিয়ার লোক সকলের পিছনে আছি, তারপর যেতে যেতে, নারদ বেটা যখন ঐ বড় বড় অজাগর আর ভূতগুলকে দেখতে পেলে, অমনি একেবারে আমার পিছনে এসে দাঁড়াল; আর আমি, একেবারে মহাসাহসের সহিত বল্‌লুম, "মুনিবর! ভয় খাবেন না, আমার সামনে এসে দাড়ান্।" এই বলেই অমনি বেটাকে সামনে টেনে নিয়ে আমি সকলের পিছনে রইলুম, তারপর নারদমুনির জটাগাছটাকে ধরে বললুম, "ঠাকুর ভয় নেই, এই জটা ধরে আছি, যদি তোমায় সাপে গিলে ফেলে, তাহ'লে টেনে বার ক'রে নেব।" ওঃ, বেটা কি নেমখারাম!

তাকে এত সাহায্য করলুম আর কি না, আমাকে একলা ফেলে দিয়ে যোগবল দেখালে, আর আমার কষ্টের শেষ নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ঐ বড় বড় সাপ আর ভূতগুলো যেই তেড়ে আসে, অমনি উমাকে দেখে কেঁচোর মতন হ'য়ে ফিরে যায়! সাহস বটে, যাক্ এইবার এখানে একটু বিশ্রাম করি, আজ বড় হেঁটেছি, আর পারি না। উঃ গিন্নীরে—।

(গণককারের বাড়ীর দরজার সামনে উপবেশন, ক্রমশঃ শয়ণ ও নিদ্রা। প্রতিবেশিনী ও তাহার পুত্রবধূর প্রবেশ)

প্রতিবেশিনী—ওঃ মা! গণককার ঠাকুরের বাড়ীর সাম্নে আবার কে মড়া ফেলে গেছে গো।

প্রঃ পুত্রবধূ—তাই ত বোধহয়, কোন দস্যুতে মেরে ফেলে গেছে।

প্রতিবেশিনী—ওগো গণকঠাকুর—বাড়ী আছ? শীগ্‌গির বেরিয়ে এসে দেখ, তোমার বাড়ীর সাম্নে হত্যাকাণ্ড হ'য়েছে।

গণককার—কে রে চেঁচামেচি করে?

প্রতিবেশিনী—শীগ্‌গির ঠাকুর! দেখ কি কাণ্ড।

(দ্বার উন্মোচন ক'রে গণককারের প্রবেশ)

গণককার—আরে মর্, দরজার সাম্নে এ আবার কি!

প্রতিবেশিনী—আরে মর্ ব'লে শাঁপ দিতে হবে না, ঠাকুর!—ও ম'রেই আছে।

গণককার—তাই ত, কোন্ বেটা হতচ্ছাড়া আমার বাড়ীর সাম্নে মড়া ফেলে গেছে? এখন কি করি? গাঁয়ের লোক সব কাজে গেছে, কে এ বেটাকে এখন ভাগাড়ে নিয়ে যাবে? আর বাড়ীর সাম্নে মড়া

পড়ে থাকলে গেরস্থর বড় অমঙ্গল হবে—এখন কি করি? ও রে হাঁদা!—

হাঁদা—আজ্ঞে।

গণককার—একবার এ দিকে আয় ত।

হাঁদা—আজ্ঞে, যাই। (হাঁদার প্রবেশ) কি বল্‌ছেন বাবু?

গণককার—এ বেটাকে একবার দেখ্‌ত, ম'রে গেছে না বেঁচে আছে?

প্রতিবেশিনী—ঠাকুর দেখ্‌ছ না? ও একেবারে ম'রে কাট হয়ে আছে।

হাঁদা—ওরে ও মড়া! বাড়ীর সাম্‌নে শুয়ে আছিস্‌ কেন?—এই ওঠ্‌ ওঠ্‌।

গণককার—ও রে, ও যে গোঁ গোঁ কর্‌ছে, দেখত নাকে নিশ্বাস পড়্‌ছে কি না?

হাঁদা—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু! বেশ গরম গরম নিশ্বাস পড়্‌ছে।

গণককার—দেখ ত দুটো নাক দিয়ে গরম নিশ্বাস পড়্‌ছে?

হাঁদা—আজ্ঞে না, একটা দিয়ে গরম, আর একটা দিয়ে বরফের মত ঠাণ্ডা।

গণককার—তাহ'লে বেটা নেশাখোর, দে বেটাকে দরজার সাম্‌নে থেকে সরিয়ে দে। (সরাইয়া দেওয়া)

হাঁদা—এই যে, পিট্‌ পিট্‌ ক'রে দেখ্‌ছে।

বিদূষক—(চোখ রগড়াইয়া উঠিতে উঠিতে) হ্যাঁ বাবা, তুমি ঠিক ব'লেছ। আমি নেশাখোর বটে, কিন্তু তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

প্রতিবেশিনী—আরে বুড় তুই জানিস্‌ না? ঠাকুর আমাদের গুণে টের পেয়েছে।

বিদূষক—তবে কি বাবা, তুমি গণককার?

গণককার— (আস্ফালনের সহিত গোঁপ ও টিকি নাড়িয়া) আরে এ বেটা কোথাকার লোক রে, আমায় চেনে না ?

প্রতিবেশিনী—তাই ত, এ কোন্ চুলোর লোক গা ? আমাদের ঠাকুরকে চেনে না।

বিদূষক—ঠাকুর ! আমি কি নেশাখোর তা গুণে বল্‌তে পার ?

গণককার—আরে, ও ত অতি সামান্য কথা ! আমি ইচ্ছা কর্‌লে, তোর মাথায় কত চুল আছে, সমুদ্রে কত বালি আছে তাও ব'লে দিতে পারি।

প্রতিবেশিনী—আরে, ও ত সামান্য কথা। সে দিনে ঠাকুর গুণে বলেছিল, আকাশে মোটে একটা সূর্য্যি আছে—এমন ধারা কেউ গুণতে পারে ?

বিদূষক—হাঁ, বটে ! (স্বগতঃ) তাহ'লে ত আমার পেয়ারীর খবরটা একবার গুনিয়ে দেখ্‌লে হয়।

প্রতিবেশিনী—বাবা ঠাকুর ! আমার বাড়ীতে বড় কাজ আছে, তুমি আমার আগে গুণে দাও।

গণককার—আচ্ছা, আচ্ছা দিচ্ছি হাঁদা ! আমার আসন আর চশমা নিয়ে আয়।

হাঁদা—আজ্ঞে হাঁ, আনছি (আসন আনা)

গণককার—তোমার কি গুণতে হবে গো ?

প্রতিবেশিনী—বাবাঠাকুর ! এটি আমার বউ, এর গর্ভ হয়েছে, তাই কি ছেলে হবে গোণাতে এসেছি !

গণককার—(বধুর প্রতি বক্রদৃষ্টিপাত করিয়া, স্বগতঃ) আহা ! বেশ সুন্দরী ত, দেখলে চোখ জুড়ায় (প্রকাশ্যে) এটি তোমার বউ ? তা

বেশ বেশ, তোমার আর তোমার ছেলের ভাগ্যটী ভাল, নইলে এমন বউ কি সহজে জোটে, বেশ বেশ।

বিদূষক— (স্বগতঃ) হুঁ, গণকঠাকুরের দেখছি বউটার উপরে নজর পড়েছে।

প্রতিবেশিনী—আর বাবা, আপনাদের আশীর্ব্বাদে হ'য়েছে।

গণককার— (স্বগতঃ) আর আমাদের আশীর্ব্বাদ—পোড়া কপাল আমার, তাই একটা কালটী আমার ভাগ্যে জুটেছে।

প্রতিবেশিনী—বাবাঠাকুর ! একটু শীগ্‌গির ক'রে গুণে দাও।

গণককার— হ্যাঁ দিচ্ছি, ব'স, ব'স। (প্রতিবেশিনী ও তাহার বধূ বসিল) আহা ! তোমার বউ ধূলোয় বস্‌বে গা ? (বধূর প্রতি) এস এস, আমি কাপড় পেতে দিচ্ছি এইখানে ব'স।

প্রতিবেশিনী—না বাবা, ও কি কথা বলছেন ? আপনি ব্রাহ্মণ আর আমরা তেলী, আমরা কি আপনার কাপড়ে বস্‌তে পারি ?

গণককার—আরে বুড়ী ! তোকে ত বলি নি, তোর বউ ছেলেমানুষ কি না, তাই ওকে বল্‌ছিলেম। তা তুমি বুড় হয়েছ বাপু কষ্ট ক'রে কেন এলে ? তোমার বউকে একলা পাঠালেই ত হ'ত।

বিদূষক— (স্বগতঃ) হুঁ, আবার একলা পাঠাবার জন্যে নিমন্ত্রণ হচ্ছে, ঠাকুরের মতলবটী বেশ।

প্রতিবেশিনী—ছেলেমানুষ কি না, তাই সঙ্গে নিয়ে এসেছি, একটু বড় হলেই একা আসবে।

গণককার—আচ্ছা, এক থেকে একশর ভিতর একটা সংখ্যা বল দেখি ?

প্রতিবেশিনী—সাত।

গণককার—আরে বাঃ! ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, হয় পুত্র নয় কন্যা নয় গর্ভপাত ; তাতে যদি না মেলে চালিয়ে দাও হাত।

(জনৈক অন্য প্রতিবেশীর প্রবেশ)

প্রতিবেশী—এই যে গণকঠাকুর, আপনার কাছেই এসেছি।

গণককার—আরে একটু ব'স ব'স, এখন একটা মস্ত গণনা চলেছে, গোলমাল ক'র না।

প্রতিবেশিনী—তা বাবাঠাকুর! ঐ যে তিনটে বল্লেন, তার মধ্যে কোনটা হবে?

গণককার—হ্যাঁ, ও কথা জিজ্ঞাসা করতে পার, তা সে ত এখন এত লোকের সাম্নে বলা চল্বে না, তুমি একদিন সন্ধ্যাবেলায় তোমার বউকে পাঠিয়ে দিও, একবার নেড়েচেড়ে দেখে বল্তে হবে।

প্রতিবেশিনী—তাহ'লে বাবাঠাকুর, আজকে আসি? এই একটা টাকা নিন্।

গণককার—তোরা প্রতিবেশী—তোদের কাছে আবার কি নেব? তবে কি না, শ্রদ্ধা করে দিচ্ছিস্—তা—দে।

প্রতিবেশিনী—পেন্নাম্ বাবাঠাকুর, তবে আসি। (প্রস্থান)

গণককার— (প্রতিবেশীর প্রতি) কি হে তোমার আবার কি?

প্রতিবেশী—আজ্ঞে দাদাঠাকুর! আমার একটি ছেলে হ'য়েছে, আপনি বরাবর আমার ছেলেদের নাম ক'রে দিয়েছেন, তাই এবারও ছোট ছেলেটার একটা নাম দিয়ে দিতে হবে। আমার এক ছেলের নাম রমাপতি, আর এক ছেলের নাম উমাপতি, তা—ঐ রকম একটা পতি দিয়ে নাম দিয়ে দিন্।

গণককার—(স্বগত) হুঁ, বেটা পতি দিয়ে নাম খুঁজতে এসেছে, যা ভগ্নিপতি—নাম রাখ গে' বা।

প্রতিবেশী—আজ্ঞে, আপনি রাগ করছেন কেন?

গণককার—রাগ আবার কি ? শাস্ত্রে আর পতি দিয়ে নাম নেই যা এখন, ছেলের ভাতের সময় আমায় ভাল ক'রে নৈবিদ্যি পাঠিয়ে দিস্।

প্রতিবেশী—আচ্ছা দাদাঠাকুর ! তবে এখন আসি।

(প্রস্থান)

গণককার— (বিদূষকের প্রতি) ওহে ! তুমি একবার এদিকে এস ত, তোমায় গণনার বহরটা একবার দেখিয়ে দিই।

বিদূষক—ছেলে ঠাকুর !—গণনার বহর ত এতক্ষণ খুব দেখ্‌লেম।

গণককার—কি,—ছেলেঠাকুর ! তার মানে কি ?

বিদূষক—আজ্ঞে, একজন আপনাকে বাবাঠাকুর বল্‌লে আর একজন দাদাঠাকুর বল্‌লে. সকলেই আপনাকে বুড় মনে করে, ঐরকম বাবা, দাদা বলেছে, কিন্তু আমি দেখলেম আপনি দিব্যি যোয়ান, তা'ই নূতন ক'রে সম্ভাষণ কর্‌বার জন্যে ছেলেঠাকুর ব'লে ডাক্‌লেম !

গণককার—তুমি ত খুব বিচক্ষণ লোক,নিশ্চয়ই ত আমি এখন খুব জোয়ান, মোটে কুড়ি বৎসর বয়স, আজ আমি চাল্লিশ বছর ধ'রে সকলকে আমার বয়স বিশ বছর ব'লে আস্‌ছি।

বিদূষক—চাল্লিশ বছর ধরে আপনার বয়স বিশ বছর ব'লে আস্‌ছেন, তাহ'লে ত হিসাবে মেলে না, এ যে ষাট বছর হয়।

গণককার—আরে হিসাবে মিল্‌ল আর না মিল্‌ল, তাতে কি এসে যায় ? আমি একবার যথন বিশ বছর বলেছি, বরাবর তাই বল্‌ব।

বিদূষক—তা কেন বল্‌বেন ?

গণককার—ভদ্রলোকের এক কথা, কথনও নড়চড় হবে না।

বিদূষক—তা সত্য কথা !

গণককার—যা'ক্, এখন তোমার কি গণনা করতে হবে বল ?

বিদূষক—হুঁ, গণনা পরে হবে, এখন আগে আমার গোটাকতক কথার উত্তর দাও দেখি ?

গণককার—কি বল ?

বিদূষক—আচ্ছা, ঠাকুর! তোমার এ যোয়ান বয়সে কি চোখ খারাপ হ'য়েছে ?

গণককার—না। তা কেন হবে ?

বিদূষক—তবে নাকের ডগায় চশমা লাগিয়েছ কেন ?

গণককার—আরে ওটা একটা আবরণ মাত্র।

বিদূষক—আবরণ ? কিসের জন্য ?

গণকার—চক্ষু লজ্জার জন্য।

বিদূষক—আপনার কিসের চক্ষুলজ্জা ?

গণককার—এই ধরনা কেন, যদি একটা মেয়েমানুষ গোণাতে আসে, তাহ'লে কি তার পানে প্যাট্ প্যাট্ ক'রে চেয়ে থাকা যায় ? অথচ দেখ্‌তেই হবে।

বিদূষক—কেন দেখতে হবে ?

গণককার—সুন্দরী ব'লে।

বিদূষক—সকলে ত সুন্দরী নয় ?

গণককার—ঘরেরটী ছাড়া পরটিকেই কেবল সুন্দরী দেখি, তার কি করি বল ?

বিদূষক—তাই বুঝি ঐ বউটার উপর নজর মার্‌ছিলে ? কিন্তু শাস্ত্রে আছে, "মাতৃবৎ পরদারেষু" অর্থাৎ পরস্ত্রীকে মায়ের মতন দেখ।

গণককার—আরে ওটা ভুল, ভুল—আমার শাস্ত্রে বলে, "মৃত্যুবৎ পরদ্বারেষু" অর্থাৎ মড়ার মত পরদ্বারে শুয়ে থাক।

বিদূষক—বটে, বটে—তাই নাকি ?

গণককার—কি জান, দুটী একটী সুন্দরী দেখলে এই চোখ দুটো বেশ ঠাণ্ডা থাকে, নইলে বড় জ্বালা করে—বু'ঝেছ ?

বিদূষক—তাহ'লে ত ঠাকুর, আমার সঙ্গে মিল্‌ল না।

গণককার—কি রকম ?

বিদূষক—গুণে দেখ ঠাকুর, তোমার গণনায় কি বলে—দেখি।

গণককার—(স্বগতঃ) হুঁ, এ বেটা দেখছি তাহ'লে ভেড়ো, তাই আমার সঙ্গে মেলে নি। (বিদূষকের প্রতি) তুমি তোমার স্ত্রীকে বড় ভালবাস—না ?

বিদূষক—হ্যাঁ ঠাকুর, ঠিক বলেছ, কিন্তু বল্‌তে পার সে মাগী অত মুখনাড়া দেয়, তবু কেন তাকে একটা কথা বল্‌তে পারি না ? আচ্ছা তোমার স্ত্রী কি ঐ রকম করে ?

গণককার—পাগল হ'য়েছ ? সে আমায় দেখলে ভয়ে ভূমিকম্পর মত কাঁপে।

বিদূষক—বটে, বটে—কি ক'রে করেছ ঠাকুর ?

গণককার—আরে ও আর কি, "খ্যাং" মন্ত্র শিখে নে না।

বিদূষক—তারপর ?

গণককার—তারপর খ্যাংরাদেবীর সিদ্ধিলাভ হবে।

বিদূষক—তারপর ?

গণককার—তারপর, সপাসপ আর সপাসপ।

বিদূষক—তারপর ?

গণককার—তারপর, "ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি, ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি, তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"।

বিদূষক—অর্থাৎ ?

গণককার—অর্থাৎ থ্যাংরাদেবীর সিদ্ধিলাভ হ'লেই অমনি ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি কি না, থ্যাংরাদেবীকে নিয়ে হৃদয়ে বিঁধিয়ে দাও, তারপর—ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয় কিনা, সব সন্দেহ ঘুঁচে যাবে; তারপর, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি অর্থাৎ তার কাজকর্ম্ম দেখ্‌বে—বেচাল করে কি, না, তারপর তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে কি না, তার কাজ দেখে যদি বুঝ, তাহ'লে মেরে পরপারে পাঠিয়ে দিবে।

বিদূষক—ওঃ! ঠাকুর ঠিক বলেছ। এই বারে বাড়ী গিয়ে আমার পেয়ারীকে ঐ রকম কর্‌ব, দেখি বেটী ঠাণ্ডা হয় কি, না।

গণককার—আরে পেয়ারী ত পেয়ারী, ওর চোদ্দপুরুষ ঠাণ্ডা হয়ে যা'বে।

বিদূষক—আরে ঠাকুর! তুমি আবার এর ভিতর পুরুষ আন্‌ছ কেন? ওর পুরুষ ত ঠাণ্ডা হ'য়েই আছে, তবে একটা কথা ঠাকুর! বড় ভয় লাগ্‌ছে! একটা আধটা নয় তুমি চোদ্দটা পুরুষ আন্‌লে? এই বাড়ী ছাড়বার আগে, আমি দুটো পুরুষ পেয়ারীর কাছে আনাগোনা করছে শুনেছি, এই দেড় মাস বাড়ী ছেড়ে এসেছি, এর মধ্যে আরও বারোটা জুটল না কি ঠাকুর? তা হ'লে আর আমায় ঢুকতে দিবে না। (স্বগতঃ) ওঃ! পেয়ারী তুই কি এতই নিষ্ঠুর হ'বি—যে, এই ছেলে মানুষটীকে আর ঘরে ঢুকতে দিবি নি?

গণককার—আরে! তুই কি বক্‌ছিস্ অত? এই তোকে মন্ত্র ব'লে দিলেম আবার ভাবনা কিসের? হাজার বার থ্যাং মন্ত্র জপ করে সিদ্ধিলাভ কর্‌বি, আর—দেখবি তখন তোর পেয়ারী ঠিক হ'য়ে গেছে। আচ্ছা, তোর কি ছেলে আছে?

বিদূষক—আজ্ঞে, না।

গণককার—একটীও নেই?

বিদূষক—আজ্ঞে. না—আমি অপুত্রক।

গণককার—শাস্ত্রে আছে "অপুত্রকের নরকে বাস।" তুই দেখছি নরকে বাস কর্‌বি।

বিদূষক—তাহ'লে ঠাকুর, শূকর শত পুত্রের বাপ, তার কি স্বর্গবাস হয়?

গণককার—তা হয় না বটে, তবে নারায়ণ যখন বরাহ অবতার হ'য়েছিল; তখন বোধহয় শূকরগুষ্টির স্বর্গবাসের একটা ব্যবস্থা কি, না করেছেন? আর তা না কর্‌লে যে শূকরগুলি এতদিন তাঁর সেবাদাসীর মতন ছিল, তারা কি আর অমনি ছাড়বে।

বিদূষক—তা ঠাকুর! পেয়ারীর ছেলে হয় নি, তা'তে আমার দোষ কি পেয়ারী কেন নরকে বাস করুক না? বেটী যেমন পাজী তেমনি সাজা হবে।

গণককার—আরে, তা কি ক'রে হবে? সে যে তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, তুমি যেখানে যাবে, তোমার সঙ্গে সঙ্গেই যাবে।

বিদূষক—তাহ'লে উপায়?

গণককার—আরে, উপায় আর কি, যা বল্‌লেম তাই কর্‌গে। আগে খ্যাংরা দেবীকে সন্তুষ্ট কর্‌, তারপর দেখবি সব ফর্সা হ'য়ে যাবে।

বিদূষক—যদি ভরসা থাকে তবে ত।

গণককার—ওরে হাঁদা! এই আসনটা নিয়ে যা, আমার আহ্নিকের জোগাড় কর্‌গে যা।

বিদূষক—তবে আসি ঠাকুর? একটু পায়ের ধুল দাও দেখি যদি পেয়ারী বেটীকে টিট্‌ কর্‌তে পারি। খ্যাং, খ্যাং, খ্যাং, আর এ মন্ত্র ভুল্‌ব না, খ্যাং, খ্যাং, খ্যাং।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

গিরি শিখর।

(ধ্যানস্থ) মহাদেব, জয়া, বিজয়া, উমা, পাহাড়ী পুরুষ ও স্ত্রীগণ, মদন, রতি, বসন্ত, মুনিগণ, নন্দী ও ভূতগণ।

জয়া—সখি! এই স্থানটী বড় খারাপ, পূজার ফল ফুল কিছুই পাওয়া যায় না। কি করি বল্ দেখি? আর উমা কেবল আমাদের বকবে, বল্‌বে, তোরা দুটো ফুল জোগাড় ক'রে দিতে পারিস্ না?

বিজয়া—তাই ত বোন্, উমা একটু বুঝবেনা যে, এই বনে কোথা থেকে ফুল পাব, এখানে কি লোকের বাস আছে যে, বাগানে ফুল ফুটে থাক্‌বে। ঐ উমা আস্‌ছে, এখনই আবার বক্‌বে।

(উমার প্রবেশ)

উমা—কি সখি! তোরা কি বলছিস্?

জয়া—কি আর বল্‌ব, তোমার গুণ ব্যাখ্যানা কর্‌ছিলেম।

উমা—আমার আবার কি গুণ ব্যাখ্যানা কর্‌ছিস্?

জয়া—তুমি কিছু বুঝ না, কেবল আমাদের ফুলের জন্য বকো—তাই।

বিজয়া—উমা যে, শিবের প্রেমে ম'জে গেছে, ওর কি আর বুঝবার শক্তি আছে, তুমি তাতে দোষ দিলে চল্‌বে কেন?

উমা—দূর্—তোরা কেবল তাই দেখছিস্।

বিজয়া—আমরা ত আর কাণা নই যে, দেখতে পাব্ না।

জয়া—সখি! দেখ কারা আস্ছে।

বিজয়া—তাই ত, এরা বোধহয় পাহাড়ী।

(পাহাড়ী পুরুষ ও স্ত্রীগণের প্রবেশ)

পাঃ সর্দ্দার—ওরে ভাই! এরা কেরে?

পাঃ স্ত্রী—এরা বোধহয় আমাদের মত এ পাহাড়ে থাকে। (উমার প্রতি) এই মেইয়া! তোদের সর্দ্দার কে রে?

জয়া— (মহাদেবের প্রতি) এই আমাদের সর্দ্দার।

পাঃ স্ত্রী—আরে, বা রে, তোদের সর্দ্দারের ত বেশ বদন? তোরা এ পাহাড়ে থাকিস্?

জয়া—হ্যাঁ, আমরা এখানে থাকি, হ্যাঁরে তোরা কি করিস্?

পাঃ স্ত্রী—আমরা গান গেয়ে, এ পাহাড় সে পাহাড় ক'রে ঘুরে বেড়াই।

জয়া—তবে আমাদের একটা গান শুনা না?

পাঃ স্ত্রী—আচ্ছা, তবে শোন্। সর্দ্দার গান লাগাও।

গীত ঃ

রোসে, রোসে, দিল্‌মে নুনাম্ আসুইন্ মারে মতি—।
এইম্ গুলান্, কিরমিছি চামন্, তেস্ দাপান্ বুলবুলি জাহান্,
লবছে মের জান্, উস্‌কি পেছান্ ওয়ারে ফেইল্ কারে পতি ॥

উমা—সখি! এরা ত বেশ গায়, এ'দের মাঝে মাঝে এখানে আস্‌তে বল।

জয়া—ও গো, ও পাহাড়ী! তোমরা মাঝে মাঝে এসে আমাদের গান শুনিয়ে যেও।

পাঃ স্ত্রী—আচ্ছা আস্‌ব। সর্দ্দার চল্ আমরা ঐ পাহাড়ে ফুল তুলি গে।

উমা—সখি! তোমরা এদের সঙ্গে গিয়ে ফুল নিয়ে এস না? এরা কোন্ পাহাড়ে ফুল পাওয়া যায় তা জানে॥

বিজয়া—হাঁ সখি! তাই চল্, এদের সঙ্গে চল্।

পাঃ স্ত্রী—তোরা ফুল নিবি? আমাদের সঙ্গে আর অনেক ফুল দিব।

জয়া—তবে চল্ সখি চল্।

(জয়া, বিজয়া ও পাহাড়ীগণের প্রস্থান)

উমা—জানি না ভগবান বিশ্বেশ্বর কত দিনে প্রসন্ন হবেন। দিনের পর দিন কাটছে কিন্তু কৈ কিছুই ত বুঝতে পারছিনে, সেবার কি কোন ত্রুটী হচ্ছে, প্রভু! কৃপা ক'রি কর মার্জ্জনা যদি ক'রে থাকি কোন অপরাধ ঐ শ্রীচরণে। যাই এবার ঐ পাহাড়ে, দেখি কিছু বিল্বপত্রের যোগাড় করি।

(উমার প্রস্থান। মদন, রতি ও বসন্তের প্রবেশ)

মদন—এই যে, মহাদেব ধ্যানে মগ্ন আছেন।

রতি—প্রভু! দেখুন কি সুন্দর, কি সৌম্যমূর্ত্তি, কি শান্তভাব! একবার দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আহা! আমাদের কি সৌভাগ্য যে, আজ আমরা দেবদেব মহাদেবের দর্শন পেলেম, বহু আরাধনার ফলে যা না হয় তা আজ আমাদের ভাগ্যে হ'ল। আহা, কি শান্ত! যেন শান্তির ভরে বন সকল একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে আছে, কেউ একটী কথাও কইছে না। জীব, জন্তু, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ কাহারও সাড়া নাই, যেন কাহারও কোন কথার প্রয়োজন নাই। সকলে একেবারে শান্তিতে ডুবে আছে, কোন অভাব বা কোন দুঃখ নাই,—

আহা কি মধুর! (মদনের প্রতি) দেখ, আমার কিন্তু এ শান্তি নাশ করতে ইচ্ছা হ'চ্ছে না।

মদন—দেবি! শান্তি ভঙ্গের কেন আশঙ্কা ক'রছ? আমাদের প্রভাবে বনরাজিসকল নব-জীবন লাভ করবে, পশুপক্ষী আনন্দে নৃত্য করবে, এই যে নিস্তব্ধতা যাকে তুমি শান্তি বলছ, সে শান্তি নয়—সে মৃত্যু! বল দেবি, বসন্তের আবির্ভাবে কোন্ জীব না সুখী হয়? মলয়ের স্পর্শে কার শরীর না রোমাঞ্চ হয়ে উঠে?

রতি—এখানে যে শান্তি বা পবিত্রতা বিরাজ করছে, আমার বোধহয় তার এক কণাও সুখ আমরা দিতে পারব না।

মদন—দেবি! তুমি ভুল করছ, আমাদের প্রতাপে এই শান্তি আরও বৃদ্ধিই হবে। তা ছাড়া, আমরা যদি আমাদের কার্য্য না করি, তা হ'লে দেবাদিদেব মহাদেব সে সুখ হ'তে বঞ্চিত হবেন আর সেই অপরাধে আমরা কঠোর শাস্তি পাব। আমাদের কর্ত্তব্য কি তা ত দেবরাজ ব'লে দিয়েছেন।

রতি—তবু কিন্তু আমার মন সরছে না, আপনি যা' হয় করুন।

মদন—হ্যাঁ, আর সময় নষ্ট ক'রে কাজ নেই। নাও বসন্ত, এই বন মধ্যে তোমার প্রভাব বিস্তার ক'রে বনরাজিকে জীবিত কর, বৃক্ষলতাকে ফলে ফুলে ভরিয়ে দাও, সকল পশুপক্ষীকে আনন্দে মাতোয়ারা কর। পবন! তুমি বিরহীগণের গৃহে মৃদুমন্দ অনুকূল বায়ু বহন কর। চন্দ্রমা! তুমি উদয় হ'য়ে তোমার অতি স্নিগ্ধ নির্ম্মল কিরণ বিস্তার কর, আর দূতীর ন্যায় মানীজনকে আমার আজ্ঞাধীন ক'রে প্রিয়ার নিকট পাঠাও, আমার আজ্ঞায় সচেতন, অচেতন সমস্ত জীবের কাম প্রবৃত্তির উন্মেষ হ'ক।

বসন্তের গীত।

(আজি) বসন্তের আগমনে জাগ জীব জন্তুগণে,
কীট পতঙ্গ আজি গাও প্রেম গুণগান।
সকল বনরাজি ফুল ফলে মঞ্জুরী,—
ভ্রমর গুঞ্জরি, কোকিলের মিষ্ট তান,—।
চেতন অচেতন, সকল বিরহীগণ,
মলয়ের সনে পাঠাও প্রেম সম্ভাষণ॥

মদন—দেবি! এইবার তুমি মহাদেবের ডান পার্শ্বে ঐ গাছের গোড়ায় লুকিয়ে থাক। বসন্ত! তুমি ঐ গাছের তলায় থাক আর আমি মহাদেবের বামপার্শ্বে লুকিয়ে ব'সে আকর্ষণ বাণ নিক্ষেপ করব। যাও, যাও, আর দেরী কর না। (মুনি ঋষিগণের প্রবেশ)

১ম মুনি—উঃ! একি অকস্মাৎ উল্কাপাত হল।

২য় মুনি—উল্কাপাত হলেত ভাল ছিল; এ যে কি তা ত বুঝ্‌তে পারছি না।

১ম মুনি—উঃ! এ যে ক্রমেই দুঃসহ হ'য়ে উঠছে।

৩য় মুনি—এ কোথা থেকে বিলাস বায়ু এল তার ঠিক নেই, সর্ব্বাঙ্গ একেবারে শিউরে উঠ্‌ছে, প্রাণের ভিতর দুর্ দুর্ করছে—তপস্যায় আর বস্‌ব কি?

১ম মুনি—আমরা সাধু, কামিনী কাঞ্চনের ভয়ে সহর ছেড়ে নির্জ্জন বনে তপস্যা কর্‌তে এসেছি, কিন্তু এ কি, এখানেও কামের প্রবৃত্তি! এমন স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না ত কখনও দেখি নি।

২য় মুনি—একে ত দৈত্যাধীশ তারকাসুরের প্রতাপে ধর্ম্ম কর্ম্ম করা কঠিন হ'য়ে উঠেছে, তার উপর আবার এ সকল বিঘ্ন, আমাদের অতি দুর্ভাগ্য দেখছি।

১ম মুনি—উঃ! কামের কি উত্তেজনা! আসন ক'রে ধ্যানে বস্তে চেষ্টা করলেম কিন্তু পারলেম না।

৩য় মুনি—কেবল আপনার নয় মুনিবর, সকলেরই ঐ দশা।

১ম মুনি—দেখুন মুনিগণ, সূর্য্যদেব উত্তর দিকে গমনোন্মত হ'য়ে, অসময়ে দক্ষিণ দিককে পরিত্যাগ করলেন, তাতে দক্ষিণ দিক যেন অকারণে পরিত্যক্তা মহিলার ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাসরূপ মলয় বায়ু আপন মুখ হ'তে পরিত্যাগ করছে। মৃগ সকল প্রেমভরে মৃগীগণের গাত্র জিহ্বা দ্বারা লেহন করছে, এমন কি উদ্ভিদ্ সকলকে আকুল করেছে; ওহো! কি প্রবল কামের উত্তেজনা।

৩য় মুনি—না, আর এখানে থাকা চলে না।

২য় মুনি—হ্যাঁ, তাই চলুন, এ স্থানে আর কিছু সময় থাকলে হয়ত আমাদের ধর্ম্মে পতিত হ'তে হবে।

১ম মুনি—হে ভগবান্! জানি না, আমাদের কপালে কি আছে।

(সকল মুনিগণের প্রস্থান)

মদন—কি হ'ল, কি হ'ল! বাণ যোজনা করতে গিয়ে হাত থেকে খসে পড়ল।

রতি—নাথ! যখন বাধা পড়েছে তখন আর ও বাণ নিক্ষেপ করবেন না, আপনি ক্ষান্ত হ'ন, আমার মন বড়ই চঞ্চল হয়েছে।

মদন—না, হয়ত আমি একটু অসাবধান হ'য়েছিলেম, তাই হাত থেকে বাণ প'ড়ে গেছে, তুমি তার জন্য চিন্তিত হ'য়ো না, দেখলে ত আমার প্রভাবে মুনিঋষিগণ পর্য্যন্ত ছট্ ফট্ ক'রে বেড়াচ্ছে। যাও তুমি আবার, সেইখানে ব'স, আমি পুনরায় বাণ যোজনা করি।

রতি—দেব! আমার কিন্তু আর মনস্থির হবে না।

মদন—প্রিয়ে! কেন তুমি বৃথা চিন্তিতা হ'চ্ছ! আমার বাণ কি কখনও নিষ্ফল হয়, যাও তুমি আর দেরী ক'র না। ঐ শোন কোকিলের কলরব, ভ্রমরের গুণ গুণ শব্দ, এখন আর কোন বিরহী ধৈর্য্য ধারণ করতে সমর্থ হবে না। তুমি যাও আর দেরী ক'র না।

রতি—প্রভু! আপনার প্রতাপ, সকল সচেতন, অচেতন জীব জন্তুর উপর সফল হবে কিন্তু জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের উপর নিষ্ফল হবে। জিতেন্দ্রিয় পুরুষের মনের একাগ্রতা কোনরূপ বিঘ্ন দ্বারা ভঙ্গ হয় না, ঐ দেখুন, আপনি সকল চরাচরকে কার্ম্মুখ করেছেন কিন্তু জিতেন্দ্রিয় মহাদেবকে কিছুই করতে পারেন নি।

মদন—প্রিয়ে! এইবার দেখ, আমি নিশ্চয়ই মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করাব। উমা এখনই আসবে আর দেরী ক'র না, যাও তুমি পুনরায় আসন ক'রে ব'স।

(মদন ও রতি লুকাইয়া বসিল)

(নন্দীর সহিত ভূতগণের কিচ্ কিচ্ শব্দ করিতে করিতে প্রবেশ)

নন্দী— (ভূতগণের প্রতি) এই চুপ চুপ একদম চুপ, প্রভুর ধ্যান ভঙ্গ হবে। (নিজমুখে আঙ্গুলী দিয়া ইঙ্গিত করিয়া চুপ করিতে বলিল) আরে, আজ আবার কোথা থেকে দক্ষিণে বাতাস এসে গাছের পাতা গুলকে নড়িয়ে আওয়াজ করছে? (একটি পাতার প্রতি) এই চুপ। আবার ভ্রমরগুল গুণ গুণ শব্দ করছে? (ভ্রমেরের প্রতি) এই চুপ, আরে পাখীগুলি আওয়াজ করছে? (পক্ষীর প্রতি) এই চুপ, যে একটু আওয়াজ করবে, তাকে একেবারে মেরে ফেলব, সব চুপ। (এই বলিয়া মহাদেবের নিকট গিয়া ত্রিশূল হস্তে

দণ্ডায়মান। এমন সময় এক পার্শ্ব দিয়া উমা, অপর পার্শ্বদিয়া জয়া ও বিজয়ার প্রবেশ)

জয়া—সখি! দেখ দেখ, আজ চারিদিকেই ফলে ফুলে বনের কেমন শোভা হয়েছে।

বিজয়া—কি আশ্চর্য্য! এখানে ত মোটে ফুল ছিল না—এত ফল কোথা থেকে এল?

জয়া—অই ত, আমরা মর্‌তে কতদূরে ফুল আন্‌তে গেছলেম।

বিজয়া—দেখ সখি! এ বোধ হয় উমার খেলা।

জয়া—না—এ মহাদেবের খেলা।

বিজয়া—যা'রই খেলা হ'ক, আমরা ত বাঁচলেম।

নন্দী—এই আস্তে কথা কইবি—সাবধান;

বিজয়া—আচ্ছা বাবা, আচ্ছা!

উমা—এই যে, তোরা ফুল এনেছিস্?

জয়া—আহা, আর নেকাম করতে হবে না গো।

উমা—তুই কেবল রেগেই মর্‌বি।

জয়া—কেন রাগব না? এখানে এত ফুল ফুটিয়ে ব'সে আছেন আর কষ্ট দেবার জন্যে আমাদের গভীর বনে পাঠালেন।

নন্দী—এই, আস্তে আস্তে।

জয়া—আচ্ছা বাবা আচ্ছা।

বিজয়া—(উমার প্রতি) সখি! আজ তুমি একটু সকাল সকাল পূজা ক'রে নাও, তারপর প্রাণভরে খেলা করব।

উমা—ছি, ছি, সখি! আজ এমন প্রফুল্ল দিনে তুমি আমায় শীগ্‌গির্ ক'রে পূজা সেরে নিতে ব'লছ? আজ আমি প্রাণভরে বিশ্বনাথের পূজা করব।

জয়া—বলি—রোজ ত টিপ্ টিপ্ ক'রে মহাদেবের পায়ে মাথা খোঁড়, রাশিরাশি বেলপাতা চাপিয়ে দিচ্ছ, আর এ রকম করে কত কালই কেটে গেল, কিন্তু তোমার মহাদেব একদিনের জন্যে চোখটী চেয়ে তোমায় দেখ্‌লে না।

উমা—না, সখি! তিনি সমাধিস্থ হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বব্যাপী হ'য়ে নিরীক্ষণ কর্‌ছেন।

জয়া—ও মা! চোখ বুজলে বুঝি সব দেখ্‌তে পায়?

উমা—যা ঠাট্টা করিস্‌নি, দে আমায় ফুল দে।

জয়া—এই নাও, আমরা ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করি। আয় বিজয়া, এদিকে আয়।

উমা— (নন্দীর প্রতি) বাবা! প্রভুর কি একদিনও ধ্যান ভঙ্গ হয়নি?

নন্দী—মা! প্রভুর একবার মাঝে ধ্যান ভঙ্গ হ'য়েছিল আর আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কে এ রকম পরিপাটী ক'রে তাঁর বেদী পরিষ্কার করে," কিন্তু আপনি সে সময় উপস্থিত না থাকায় আমি আপনার কথা বল্‌তে ভুলে গেছলেন।

উমা—আমার দুর্ভাগ্য!

নন্দী—না, মা! দুর্ভাগ্য কেন? আমার মনে হয়, প্রভুর আজ এখনি ধ্যান ভঙ্গ হবে, সেই রকম লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, আপনি এবার প্রস্তুত হন।

(মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ হ'লে, পার্ব্বতী ফুলের মালা লইয়া তাঁহার গলে পরাইয়া দিয়া প্রণাম করিলেন)

নন্দী— (প্রণাম পূর্ব্বক) প্রভু! এই নগরাজনন্দিনী আপনার প্রত্যহ সেবা করে।

(পার্ব্বতী পূজা করিলে, মহাদেব হাত তু'লয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন)

মহাদেব--কি সুন্দর—কে এ নারী ?—এ কি মুখ না শশাঙ্ক ? এ কি নেত্র না উৎপল ? এর ভ্রূকুটী যেন কন্দর্পের ধনুকদ্বয়, অধর যেন বিম্বতুল্য, নাসিকা যেন শুক পক্ষীর চঞ্চুর মত আর মধ্য কি সাক্ষাৎ বেদী ? এ ভূমণ্ডলে যত প্রকার রমণীয়তা আছে, সমস্ত যেন মিলিত হ'য়ে এর শরীর নির্ম্মিত হয়েছে। এস প্রিয়ে—(এই বলিয়া মহাদেব উমার বস্ত্রাঞ্চল ধরিতে উদ্যত হইলে, পার্ব্বতী স্ত্রীস্বভাব সুলভ লজ্জায় সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং সন্দেহ লোচনে পুনঃ পুনঃ মহাদেবের পানে চাহিতে লাগিলেন) এ কি ! অকস্মাৎ বসন্তের কেন আকালিক প্রবৃত্তির উদয় হ'ল ? আমি কি এ নারীর আলিঙ্গণ সুখ অনুভব করব ? না, না, আমার কি হল ? আমি কি মোহ প্রাপ্ত হ'য়েছি ? আমি ঈশ্বর হ'য়েও যদি ইচ্ছামত আনন্দ সহকারে পরাঙ্গস্পর্শ করি তবে সামান্য মানব কি না, অন্যায় কার্য্য করবে। জগতে ঈশ্বরের পতন নাই, না আমি ফের আসন করে ধ্যানে বস্‌ব। (উমার প্রতি) যাও নারী ! তোমার কোন ভয় নাই। (মহাদেব পুনরায় আসনে বসিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং মদন তাঁহার প্রতি বাণ আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন)

মহাদেব—কি আশ্চর্য্য ! আমি ঈশ্বর হ'য়ে দুরাশয় মদন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হ'লেম। রে পাপাত্মা মদন—!

(বলিবামাত্র মহাদেবের তৃতীয় নেত্র হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া মদনকে ভস্ম করিল)

রতি—প্রভু ! ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, আমার স্বামীকে রক্ষা করুন (মূর্চ্ছিতা)

মহাদেব—জ্ঞানী লোক এস্থানে আর থাক্‌তে পারে না ; যেস্থানে সাধনের

বিঘ্ন হয়, সেখানে আর থাকা চলে না। আমি এখনই এস্থান পরিত্যাগ করে চল্‌লেম।

(মহাদেব, নন্দী ও ভূতগণের প্রস্থান)

উমা— (ভয়ের সহিত) ওহো! এ কি দুর্ঘটন, অকস্মাৎ এ কি হ'ল? এ যে স্বপ্ন বোধ হচ্ছে ; হায়! আমার কি দুর্ভাগ্য যে, এত কালের সেবা নিষ্ফল হ'য়ে গেল।

জয়া—তাই ত, সখি! কিছু যে বুঝতে পার্‌ছি না।

বিজয়া—এ নারী কে? কোথায় ছিল? কোথা থেকেই বা এল? কেনই বা তার এত দুর্ঘটন হ'ল?

জয়া—আহা! হতভাগিণী স্বামীর শোকে আত্মহারা হ'য়েছে।

উমা—চল সখি! আমরা আর এ শিবহীন স্থানে একদণ্ডও থাক্‌ব না, আহা! আমর কি দুর্ভাগ্য, আমার ইচ্ছা হয় এ প্রাণ পরিত্যাগ করি। না সখি! আমি আর কোথাও যাব না, এখানেই প্রাণত্যাগ কর্‌ব।

জয়া—সখি! তুমি বিহ্বলা হ'য়ো না, চল এখন আমরা পিত্রালয়ে যাই।

উমা—না জয়া, আর কি জন্যে পিত্রালয়ে যাব? সেখানে ত আর মহাদেবের সেবা কর্‌তে পাব না?

জয়া—প্রাণত্যাগ কর্‌লে যে একেবারেই পাবে না, বরং পিত্রালয়ে গিয়ে সেই দেবদেব মহাদেবের অনুসন্ধান ক'রে, পুনরায় সেবায় যেতে পার্‌বে।

বিজয়া—তাই চল সখি! আর দেরী ক'রে কাজ নেই।

(উমা, জয়া ও বিজয়ার প্রস্থান)

রতি— (সচেতন হইয়া প্রাণনাথ। তুমি কি জীবিত আছ? কৈ—কৈ—কৈ—একবার কথা কও (এই বলিয়া মদনের শরীরের উপর পড়িল) হায়, প্রিয়তম! তোমা বিহনে আমার ত হৃদয় এখনও

বিদীর্ণ হ'ল না, তবে কি স্ত্রীজাতির প্রাণ অত্যন্ত কঠিন? না, না। তবে অকারণে কেন কথা কইছ না? ওঠ প্রাণনাথ, ওঠ, তবুও উঠলে না। তবে কি আমার উপর অভিমান ক'রেছ? দয়া ক'রে ক্ষমা কর নাথ! ওঠ, ওঠ, এ কি! তবুও উঠলে না!? সত্য সত্যই কি আমায় ত্যাগ করে গেলে? নাথ। যদি তুমি আমাকে ভালবাসতে তাহ'লে আমাকে নিদারুণ দুঃখ সলিলে ভাসিয়ে যেতে না। ওহো! ক্রূর দেবগণ, তোমরা আমার কি সর্ব্বনাশ ক'রেছ তা একবার এসে দেখে যাও। প্রাণনাথ! তুমি আমার এক পায়ে আলতা পরিয়ে দিয়েছ, কিন্তু আর এক পায়ে পরাওনি, এখন তুমি এস, সেই পায়ে পরিয়ে দাও। প্রাণেশ্বর! যদিও আমি তোমার অনুগামিনী হচ্ছি, তবু মদন ব্যতিরেকে রতি ক্ষণকালও জীবিত থাকতে পারে না, কিন্তু আমি এখনও জীবিত র'য়েছি—এ নিন্দা ত চিরকাল র'য়ে গেল। হায়! তোমার প্রিয় সুহৃৎ সেই বসন্তই বা কোথায় গেল? সেও কি তোমার অনুগামী হ'য়েছে? (এই সময় বসন্ত আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল) বসন্ত! এখন তুমি কা'র দর্শন লালসা করছ—আর ত সে দেখা দিবে না। বিধাতা মদন বধের সঙ্গে আমাকে অর্দ্ধবধ ক'রে, আমার দুঃখের আধিক্য বিধান ক'রে দিয়েছেন। বসন্ত! তুমি আমার একটা উপকার করবে?

বসন্ত—কি দেবি! বলুন?

রতি—আমাকে অগ্নিদান করে, পতির নিকট প্রেরণ কর।

বসন্ত—দেবি! একটু স্থির হ'ন।

রতি—বসন্ত! তোমার এ বিষয়ে আর তর্ক করবার প্রয়োজন নাই, যেমন

জ্যোৎস্না চন্দ্রের সঙ্গে আর সৌদামিনী মেঘের সঙ্গে তিরোহিত হয়, তেমনি স্ত্রীর পতিকে অনুগমন করা একান্তই কর্ত্তব্য। এখন তবে বসন্ত, তুমি চিতা প্রস্তুত কর, তারপর চিতানল বর্দ্ধিত কর্‌বার জন্যে দক্ষিণ বায়ুকে ত্বরায় আহ্বান কর্‌বে। (বসন্তের দ্বারায় চিতা প্রস্তুত করণ) তুমি ত জান বসন্ত! মদনরাজ আমাকে ক্ষণমাত্র না দেখ্‌লে সুখী থাকতেন না। এখন এই সৎকার ক'রে আমাদের দু'জনের জন্যে এক এক অঞ্জলি জল প্রদান ক'র। (পরে চিতার পার্শ্বে বসিয়া জোড় হস্তে প্রার্থনা) ভগবান্! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমাকে স্বামীর নিকট পাঠিয়ে দিন। (এমন সময়ে আকাশবাণী হইল)

আকাশবাণী—কল্যাণি! তোমার স্বামী চিরকালের জন্য দুর্লভ হবেন না; তুমি তাঁকে শীঘ্র পাবে। ব্রহ্মার অভিশাপে তোমার স্বামী হরলোচনানলের পতঙ্গ হয়েছেন। এক মেঘ হ'তে বৃষ্টি ও বজ্রপাত উভয়ই উৎপন্ন হয়, তেমনি জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ কুপিত হন আর ক্ষমাও করেন। কল্যাণি! তুমি দেহ পরিত্যাগ কর না, এই দেহেই তোমার প্রিয়সমাগম হবে।

রতি—ভগবান্, ভগবান!

বসন্ত—দেবি! ঐ শুনুন আকাশবাণী, আপনি ক্ষান্ত হ'ন, আপনার স্বামীকে পুনর্ব্বার ফিরিয়ে পাবেন।



দ্বিতীয় অঙ্ক।

---*---

চতুর্থ দৃশ্য।

বিদূষকের বাটী।

পেয়ারী, পরাণ, বিদূষক ও জনৈক।

পেয়ারীর গীত।

যাচক বিহনে কারে, যেঁচে দিই নব যৌবন।
প্রেমিক যে জন হবে, ক'রে লবে আকিঞ্চন॥
প্রেমিক পাইব যারে, অমূল্যধন দিব তারে,
নয়নহীন জনরে, কি হবে দিলে দর্পণ।

(এক দিক হ'তে পেয়ারী গান গাহিতে গাহিতে ও অপর দিক হ'তে পরাণের প্রবেশ)

পরাণ—এই যাচক ত সদাই চাহিছে তোমার নব যৌবন, ভিখারীর মত সদা করি তোমার প্রেম আকিঞ্চন, দয়া ক'রে আমায় যদি, প্রেমিক ব'লে ধ'রে নাও, তা'হলে দাও তোমার অমূল্যধন, আর আমার নয়ন আছে কি, না একবার দিয়ে দেখ দর্পণ, কি বল পেয়ারী—।

পেয়ারী—আহা—হা—হা—আমার রসিক নাগর রে—।

পরাণ—তা নয় কি পেয়ারী? তুমি কি তাও সন্দেহ কর?

পেয়ারী—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

পরাণ—আবার হ্যাঁ—হ্যাঁ—কি ? এই ত গান গেয়ে যত প্রেমের ভিখারীদের ডাকছিলে, আমিও ত তাদের ভিতর একজন, বল পেয়ারী ঠিক কি না ?

পেয়ারী—তুমি যে প্রেমিক তার চিহ্ন কি ?

পরাণ—এই দেখ পেয়ারী ! আমার গলায় এই দাগ র'য়েছে, আর এই গালে দাগ র'য়েছে ।

পেয়ারী—দেখি, দেখি—এ আবার কিসের দাগ ?

পরাণ—পেয়ারী ! তোর জন্যে এ দাগ হ'য়েছে । সেবারে আমি কত আশা ক'রে তোর কাছে এসেছিলেম, তুইও খুব ভালবাসা দেখালি, তারপর শেষকালে, ছিনালী ক'রে গালে একটা চড় মেরে ফিরিয়ে দিয়েছিলি, সেই দাগ এই গালে র'য়েছে ।

পেয়ারী—আচ্ছা তোর গলায় কিসের দাগ ?

পরাণ—সেই, তারপর মনের দুঃখে বাড়ী গিয়ে, গলায় ফাঁসি দিয়ে একমাস ঝুলে রইলেম । উঃ ! পেয়ারী সে দিন মনে পড়্‌লে মাথা ঘুরে যায় —উঃ ।

পেয়ারী—তারপর ?

পরাণ—তারপর বড় ভয় হ'ল পাছে ম'রে যাই ; তাইনা ভেবে ফাঁসিটা খোলবার চেষ্টা কর্‌লেম, কিন্তু কিছুতেই খুল্‌তে পারলেম না, এখনও পর্য্যন্ত লেগে র'য়েছে ।

পেয়ারী—আহা—হা—হা—এমনি বোকাই পেয়েছ গো, যদি ফাঁসি যায় তাহ'লে ত ম'রে যায়, তা'হলে এখানে আস্‌তে পার্‌তে ?

পরাণ—আরে, না—না—না, সে দড়ির ফাঁসি পর্‌লে তখনি ম'রে যায় ।

পেয়ারী—তোমার আবার কিসের ফাঁসি—?

পরাণ—আমার প্রেমের ফাঁসি, এতে চট্ ক'রে মরে যায় না, আস্তে আস্তে, ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে মরে। তা পেয়ারী জান ত, প বর্গের সমস্ত লক্ষণ হ'য়েছে, এখন শেষটা হ'লে হয়।

পেয়ারী—প বর্গের লক্ষণটা কি ?

পরাণ—প বর্গ, প, ফ, ব, ভ, ম। প'য়ে—পিরীত, ফ'য়ে—ফ্যাসাদ্, ব'য়ে—বিচ্ছেদ; ভ'য়ে—ভয়, ম'য়ে—মরণ অথবা মিলন। এখন সেটা তোমার হাতে।

পেয়ারী—তোমার কোন্‌টা মনে হয় ?

পরাণ—আমার মনে হয়, মরণটা যখন এখনও হয়নি, তখন বোধ হয় মিলনটা হলেও হ'তে পারে।

পেয়ারী—আমি চল্‌লেম (ঘাড় বাঁকাইয়া আড় চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া আস্তে অগ্রসর)

পরাণ—যাঃ—চ্চলে, একেবারে এক চোপ্।

পরাণের গীত।

তেরি নয়না লাগায়ে চলি যায় রে বেদরদি।
তুমি ত নারী সদা হে কপটী॥
সব সনে প্রীতি কিন্তু, হাম্ তেরা সাথে (সখি)॥

পেয়ারী—আমি কি বেদরদি ?

পরাণ—তা ভিন্ন আর কি ? আমার প্রাণে যে, কি দরদ তা ত তুমি জান্‌লে না ? পেয়ারী! আমি তোমার জন্যে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি। উঃ—কি যন্ত্রণা! আর সহ্য হয় না—।

পেয়ারী—অত উতলা হয়ো না, স্থির হও। এস, তুমি ঘরে ব'স, আমি

তোমার জন্যে দোকান থেকে খাবার কিনে আনি। যাও ঘরে ব'স। (প্রস্থান)

পরাণ—আচ্ছা, পেয়ারী আমি বস্‌ছি। (স্বগতঃ) আঃ—এবার প্রাণটা জুড়াল, ঘরে ব'সে একটু আরাম করি। (গৃহে প্রবেশ)

(এক দিক হ'তে বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—খ্যাং—খ্যাং—খ্যাং, হুঁ, হুঁ, এ মন্ত্র আর ভুলব না; খ্যাং—খ্যাং—খ্যাং, দেখ গণকঠাকুর! তোমার মন্ত্র যেন নিস্ফল না হয়, খ্যাং—খ্যাং—খ্যাং, এবারে পেয়ারী তোমায় দেখ্‌ছি দাঁড়াও। ছ'মাস পরে বাড়ী ফিরে এলেম, বেটী একটু যত্ন কর, তা নয় প'ড়ে প'ড়ে ঘুমচ্ছে, থাক, আমি ত এখন ডাক্‌ব না; এইখানে ব'সে খ্যাং মন্ত্র জপ কর্‌ব, দে'খি তারপর কি হয়। খ্যাং—খ্যাং—খ্যাং। দাদাঠাকুর বলেছে হাজার বার খ্যাং মন্ত্র জপ কর্‌লে সিদ্ধিলাভ হয়। আমি এখানে বসে হাজার বার জপ ক'রে সিদ্ধিলাভ ক'রে, তারপর পেয়ারী বেটীর সঙ্গে কথা কইব। খ্যাং—খ্যাং—খ্যাং

(জপ করিতে বসিল)

(অপর দিক হ'তে পেয়ারীর জনৈক প্রেমার্থী বাড়ীর উপরের দিকে চাহিতে চাহিতে প্রবেশ করিল এবং অসাবধানতায় বিদূষকের ঘাড়ে পড়িয়া যায়)

জনৈক—দুর্ শালা কে রে?

বিদূষক—হুঁ—আমার ত বোন নেই ভাই, তবে তুমি যদি আমার সম্বন্ধী হ'তে ইচ্ছা কর তা—বরং—হ'তে পারে।

জনৈক—শালা পাগলা না কি? রাস্তার মাঝখানে ব'সে, খামকা আমার প্রেমের চট্‌কাটা ভেঙ্গে দিলে।

বিদূষক— (স্বগতঃ) হুঁ এশালাও প্রেমের রুগী !

জনৈক—এই ! তুই এখানে কেন ব'সে আছিস্, তোর বাড়ী কোথায় ?

বিদূষক—আমার বাড়ী এইখানে কাছাকাছি।

জনৈক—একটা ঠিকানা ব'লে দিতে পারিস্ ? তাহ'লে তোকে কিছু টাকা দিব।

বিদূষক—কা'র ঠিকানা শুনি—?

জনৈক—পেয়ারীর বাড়ী কোথায় জানিস্ ?

বিদূষক— (চমকিয়া, স্বগতঃ) কি রকম—কি রকম—পেয়ারীর বাড়ী—। তাই ত, আর কেউ পেয়ারী আছে না কি ? (জনৈকের প্রতি) কে পেয়ারী ?

জনৈক—পেয়ারীকে চিনিস্ না ? আরে অত বড় সুন্দরী তোদের রাজ্যে নেই। এই তোদের বিদূষকের বউ।

বিদূষক—(চমকিয়া স্বগতঃ) কি রকম—কি রকম, তাহ'লে দেখছি আমার পেয়ারী বটে। (জনৈকের প্রতি) তুমি তাকে দেখেছ ?

জনৈক—না, তাকে চোখে দেখিনি বটে, তবে শুনেছি সে না কি বড় সুন্দরী, তাই একবার চেষ্টা করে দেখ্‌ছি।

বিদুষক—(স্বগতঃ) হুঁ—তাহ'লে ত ঠিক ধরেছে। (রাগত জনৈকের প্রতি, দাঁড়াইয়া) আমি সেই বিদূষক।

জনৈক—(হাস্য করিয়া) হা—হা—হা, আরে তাকে অনেকদিন আগে সাপে খেয়েছে, সে ম'রে গেছে। তুই কি পেয়ারীর সঙ্গে জুট্‌বি মনে করেছিস্, তাই বিদূষক সেজে বসেছিস্ ; তা—পেয়ারী খুব প্রেমিক, সকলেরই অবারিত দ্বার। বিদুষক সেজে যাবায় দরকার

কি ? তুই অমনি চল্ না, দু'জনে এক সঙ্গে যাই। তবে তুই বুড় ব'লে যদি একটু না—না—করে, তা ব'ল্তে পারি না।

বিদূষক—(রাগত) শালা—আমি বিদূষক সেজেছি ? বেরো শালা এখান থেকে।

(বলিয়া ঠেলাঠেলি)

জনৈক—তুই বেরো শালা ! দাঁড়া ত সেপাই ডাকি—।

বিদূষক—বেরো শালা, বেরো।

জনৈক—ওরে বাপ রে, ওরে কে আছিস্ রে, ওরে দেখ রে, আমায় মার্লে রে।

(প্রস্থান)

বিদূষক—বেরো, বেরো শালা আমার পেয়ারীর বাড়ী খুঁজতে এসেছে। আমার যে এখনও থ্যাং মন্ত্র জপ হ'ল না, তাই ত কি করি, বেটীকে ঘা কতক দিয়ে আস্ব না কি, না—তাও ত পার্ব না, বেটীর গায়ে ভারি জোর, এই থ্যাং মন্ত্রে বেটীকে জব্দ কর্তে হবে। দাঁড়াও পেয়ারী তোমাকে আমি জব্দ কর্ছি, পেয়ারী তুমি পিরীতের ধর্ম্ম-শালা খুলে ব'সেছ, দাঁড়াও একটু, দাঁড়াও, আমি জপটা ক'রে লই,

(জপে বসিল)

(বাড়ীর উপর হইতে জানালা খুলিয়া পরাণ)

পরাণ— (স্বগতঃ) এই—রে, বুড় বেটা এসে পড়েছে, বড়ই বিপদ হল দেখছি। এখন উপায়, কি ক'রে বাড়ী থেকে পালাব ? ওঃ কি বিপদ, কি করি, তাই ত, এখান থেকে লাফিয়ে পড়্ব, না, না, তাহ'লে হাড়গোড় ভেঙ্গে যাবে, ওঃ কি করে পালাই ? বুড়র সামনে পড়লে, একেবারে মেরে ফেলবে। কি করি—আচ্ছা, এক কাজ

কর্‌লে হয় না, পেয়ারীর একখানা কাপড় প'রে মেয়ে মানুষ সেজে বেরিয়ে গেলে, বুড় আর চিন্তে পার্‌বে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই করি।

বিদূষক—নাঃ—আর জপ করা হল না; রাগে সমস্ত গা কাঁপছে, উঃ নারদ বেটা কি পাজী রাজ্যে এসে গাবিয়েছে যে, আমাকে সাপে গিলেছে। এ্যাঁ নইলে এ লোকটা কি করে ও কথা বল্‌বে। দাঁড়াও বেটা একবার রাজবাড়ী যাই, তারপর তোমার জটাগুল পট্‌ পট্‌ করে ছিঁড়ব। যাক্‌, এখন একবার দেখি পেয়ারী কি কর্‌ছে, তারপর যদি দেখি আমাকে আদর যত্ন ক'র্‌ছে না, তাহ'লে ফের জপে বসে যাব আর তা নইলে, আহাঃ বেচারী মেয়েমানুষ ভুলেও যদি একটা অকর্ম্ম ক'রে ফেলে, তাহ'লে তাকে মাপ কর্‌তেও ত হয়। এই ধরনা কেন, আমি যদি একটা অকর্ম্ম ক'রে ফেলি, আর ফেলিই বা কেন, অকর্ম্মত ক'রে ফেলিইছি, এই ধরনা কেন, আমিও ত ৪টা মেয়েমানুষ রেখেছি, তবুও পেয়ারী মোটে একটা লোক রেখেছে আর রেখেছিই বা বলি কি ক'রে, আমি ত সে লোকটাকে আমার বাড়ীতে দেখি নি, এ হয়ত অপর কোন পেয়ারী হ'তে পারে। না, তার মধ্যে সে বিদূষকের নাম করেছে, তা হয়ত সে বেটা বদমাইস্‌ হ'তে পারে, পেয়ারীর নামে মিথ্যা অপবাদ কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছে। আর তা ছাড়া আমি কেবল শুনেছিলেম মাত্র যে, ২।১টা লোকের সঙ্গে পেয়ারী হেসে হেসে কথা কয় তাতে আর দোষ কি, তবে পর-পুরুষ—এই—যা বল। তা ও সব ত শোনা কথা, শোনা কথার মাত্রা নেই। যাক্‌ একবার পেয়ারীকে আদর ক'রে ডাকি। (দরজার সামনে গিয়ে) পেয়ারী, ও পেয়ারী!—ঐ শব্দ হচ্ছে, এইবার

কি ? তুই অমনি চল্ না, দু'জনে এক সঙ্গে যাই। তবে তুই বুড় ব'লে যদি একটু না—না—করে, তা ব'ল্‌তে পারি না।

বিদূষক—(রাগত) শালা—আমি বিদূষক সেজেছি ? বেরো শালা এখান থেকে।

(বলিয়া ঠেলাঠেলি)

জনৈক—তুই বেরো শালা ! দাঁড়া ত সেপাই ডাকি—।

বিদূষক—বেরো শালা, বেরো।

জনৈক—ওরে বাপ রে, ওরে কে আছিস্ রে, ওরে দেখ রে, আমায় মার্‌লে রে।

(প্রস্থান)

বিদূষক—বেরো, বেরো শালা আমার পেয়ারীর বাড়ী খুঁজতে এসেছে। আমার যে এখনও থ্যাং মন্ত্র জপ হ'ল না, তাই ত কি করি, বেটাকে ঘা কতক দিয়ে আস্‌ব না কি, না—তাও ত পার্‌ব না, বেটার গায়ে ভারি জোর, এই থ্যাং মন্ত্রে বেটাকে জব্দ কর্‌তে হবে। দাঁড়াও পেয়ারী তোমাকে আমি জব্দ করছি, পেয়ারী তুমি পিরীতের ধর্ম্ম-শালা খুলে ব'সেছ, দাঁড়াও একটু, দাঁড়াও, আমি জপটা ক'রে লই,

(জপে বসিল)

(বাড়ীর উপর হইতে জানালা খুলিয়া পরাণ)

পরাণ— (স্বগতঃ) এই—রে, বুড় বেটা এসে পড়েছে, বড়ই বিপদ হল দেখছি। এখন উপায়, কি ক'রে বাড়ী থেকে পালাব ? ওঃ কি বিপদ, কি করি, তাই ত, এখান থেকে লাফিয়ে পড়্‌ব, না, না, তাহ'লে হাড়গোড় ভেঙ্গে যাবে, ওঃ কি করে পালাই ? বুড়র সামনে পড়লে, একেবারে মেরে ফেলবে। কি করি—আচ্ছা, এক কাজ

করলে হয় না, পেয়ারীর একখানা কাপড় প'রে মেয়ে মানুষ সেজে বেরিয়ে গেলে, বুড় আর চিন্তে পারবে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই করি।

বিদূষক—নাঃ—আর জপ করা হল না ; রাগে সমস্ত গা কাঁপছে, উঃ নারদ বেটা কি পাজী রাজ্যে এসে গাবিয়েছে যে, আমাকে সাপে গিলেছে। এঁ্যা নইলে এ লোকটা কি করে ও কথা বলবে। দাঁড়াও বেটা একবার রাজবাড়ী যাই, তারপর তোমার জটাগুল পট্ পট্ করে ছিঁড়ব। যাক্, এখন একবার দেখি পেয়ারী কি করছে, তারপর যদি দেখি আমাকে আদর যত্ন ক'রছে না, তাহ'লে ফের জপে বসে যাব আর তা নইলে, আহাঃ বেচারী মেয়েমানুষ ভুলেও যদি একটা অকর্ম্ম ক'রে ফেলে, তাহ'লে তাকে মাপ করতেও ত হয়। এই ধরনা কেন, আমি যদি একটা অকর্ম্ম ক'রে ফেলি, আর ফেলিই বা কেন, অকর্ম্মত ক'রে ফেলিইছি, এই ধরনা কেন, আমিও ত ৪টা মেয়েমানুষ রেখেছি, তবুও পেয়ারী মোটে একটা লোক রেখেছে আর রেখেছিই বা বলি কি ক'রে, আমি ত সে লোকটাকে আমার বাড়ীতে দেখি নি, এ হয়ত অপর কোন পেয়ারী হ'তে পারে। না, তার মধ্যে সে বিদূষকের নাম করেছে, তা হয়ত সে বেটা বদমাইস্ হ'তে পারে, পেয়ারীর নামে মিথ্যা অপবাদ করবার চেষ্টা ক'রছে। আর তা ছাড়া আমি কেবল শুনেছিলেম মাত্র যে, ২।১টা লোকের সঙ্গে পেয়ারী হেসে হেসে কথা কয় তাতে আর দোষ কি, তবে পর-পুরুষ—এই—যা বল। তা ও সব ত শোনা কথা, শোনা কথার মাত্রা নেই। যাক্ একবার পেয়ারীকে আদর ক'রে ডাকি। (দরজার সামনে গিয়ে) পেয়ারী, ও পেয়ারী!—ঐ শব্দ হচ্ছে, এইবার

আস্‌ছে। উঃ অনেক দিন তোর মুখ দেখিনি, এইবার তোকে জড়িয়ে লব। এইবার আসছে।

(দরজা খুলিয়া ছদ্মবেশে পরাণের প্রবেশ ও তাহাকে পেয়ারী ভাবিয়া বিদূষক জড়াইয়া ধরিল)।

বিদূষক—এইবার পেয়ারী,—তোমায় আর ছাড়্‌ব না, অনেক দিন তোমায় জড়াই নাই।

পরাণ—ও রে! ছাড়্‌, বড় লাগ্‌ছে)

বিদূষক—না পেয়ারী তোমায় আর ছাড়্‌ব না।

পরাণ—ও রে! ছাড়্‌ শালা ছাড়।

বিদূষক— (ছাড়িয়া দিয়া) কি রকম—ওরে, এ শালা আবার কে এল! তবে দাঁড়া শালা, আজ তোর সঙ্গে অজা যুদ্ধ কর্‌ব।

পরাণ—ওঃ শালা বুড়র আবার তেজ দেখছ, আবার অজা যুদ্ধ কর্‌বে।

বিদূষক—কি? আয় শালা তবে।

পরাণ—আরে থাম্‌ শালা, তুই একটা মেয়েমানুষকে দাবিয়ে রাখতে পারিস্‌ না, তা আবার আমার সঙ্গে লাগতে এসেছিস্‌? এক গাঁট্টাতে তোর নাক ভেঙ্গে দিব।

বিদূষক—আয় শালা! তোকে আজ মজা দেখাচ্ছি। (যুদ্ধ করণ ও বিদূষককে ফেলিয়া দেওয়া)

পরাণ—থাক্‌ শালা প'ড়ে। (প্রস্থান)

বিদূষক—উঃ বড় লেগেছে, শালা যোয়ান বটে—। তাহ'লে এবার কি করা যায়, পেয়ারী ত ঠিক ঠিক লোক জুটিয়েছে, তবে থ্যাং মন্ত্র জপ করি, নইলে আর উপায় নাই। থ্যাং—থ্যাং—থ্যাং। তাহ'লে দেখছি, দাদাঠাকুর ঠিক বলেছে যে, থ্যাং মন্ত্রে চোদ্দ পুরুষ ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে,

তাহলে সত্য সত্যই চোদ্দটা পুরুষ পেয়ারী জুটিয়েছে। খ্যাং—খ্যাং—খ্যাং, ও পেয়ারী ! তোকে মেয়েমানুষ ব'লে মাপ করছিলেম, কিন্তু আর তোকে মাপ করব না। খ্যাং—খ্যাং—খ্যাং—না আর বেশী জপ কর্‌বার ধৈর্য্য থাক্‌বে না। শালীকে একবার দেখি, মেরে হাড় গুড়িয়ে দিব। ও পেয়ারী, পেয়ারী। দরজা খোল্, শীগগির দরজা খোল্, আজ তোকে হাত পা বেঁধে' জলে ডুবিয়ে দিব। খোল্ দরজা, ওরে ও হাড়হাবাতী ! হাঁড়ি কুঁড়ি, মাসী, পিসী, হারামজাদী—তোর ভাতারের মাথা খাই, দরজা খোল্। খ্যাং—খ্যাং—খ্যাং।

পেয়ারী—কে রে মুখপোড়া— (খ্যাংরা হাতে প্রবেশ)

বিদূষক—ওরে বাপরে ! একেবারে সিদ্ধিলাভ। একেবারে স্বহস্তে খ্যাংরাদেবীকে নিয়ে বেরিয়েছে, তবু হাজার বার জপ হয় নাই।

পেয়ারী—কেন রে মুখপোড়া, বাড়ীর সামনে এসে হাল্লা করছিস্ ? ছইমাস পরে ঘরে এলেন ত আমার মাথা কিনে এসেছেন। ফের যদি চেঁচাবি ত সপাসপ, সপাসপ বসিয়ে দিব।

বিদূষক—(স্বগতঃ) হুঁ—দাদাঠাকুরের কথা ঠিক ঠিক মিল্‌ছে, এই সপাসপ, সপাসপ পর্য্যন্ত এসেছে। (পেয়ারীর প্রতি) তার—পর পেয়ারী ! কি কর্‌বে ?

পেয়ারী—তারপর এইটে নিয়ে তোমার বুকে বিঁধিয়ে দিব।

বিদূষক—(স্বগতঃ) ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি ; হুঁ—এ পর্য্যন্ত ত মিল্‌ল। (পেয়ারীর প্রতি) তার পর পেয়ারী ! কি কর্‌বে ?

পেয়ারী—তার—পর—আর ঘা, কতক বসিয়ে তোমার সব সন্দেহ ঘুচিয়ে —দিব।

বিদূষক— (শিহরিয়া উঠিয়া, স্বগতঃ) হুঁ—শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়, হুঁ—এও মিল্‌ল। (পেয়ারীর প্রতি) তারপর কি কর্‌বে ?

পেয়ারী—তারপর তোমার—যেমন কর্ম্ম—দেখব তেমনি কর্‌ব।

বিদূষক—(স্বগতঃ) ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি,—হুঁ—এও মিল্‌ল (পেয়ারীর প্রতি) তারপর কি কর্‌বে ?

পেয়ারী—তারপর, তোমার কাজ দেখে যদি পরপারে পাঠাতে হয়, তা পাঠাব।

বিদূষক— (স্বগতঃ) তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে, ওঃ ঠিক ঠিক মিলেছে। (পেয়ারীর প্রতি) পেয়ারী ! তুই ঠিক ঠিক থ্যাংরাদেবীর সিদ্ধিলাভ করেছিস্। তা দাদাঠাকুর আমাকে সিদ্ধিলাভ কর্‌বার জন্যেই মন্ত্র দিয়েছিল, আর তুমি যে আমার আগে থেকেই এই মন্ত্র পেয়ে থ্যাংরা দেবীর সিদ্ধিলাভ করেছ তা জান্‌তেম না ! তাই বলি, তুমি আমাকে কি ক'রে বশ করেছ ? যাক্ আর আমি গোলমাল কখনও কর্‌ব না, পেয়ারী, চল্, আমায় সুপুত্র মনে করে ঘরে নিয়ে চল্।



দ্বিতীয় অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য।

গিরিরাজ—উদ্যান।

উমা, জয়া, বিজয়া, মেনকা, গিরিরাজ ও নারদ।

উমা—হায়, আমার দুর্ভাগ্য! আমার মরণই ছিল ভাল।

জয়া—কেন সখি! তুমি অত বিলাপ করছ? যা হবার তা হয়েছে; তার জন্য দুঃখ করা উচিত নয়।

উমা—আমি কি সুন্দরী,—না কুৎসিতা? রে চক্ষু! তুই কেন উৎপলের ন্যায় হয়েছিস্? রে নাসিকা! তুই কেন শুক পক্ষীর চঞ্চুর মত হয়েছিস্? রে অধর! তুই কেন পক্ক বিম্বতুল্য হয়েছিস্? তোরা আমার সৌন্দর্য্য বাড়িয়েছিস্ না কমিয়েছিস্? ধিক্ আমাকে ধিক্! শিব, শিব, শিব।

জয়া—না সখি, না, তুমি অমন ক'র না।

বিজয়া—কেন সখি, তুমি নিজে নিজে ধিক্কার দিচ্ছ? ধিক্কারের ত কোন কাজ কর নাই।

উমা—যে সৌন্দর্য্য দেখে কামের উত্তেজনা হয়, সে সৌন্দর্য্য নয় কুৎসিৎ, অতি কুৎসিৎ, ধিক্ আমি অতি কুৎসিতা, তাই আমি ভগবানের চক্ষে মনোনীত হই নাই আমি তাঁর সেবা হ'তে বঞ্চিত হয়েছি। এ সৌন্দর্য্য ভগবানের নিকট হেয়, তাই বঞ্চিত হয়েছি।

বিজয়া—সখি! বিহ্বলা হয়ো না, কেন তুমি বঞ্চিত হবে? এবার নারদ-মুনি এলে, মহাদেবের সন্ধান নিয়ে ফের আমরা সেখানে যাব, সেবা করব।

উমা—সকলেই আমায় বলে, তুমি বড় সুন্দরী। আহা! এ সৌন্দর্য্য মায়ার সৌন্দর্য্য—আসল নয়, কেন মায়া তুমি আমায় সৌন্দর্য্য দিয়েছ, নাও তুমি তোমার সৌন্দর্য্য ফিরিয়ে, আমি এ সৌন্দর্য্য চাই না। যদি পার, আসল সৌন্দর্য্য দাও, যা'তে ভগবানের চক্ষে সুন্দর লাগে। ও অলঙ্কার, আমি তোকে চাই না (অলঙ্কার উন্মোচন) তোরা আমার সৌন্দর্য্য বাড়াতে আসিস্ নি, কেবল বিপদ ও অসৌভাগ্য বাড়াতে এসেছিস্, যা তোরা সব যা - যা—যা—আমি তোদের চাই না।

জয়া—এ কি সখি, কেন তুমি অলঙ্কার খুল্‌ছ?

বিজয়া—ও মা! অলঙ্কার যে খুল্‌তে নেই, তার উপরে আবার যদি মেনকাদেবী দেখেন ত আমাদের বক্‌বেন।

জয়া—বিজয়া! তুই অলঙ্কারগুল তুলে নে। (উমার প্রতি) সখি! কেন তুমি আত্মহারা হ'চ্ছ? এমন কর না, ছিঃ—ছিঃ—স্থির হও। আবার কেন অমন কর্‌ছ?

উমা—লোকে বলে, আমি সুকেশী, কেশ বন্ধনে আমার সৌন্দর্য্য বাড়ায়। (কেশ উন্মোচন) যাও কেশ, তুমি অতি কুৎসিৎ, তোমায় চাই না, তোমায় আর বিন্যাস করব না।

জয়া—(বিজয়ার প্রতি) একি সখি! উমা কি উন্মাদ হল?

বিজয়া—তাই ত দেখ্‌ছি সখি! কেবল মুখে শিবনাম কর্‌ছে।

উমা—(রোদনের সহিত) ওহো! কেন আমি এখন জীবিত রয়েছি, এ হেয় অঙ্গ কেন এখনও রয়েছে, এর কি বিনাশ হবে না? এ

কুৎসিৎ শরীর থাকলে, মহাদেব ত সেবা নেবেন না। ওহো! আমি কি করি—কি ক'রে এ শরীর বিনাশ করি, কি করে শিব সৌন্দর্য্য লাভ করি? ওহো—হো—আমি বড় অভাগিনী। প্রভু! আপনাকে সকলে অন্তর্য্যামী ব'লে, তবে আমি যে আপনার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী, তা কি আপনি জানতে পারছেন না। না, তপস্যা ভিন্ন উপয়ান্তর নাই, আমি তপস্যা করব, নিশ্চয়ই তপস্যা করব. তবু যদি শঙ্করের প্রীতিলাভ করতে না পারি, তবে দেহত্যাগ করব। চল সখি! চল, তপস্যায় যাব, এখনই যাব।

জয়া—স্থির হও, সখি।

উমা—এঁ্যা—স্থির! কিসে স্থির? আমি তপস্যায় স্থির হব, মন্ত্রের সাধন বা শরীর পতন।

জয়া—বিজয়া! কি ক'রে উমাকে সান্ত্বনা করা যায়? এ যে ক্রমেই উন্মাদিনীর মত হ'তে লাগ্‌ল।

বিজয়া—ঐ যে, মা মেনকা আস্‌ছেন। দেখ, উমা! দেখ, দেখ, মা আস্‌ছেন। (মেনকার প্রবেশ)

মেনকা—কি রে, কি হ'য়েছে?

বিজয়া—দেখ না মা, উমা কাঁদ্‌ছে, খেলা করবার জন্য বল্‌লেম, খেলতে চায় না কেবল মুখে শিবনাম কর্‌ছে।

মেনকা—কেন উমার কি হ'ল?

জয়া—কি জানি মা, আপনি আপনি কাঁদ্‌ছে, আছড়ে পড়ছে, চুল ছিঁড়ছে, এই সব কর্‌ছে।

বিজয়া—এই দেখ না, গহনা পর্য্যন্ত খুলে ফেলে দিয়েছে, বলে "শিব সেবা হতে বঞ্চিত হলেম, আমি আর গহনা পরে কি করব।"

জয়া—রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হঠাৎ জেগে উঠে "নীলকণ্ঠ তুমি কোথায় যাও" —এই ব'লে যেন কাকে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। এ কি হ'ল মা তা জানি না।

মেনকা—ওটা পাগলী মেয়ে কি না, তাই অমন করছে। (উমার প্রতি) ওরে উমা! তুই কেন দুঃখ কর্‌ছিস্? তোর কিসের অভাব? তুই পূর্ব্বে বহু তপস্যা করেছিলি বলেই—আমার ঘরে জন্মেছিস্, তুই রাজার নন্দিনী তোর আবার অভাব কি?

জয়া—মা! উমা কেবল বলে, আমি বনে মহাদেবের তপস্যা করতে যাব।

মেনকা—তুই আবার তপস্যা কর্‌তে কোথায় যাবি? সকল দেবতাই আমার গৃহে আছেন, তোর পিতার ভবনে সকল তীর্থই অবস্থিত, এস্থানে থেকে তপস্যা করনা কেন? তুই ত সেই শিবের কাছে একবার গিয়েছিলি তাতে কি ফল হয়েছে? আর যা ফল হয়েছে তার চেয়ে আর অধিক কিই বা হবে। ওরে উমা! আয় মা আমার কাছে আয়, তোর শরীর অতি কোমল, আর তপস্যা অতি কঠিন; তাই ঘরে থেকে যা সুলভ তাই কর্। আমার কথা শোন্ মা, যা বলি তাই কর্, তুই ছেলে মানুষ বুঝতে পারিস্ না।

(গিরিরাজের প্রবেশ)

গিরিরাজ—মেনকে! কি হয়েছে?

মেনকা—কি আর হবে—তোমার পাগলী মেয়ে, তপস্যা কর্‌বে ব'লে বায়না ধরেছে, তাই বুঝাচ্ছিলেম যে, বাড়ী ব'সে তপস্যা করলেই ত হয়, বনে যাবার কি দরকার, কঠোরতা কর্‌বার কি প্রয়োজন।

গিরিরাজ—উমা তাতে রাজি হয়েছে?

মেনকা—কি জানি মুখে ত শিবনাম ছাড়া অন্য কথা বেরুচ্ছে না, মেয়েটা উন্মাদ হ'ল নাকি ? কিছুই বুঝতে পারছি না।

গিরিরাজ—তাই ত নারদঋষি কি ব্যবস্থা করেছিলেন কিছু বুঝতে পারলেম না, তাঁর কথামত এত কঠোরতা সত্ত্বেও উমাকে বনে পাঠিয়েছিলেম, —কিন্তু উমা কেন নিষ্ফল হ'ল ? শুনলেম শুধু তাই নয়, মহাদেব কোপের সহিত সেইস্থান ত্যাগ করে গিয়েছেন। (উমার প্রতি) মা, উমা ! মহাদেব যদি সেস্থানে নাই, তাহ'লে আর কোথায় গিয়ে তপস্যা করবে ?

জয়া—মহারাজ ! উমার ইচ্ছা মহাদেবের অনুসন্ধান নিয়ে, পুনরায় সেই স্থানে গিয়ে তপস্যা করে।

মেনকা—হ্যাঁ, এখনও এ সব ফন্দি মনে আছে ?

গিরিরাজ—না, মেনকে ! তুমি ও কথা কেন বল্‌ছ ; উমা কিছু অন্যায় বলে নি।

মেনকা—অন্যায় নয় ত কি ? আড়বুঝ মেয়ে বুঝালে বুঝে না।

গিরিরাজ—তাই ত, নারদমুনি এখনও পর্য্যন্ত এল না, সঠিক কিছু সংবাদ পেলেম না—ঐ বুঝি আস্‌ছে।

(গান গাহিতে গাহিতে নারদের প্রবেশ)

গীত।

নাদ ব্রহ্ম পরমেশ্বর।
হরি নারায়ণ অচ্যুত অক্ষয়।
নাদ সৃজন পালন করে, অন্তে সংহার রূপ ধরে,
ভকত জন করে আরাধন,
নাদ গুণগান করে বিস্তার ॥

পার্ব্বতী-পরিণয়

গিরিরাজ—আসুন মুনিবর! আসুন—প্রণাম হই।

নারদ—জয়োঽস্তু। গিরিরাজের জয় হ'ক, সব কুশল মহারাজ?

গিরিরাজ—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে সব কুশল। কিন্তু উমার তপস্যা নিষ্ফল হ'ল কেন প্রভু, দয়া করে বলুন?

নারদ—হ্যাঁ, ও একটা বাধা বিঘ্ন প'ড়েছে। কামদেব মহাদেবের প্রতি যখন আকর্ষণ বাণ যোজনা করেন, তখন তাঁর সমাধি ভঙ্গ হয়, সেই কারণে তিনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে কামদেবকে ভস্ম করেছেন।

গিরিরাজ—এ্যাঁ,—বলেন কি?

নারদ—হ্যাঁ, তাও মঙ্গলের জন্যেই হয়েছে, কারণ কামদেব ঐরূপ বাণ নিক্ষেপ না করলে, মহাদেবের উমার প্রতি আসক্তি হ'ত না।

গিরিরাজ—আসক্তি হ'য়েও কি ফল হ'ল প্রভু? উমার তপস্যা নিষ্ফল হ'ল আর কামদেবের প্রাণ নাশ হ'ল।

নারদ—নিষ্ফল কি ক'রে হবে, মহারাজ! এতে তপস্যার গতি আরও অগ্রসরই হ'ল। কামদেব যখন বাণ একবার নিক্ষেপ করেছেন, তখন মহাদেবের আসক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বৃদ্ধিই করেছে. আর এইবারে উমা যখন তাঁর কাছে যাবে তখন নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করবে।

গিরিরাজ—এখন আবার উমা সেখানে গেলে, যদি মহাদেব আরও রাগান্বিত হন, তাহ'লে আমার কি হবে?

নারদ—মহারাজ! ভগবান মহাদেব ত উমার প্রতি ক্রুদ্ধ হন নাই, তবে কেন আপনি চিন্তিত হ'চ্ছেন? তিনি উমার প্রতি সন্তুষ্টই আছেন, এবার উমাকে সেখানে পাঠালে, নিশ্চয়ই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হবে।

গিরিরাজ—করুণাময় ভগবান মহাদেব কি কামদেবের প্রতি আর দয়া করবেন না? তাঁর কি জীবন দান করবেন না।

নারদ—হ্যাঁ মহারাজ, সেই সদাশিব অভাগিনী রতির কাতর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়েছেন। যখন সেই শোকাতুরা রতিদেবী তার স্বামীর চিতানলে প্রাণত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন এক আকাশবাণী তাকে বাধা দিয়ে বলেছিল যে, তোমার স্বামীকে পুনরায় পাবে। তা ছাড়া আমরা সকল দেবগণ সেই শঙ্করকে মদনরাজের জীবন প্রার্থনা করায়, তিনি বলেছিলেন; যে পর্য্যন্ত রুক্মিণীপতি কৃষ্ণ স্বয়ং দ্বারকা-নগরে অবস্থান ক'রে পুত্র উৎপাদন না করবেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কন্দর্প অনঙ্গরূপে অবস্থান করবে। তারপর রুক্মিণীদেবীর গর্ভে যখন কন্দর্প উৎপন্ন হবে, তখন প্রদ্যুম্ন নামে অভিহিত হবে। প্রদ্যুম্ন জন্মগ্রহণ করবামাত্র শম্বরাসুর তাকে হরণ ক'রে সমুদ্র মধ্যস্থিত একটী নগরে গমন করবে। সেইস্থানে রতিদেবীর সঙ্গে কামদেবের পুনর্মিলন হ'য়ে, শম্বরাসুরকে যুদ্ধে নিহত করে, তার সমুদয় বস্তু আত্মসাৎ করে, পুনর্ব্বার নিজ পুরীতে গমন করবে।

গিরিরাজ—মহর্ষি! আপনার বাক্য শ্রবণে, আমি অতি বিস্মিত ও পরম আহ্লাদিত হ'লেম। দেবদেব মহাদেব এত করুণা করেছেন শুনে বড়ই সুখী হ'লেম।

নারদ—মহারাজ! যিনি দয়ার সাগর, তিনিই যদি এ কার্য্য না করবেন, তা'হ'লে তাঁর দয়াময় নামে যে, কলঙ্ক পড়বে।

গিরিরাজ--এইবার আমার আশা হয়, সেই সদাশিব উমার উপরও সদয় হবেন।

নারদ—হ্যাঁ, মহারাজ! শীঘ্র ক'রে এবার উমাকে তপস্যায় পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।

গিরিরাজ—উমা যদি পুনরায় যেতে স্বীকার করে, আর মেনকাদেবীর যদি মত হয়, তাহ'লে আমার আর কোন আপত্তি নাই।

নারদ—মহারাজ! সেই দেবদেব মহাদেব কেবল তপস্যার দ্বারাই লভ্য, নচেৎ আর কোন উপায়ে তাঁকে লাভ করা যায় না। এখন আপনি আপনার কন্যাকে ও মহারাণীকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, তাদের কোন আপত্তি আছে কি, না!

উমা—(জয়ার প্রতি) সখি! শিব আরাধনায় যেতে আমার একান্তই সঙ্কল্প, তুমি পিতামাতাকে বুঝিয়ে বল, আমি এ কথা তাঁদের বল্‌তে পারব না।

জয়া—আচ্ছা, সখি! আমি এখনই বল্‌ছি। (গিরিরাজের প্রতি) মহারাজ! আপনি উমাকে তপস্যায় যাবার জন্যে অনুমতি দিন, উমা তপস্যায় যেতে সঙ্কল্প করেছে।

গিরিরাজ—জয়া! এতে আমার খুব অনুমতি আছে, তবে যাতে মেনকার সৎ ইচ্ছা হয়, তাই কর।

জয়া—(মেনকার প্রতি) মা! আপনি কেন নীরব রয়েছেন, উমার তপস্যায় অনুমতি দিন?

মেনকা—উমা! তুই কি সত্যসত্যই তপস্যায় যাবি? এত কঠোরতা তুই সহ্য করতে পারবি? বল্‌, তুই নিজ মুখে বল্‌—তোর কি মনোবাঞ্ছা?

উমা—মা! তবে শুনুন—যে পতির বণিতা হ'লে, বিধবা হ'তে হয় না, আমি সেই স্বামীর কামনা করেছি। এক শঙ্কর ভিন্ন আর ত কেহই মৃত্যুঞ্জয় নয়, তাই আমি তাঁকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করেছি। মহর্ষি নারদ বলেছেন, সেই শঙ্কর—তপস্যা ভিন্ন লভ্য হয় না, তাই

তপস্যা ক'রবার মনস্থ করেছি। যদিও তপস্যা অতি কঠোর, কিন্তু আমি সেই কঠোরতাকে তুচ্ছ মনে করি।

মেনকা—তাই ত, তুই এত কঠিন সঙ্কল্প করেছিস্।

জয়া—মা! আপনি অনুমতি দিয়ে, আপনার কন্যার রূপের আর কুলের সাফল্য করুন।

নারদ—মহারাণী! পার্ব্বতীর তপস্যা এবারে নিশ্চয়ই সফল হবে, এতে আর সন্দেহ নাই।

বিজয়া—উমা বলেছিল, এ রাজ্যে যতরকম সুখ আছে তা সে উপভোগ করেছে; কিন্তু কিছুতেই তার তৃপ্তি হয় নি, এখন শেষ আরাধনা ব্যতিত তার কিছুতেই আর সুখ হবে না।

জয়া—মা, তাহ'লে অনুমতি করুন, আশীর্ব্বাদ করুন, যাতে উমার তপস্যা সফল হয়।

মেনকা—তবে আর কি বলব মা, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার তপস্যা সফল হ'ক।

গিরিরাজ—আশীর্ব্বাদ করি, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হ'ক।

নারদ—তবে আসি, মহারাজ।



তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বন পথ।

ঋষিগণ, দেবগণ ও নারদ।

——:*:——

ঋষিগণের গীত।

একি তপপ্রভা ছাইল ত্রিভুবন,
মুগ্ধ হইল সুর, নর, মুনি ঋষিগণ।
আনন্দে উল্লাসিত, কুসুম বিকাশিত,
ফলভরে অবনত বৃক্ষ শোভে উপবন।
পবন সুবাসিত হ'য়ে, মন্দগতিতে ফিরে,
সুখ স্পর্শে মৃদুরবে করে উমার কীর্ত্তন॥

১ম্ ঋষি—ঋষিগণ! ঐ অল্প বয়স্কা বালিকা কি কঠোর সাধনা করছে!

২য় ঋষি—আমি ত আশ্চর্য্য হয়েছি! রাজনন্দিনী হ'য়ে ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান ক'রেছে; বক্ষে, পৃষ্ঠে, মৃগচর্ম্ম ধারণ ক'রে কঠোর সাধনায় রত হয়েছে।

৩য় ঋষি—সেই বালিকার এত কঠোর তপস্যায় প্রয়োজন কি?

২য় ঋষি—সত্য সত্যই ত আমাদের ভিতর কত বড় বড় মুনি ঋষি রয়েছেন, কিন্তু তাঁরা এত কঠোরতা কল্পনায় আন্‌তে পারেন না।

(দেবগণের প্রবেশ)

দেবগণ—ঋষিগণের জয় হ'ক।

ঋষিগণ—প্রণাম হই, দেবগণ; আসুন, আসুন।

১ম্ দেব—আমরা আপনাদের নিকট এসেছি।

১ম্ ঋষি—কি প্রয়োজন দেব?

১ম্ দেব—শুনেছি, পর্ব্বত-আত্মজা উমা অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছে, তা আপনারা কি তার তপস্যাচরণ দেখেছেন?

১ম ঋষি—দেব! সেই বালিকার তপস্যাচরণ মুনিগণের ও দুষ্কর, তাই আমারা বিস্মিত হ'য়েছি।

১ম দেব—যদি দেখে থাকেন সেই কঠোরতা কি প্রকার, তাহ'লে বিস্তারিত ব্যক্ত করুন।

১ম ঋষি—দেবগণ! আপনারা শ্রবণ করুন; সেই রাজনন্দিনী গ্রীষ্মকালে প্রদীপ্ত অগ্নি দ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে, সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, বর্ষাকালে মৃত্তিকায় শয়ন করে, আর শীতকালে জল মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে দুষ্কর তপস্যা করছে। আমরা সকল বৃদ্ধ ঋষিগণ যেরূপ কঠোর তপস্যা করি তা কিছুই নয়, সিংহ, গো আর অপর রাগাদিদোষযুক্ত পরস্পর বিরোধী জীব তার আশ্রমে গিয়ে নির্ব্বিকার হয়েছে; তার প্রভাবেই জন্তুগণ কেউ কাউকেও পীড়া দেয় না। দেবগন! বৃক্ষ হ'তে স্বয়ং স্খলিত পত্র দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাই তপস্যার পরাকাষ্ঠা, কিন্তু সেই পার্ব্বতী তা'ও পরিত্যাগ করেছে। এই জন্য পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ, অপর্ণানামে তাকে অভিহিত করেছেন।

সেখানে বৃক্ষ সকল ফলাঢ্য, নানাবিধ তৃণ ও পুষ্প সকল বিকশিত হয়েছে, অধিক কি, সেই বন এক্ষণে কৈলাসপুরীর তুল্য রমণীয় হয়েছে। আর তার তপস্যার সিদ্ধির স্বরূপ লক্ষিত হয়েছে।

১ম দেব—মুনিবর! আপনি যথার্থ বলেছেন, আমরা নারদমুনির নিকট হ'তে এ সকল শুনেছি যে, পার্ব্বতী নিদারুণ লোকশোষণ তপস্যার অনুষ্ঠান করেছে, এরূপ পূর্ব্বে কেউ দেখেনি, পরেও তা কেউ অনুষ্ঠান করতে পারবে না।

২য় দেব—তাহ'লে এখন নারদমুনির জন্য অপেক্ষা করা যাক্।

১ম ঋষি—তিনি এখন কোথায়?

১ম দেব—তিনি শঙ্করের নিকট গেছেন।

১ম ঋষি—কেন?

১ম দেব—যাতে শঙ্কর পার্ব্বতীর তপস্যায় শীঘ্র সিদ্ধি প্রদান করেন।

১ম ঋষি—দেব! পার্ব্বতীর কঠোর তপস্যার উদ্দেশ্য কি? রাজকন্যা হয়ে এত কঠোরতা করবার কি প্রয়োজন?

১ম দেব—"শঙ্করকে পতিত্বে বরণ". তার এই তপস্যার উদ্দেশ্য।

১ম ঋষি—(চমকিয়া উঠিয়া) সে কি! ভগবান্ শঙ্কর কি করে বিবাহ করবেন?

১ম দেব—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, লীলাময়ের লীলা, এ আমাদের বুঝবার সাধ্য নাই, তা ছাড়া এতে আমাদেরও কিছু স্বার্থ আছে।

১ম ঋষি—কি স্বার্থ?

১ম দেব—আপনারা কি তারকাসুরের দ্বারা উৎপীড়িত হন নাই? এ সেই অসুরের বিনাশের নিমিত্ত। ঋষিগণ! পার্ব্বতী স্বয়ং শিব-শক্তি, লীলাকুতূহলে তিনি কেবল এই তপস্যায় রত হয়েছেন;

নচেৎ এরূপ ক্ষুদ্র বালিকার পক্ষে এত কঠোর তপস্যা কি প্রকারে সম্ভব হতে পারে?

১ম ঋষি—সত্যই বলেছেন দেব, এতক্ষণে আমরা বুঝতে পারলেম।

১ম দেব—ঐ বুঝি; নারদমুনি আসছেন?

নারদের গীত।

তোমার গুণগান গাহিলে পরিত্রাণ, পায় জীবগণ এ ঘোর সংসারে;
তুমি সকলের, সকল তোমার হে,
তুমি সর্ব্বপ্রেম, আছ হৃদি মাঝারে॥
ওহে প্রেমময় স্বামি, (তব) প্রেম ভিখারী আমি,
সতত করি হে গান, দাঁড়ায়ে তব দ্বারে॥

সকল দেব ও ঋষিগন—প্রণাম হই, মুনিশ্রেষ্ঠ

নারদ—দেবগণের জয় হ'ক, ঋষিগণের জয় হ'ক।

১ম দেব—কি সমাচার বলুন মুনিবর? শঙ্কর কি আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করবেন, কি সুসংবাদ শীঘ্র বলুন?

নারদ—আমি শঙ্করের নিকট পার্ব্বতীর তপস্যার ফল প্রার্থনা করলে তিনি বললেন, "দেবগণও দুষ্কর তপস্যা ক'রে আমাকে দেখতে পায় না; কিন্তু আমি সেই পর্ব্বতরাজ দুহিতার তপস্যার দ্বারা ক্রীত হয়েছি। আমি নিজে তোমাদের প্রিয় কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করব, তোমরা নিশ্চিন্ত হও।"

১ম দেব—তাহ'লে আর আমাদের কিসের চিন্তা? এক্ষণে উহা যতশীঘ্র সাধিত হয় ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল।

নারদ—শিব মঙ্গলময়, তিনি মঙ্গল ছাড়া জগতের কখনই অমঙ্গল করেন না। যা অমঙ্গল বলে আমরা দেখি, তা বাস্তবিকই আমাদের মঙ্গলের জন্য হয়। বস্তুতঃ মঙ্গল অমঙ্গল বলে তাঁর কাছে কিছুই নাই, সে কেবল আমাদের কল্পিত—। যতক্ষণ আমাদের এই কল্পিত শরীর ধারণ, ততক্ষণ সেই কল্পিত সুখ। ক্রীড়া ছলে তিনি এই জগৎ সংসার সৃষ্টি করেছেন, আর এক মুহূর্ত্তে তার বিনাশও করতে পারেন! আসুন, এক্ষণে তাঁর লীলা মাধুর্য্য দেখে তৃপ্ত হই।

সকলে—চলুন, চলুন মুনিবর।



তৃতীয় অঙ্ক

—— ঃ*ঃ ——

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৌরি-শিখর—(তপোবন)

উমা, জয়া, বিজয়া ও ছদ্মবেশী মহাদেব।

(পার্ব্বতী ধ্যানে রত)

জয়া—দেখ, সখি! উমারাণী এ বারে তপস্যায় বড় কঠোরতা আশ্রয় করেছে।

বিজয়া—তাই ত, দেখ্‌ছি আসন ছেড়ে একবারও উঠে না, আহার ত্যাগ করেছে, গাছের পাতা খেত তা'ও ত্যাগ করেছে।

জয়া—এ রকম করে কঠোরতা করলে শরীর ত আর বেশী দিন থাক্‌বে না।

বিজয়া—তাই ত, কি উপায় করা যায়? যে রকম দেখ্‌ছি, উমা সিদ্ধিলাভ না ক'রে জলগ্রহণ করবে না, অথচ দিন দিন জীর্ণ শীর্ণ হ'তেছে। মদনরাজ আমাদের উমাকেই বাণ মেরেছে, শঙ্করকে মার্‌তে পারে নি।

জয়া—আচ্ছা, ভগবান শঙ্করের প্রাণে কি দয়া নাই, তাঁর কি চোখ নাই, তিনি কি দেখ্‌তে পাচ্ছেন না আমাদের উমা তাঁর জন্য কত কঠোরতা করছে?

বিজয়া—চোখ কেন থাকবে না, চোখ দুটো যে বুজে আছেন। দেখিস্‌নি আমরা আরবারে যতদিন শঙ্করের সেবায় ছিলেম; এক দিনের জন্যও চোখ খুলে নি?

জয়া—তবে কি তাঁর হৃদয়ে দয়া নাই?

বিজয়া—দয়া কেন থাকবে না? সকলেই ত তাঁকে দয়ার সাগর বলে।

জয়া—কিন্তু আমি ত তাঁকে দয়ার পাহাড় বলি। কেন না, সাগরের জল ত এক ফোঁটাও দেখ্‌তে পাই না, সদাই পাহাড়ের উপর ব'সে ব'সে হৃদয়টী পাহাড়ের মতনই হয়ে গেছে।

বিজয়া—ঐ রে! উমা চোখ চেয়েছে। চল্‌ এই বেলা গিয়ে ধ'রে বেঁধে খাইয়ে দিই। (উমার প্রতি) উমা! উমা!! সখি তোর জন্য কিছু ফল মূল এনে রেখেছি, অনেকদিন খাস্‌নে একটু—খা, খা।

উমা—সখি! আমি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ না করে ত কিছু খা'ব না।

জয়া—তোমার তাহ'লে শরীর কি আর থাক্‌বে?

উমা—থাক্‌ ও কথা। (গাত্রোত্থান) চল সখি! একটু নির্ম্মল পবিত্র বায়ু সেবন করি আর তোরা আমাকে একটা গান শোনা।

(জয়া ও বিজয়ার গীত।

অনাসক্ত শিব, হইয়া ব্যস্ত, আসিবে এবার লভিতে উমারে!
কঠোর সাধনা, করিছে অপর্ণা,
রাখিবে না প্রাণ, তাঁরে না হেরে।
পতি অনুরাগিনী, উমা কমলিনী,
প্রেম সৌরভে টানিছে শঙ্করে॥

জয়া— (উমার প্রতি) এই বার চল সখি, একটু খা'বে চল।

উমা—ব্যস্ত হ'য়ো না জয়া।

বিজয়া—দেখ সখি! কে একটা বুড়ো এ দিকে আস্‌ছে?

জয়া—তাই ত, এ বনে এমন সময়ে কে আস্‌ছে? বোধ হয় ব্রহ্মচারী।

উমা—উনি যেই হ'ন, যখন তিনি আমার নিকট আস্‌ছেন তখন তিনি আমার অতিথি।

(ছদ্মবেশী মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব—তপস্বিনীদের জয় হ'ক।

উমা— (প্রণাম পূর্ব্বক) আসুন, আসুন, বৃদ্ধ অতিথি—আমার সেবা গ্রহণ ক'রে কৃতার্থ করুন। (এই বলিয়া ফুল ও বিল্বপত্র দিয়া পূজা করিলেন)। (জয়ার প্রতি) জয়া! এই বৃদ্ধ অতিথির সেবার জন্যে আহার প্রস্তুত কর।

উমা— (মহাদেবের প্রতি) ব্রাহ্মণ! আপনি কোথা হ'তে আস্‌ছেন?

মহাদেব— (জরাজর জড়িত হেতু যাতনায় কোন উত্তর দান না করিয়া কেবল) উঁ - উঁ—উঁ—।

উমা— (মহাদেবের প্রতি) আপনার কি বড় কষ্ট হচ্ছে? কি রোগাক্রান্ত হ'য়েছেন?

মহাদেব—না—আমি—বৃদ্ধ—জরাক্রান্ত,—বৃদ্ধ—হ'লেই—এ রকম হয়। দেবি! তুমি এখানে স্বীয় শক্তি অনুসারে তপস্যাচরণ কর্‌ছ ত?

উমা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মহাদেব—তাই তোমার এ স্থানে জল ও ফলাদি সর্ব্বদা পরিপূর্ণ দেখ্‌ছি। তুমি এই নবীন বয়সে যখন এরূপ দুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠান কর্‌ছ, আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা কর্‌ব, তুমি যথাযথ উত্তর দান কর্‌বে কি?

উমা—হ্যাঁ ব্রাহ্মণ, করব।

মহাদেব—দেবি! তুমি যখন সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আমার আতিথ্য সম্পাদন ক'রেছ, তখন তোমার সহিত আমার মিত্রতা উৎপন্ন হ'য়েছে। শুভে! আমার নিকট রহস্য ব্যক্ত কর।

উমা—হ্যাঁ ব্রাহ্মণ, আমি সকল রহস্য যথাযথ ব্যক্ত করব, আপনি প্রশ্ন করুন।

মহাদেব—দেবি! তুমি যে প্রকার কঠোরতা অনুষ্ঠান করছ, তা'তে সকল প্রকার তপস্যার ফল আয়ত্ত ব'লে বোধ হচ্ছে, এক্ষণে তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি কিরূপ বর প্রার্থনা করেছ? (উমা ইহাতে লজ্জিতা হইলেন ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন এবং নিজমুখে কিছু বলিতে না পারিয়া সখিকে বলিবার নিমিত্ত ইঙ্গিত করিলেন)

উমা— (জয়ার প্রতি) জয়া! তুই বল্, আমি আর বল্‌তে পারব না।

জয়া— (মহাদেবের প্রতি) ও গো ঠাকুর! আমাদের সখি পতিকামনায় এ তপস্যা করছেন।

মহাদেব— (হাস্য করিয়া) হাঃ-হাঃ-হাঃ-তাই বুঝি "বর" এই কথা শুনে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌লে? পতিকামনায় যদি এরূপ তপঃ প্রবৃত্তি হ'য়ে থাকে, তবে দেবি! এক্ষণে তপস্যা হ'তে নিবৃত্তা হও। কেন না, রত্ন কখনও গ্রহীতার কামনা করে না, গ্রহীতা নিজেই রত্নকে খুঁজিয়া লয়। তুমি যখন নানাবিধ আভরণ পরিত্যাগ ক'রে চর্ম্মাদি ধারণ ক'রেছ, তখন তোমার এই অলৌকিক সৌন্দর্য্য সকল একেবারে ব্যর্থ হ'য়েছে। তুমি কা'কে পতি কামনা ক'রেছ?

জয়া—আমার সখি, ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরিত্যাগ ক'রে যাঁর জন্যে এই তপস্যার অনুষ্ঠান করছে; তা' শ্রবণ করুন। আমার সখি সম্প্রতি পিণাকপাণি মহাদেবকে পতিরূপে লাভ কর্‌তে ইচ্ছা

ক'রেছেন। ইনি প্রথমে তপস্থারম্ভে কতকগুলি বৃক্ষ রোপণ ক'রে-ছিলেন; এই দেখুন, সেই সকল বৃক্ষের ফল উৎপন্ন হ'য়েছে; কিন্তু অদ্যাপি এঁর মনোরথের কোনরূপ অঙ্কুরও দেখ্‌ছি না। মদন সংহারকারী মহাদেব সৌন্দর্য্যের বশ্য নন, এই নিমিত্ত দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হ'য়েছেন।

মহাদেব— (উমার প্রতি) দেবি! তোমার সখি যা বল্‌ল, এ কি সত্য না পরিহাস? তুমি নিজমুখে সত্য কথা কেন বল্‌ছ না?

উমা—ব্রাহ্মণ! আমার সখি যা ব'লেছে তা সম্পূর্ণ সত্য, কিছুই মিথ্যা নয়। আমি আমার মন আর বাক্যের দ্বারা সেই শঙ্করকেই পতিত্বে বরণ ক'রেছি। তিনি অতি দুর্ল্লভ বস্তু, তাহ'লে তিনি কিরূপে সহজে প্রাপ্য হবেন।

মহাদেব—আমি এক্ষণে গমন করি, (গমনোদ্যত) এতক্ষণ অবধি আমার মনে বড় আশার উদয় হ'য়েছিল যে, দেবী কিরূপ দুর্ল্লভ বস্তু কামনা ক'রেছে তা' জেনে, এর তপস্যায় সাধুবাদ দিয়ে গমন করব। সুন্দরি! এক্ষণে তোমার নিজমুখে শুনে সকলই সম্যক্‌রূপে অবগত হ'লেম; তবে আর কেন—এবার চল্‌লেম, তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। (পুনরায় গমনোদ্যত)

উমা—ব্রাহ্মণ! আমার কি অপরাধে আপনি গমন ক'রছেন?

মহাদেব—দেবি! প্রথমে তুমি আমার সম্মান ও ভক্তির পাত্রী হ'য়েছিলে। কিন্তু এক্ষণে আমার যে, সে ভাবের বিপরীত ঘটেছে—এ বিপরীত তুমিই ক'রেছ। কেন না—তুমি সুবর্ণ ত্যাগ ক'রে কাঁচ গ্রহণ করতে ইচ্ছা ক'রেছ, চন্দন ত্যাগ ক'রে কর্দ্দম লেপন করতে ইচ্ছা ক'রেছ, তুমি হস্তী ত্যাগ ক'রে বলদকে বাহন করতে আর গঙ্গাজল পরিত্যাগ

ক'রে কূপোদক পান করতে অভিলাষ ক'রেছ, তুমি সূর্য্যজ্যোতি পরিহার ক'রে খদ্যোতের দ্যুতি গ্রহণ আর চীনাংশুক পরিত্যাগ ক'রে চর্ম্মাম্বর পরিধান করতে রুচি ক'রেছ; যেমন গৃহবাস পরিত্যাগ ক'রে বনবাস রুচি করা। দেবেশি! তুমিও সেইরূপ অযুক্ত কার্য্য করতে উদ্যত হ'য়েছ। সমুদয় দেবগণের সন্নিধি পরিত্যাগ ক'রে অসুরগণের সহবাস ইচ্ছা করা যেমন, তুমিও সেরূপ অযুক্ত কার্য্যের আচরণ করছ।

উমা—কি প্রকারে ব্রাহ্মণ! আমার অযুক্ত আচরণ হ'চ্ছে?

মহাদেব—তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরিত্যাগ ক'রে মহাদেবের যে অনুরক্তা হ'য়েছ, এ লোকের যুক্তিযুক্ত কার্য্য নয়। বরং সম্প্রতি লোক বিরুদ্ধই হ'য়েছে।

উমা—কি প্রকারে ব্রাহ্মণ?

মহাদেব—পদ্মপলাশলোচনে! তুমি কোথায়—আর সেই তিনচোখ শিবই বা কোথায়? আরও দেখ, তুমি শশাঙ্কবদনা, আর সেই শিব পাঁচমুখো। তোমার কবরীসৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত আর সেই শিবের মাথা কতকগুল জটাজুটে পরিপূর্ণ। তোমার অঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত, আর সেই শিবের অঙ্গ ভস্মে ধূসরিত। প্রীতিদায়িনি! তোমার সেই অঙ্গদাদি দিব্য আভরণই বা কোথায় আর সেই মহাদেবের ভয়ঙ্কর সর্পগণই বা কোথায়? কোথায় তোমার আত্মীয় সমুদয় দেবগণ আর কোথায় সেই মহাদেবের পারিষদ্ ভূতগণ? কোথায় তোমার পিতার গৃহে মৃদঙ্গের শব্দ আর কোথায়ই বা সেই মহাদেবের ডমরু? কোথায় তোমাদের দুন্দুভিসমূহ আর কোথায়ই বা মহাদেবের সেই অশুভ শিঙ্গার

রব? কোথায় তোমাদের গৃহে পটোহাদি প্রচুর বাদ্যের নিনাদ, আর কোথায়ই বা মহাদেবের গালবাদ্য? অতএব তোমার আর শিবের সংযোগ কখনই যুক্তিযুক্ত নয়। মহাদেবের শরীর বিরূপাক্ষ আর তার জন্মের বিষয় কোনকালে কিছু জানা যায় না, আর তার কোন ঐশ্বর্য্যও নাই। কেন না,—তাহ'লে সে দিগম্বর হ'য়ে বেড়াত না। তার বাহন ষাঁড় আর যদি কখনও বসন লয় উহা চর্ম্ম। শিবের কোন গুণ নাই—দেবি! কোন গুণ নাই—তার সহায়ের মধ্যে পিশাচাদি, আর কণ্ঠ বিষে পরিপূর্ণ। লোকে তাকে এরূপ অনাদর করে যে, সে গৃহত্যাগ ক'রে বনে বনে ভ্রমণ করে, তার জাতির স্থিরতা নাই, আর কোনরূপ জ্ঞান বা দেশাচারও নাই, সে সর্ব্বদা একাকী থাকে আর তার বৈরাগ্যও উৎকট। তুমি শিবের সহিত মনের যোগ ক'র না। ছ্যা, ছ্যা, দেবি! তুমি ঐ কামনা ত্যাগ ক'র, তোমার কার্য্য আমার ভাল লাগ্‌ছে না, কোথায় তোমার হার আর মহাদেবের সেই হাড়ের মালাই বা কোথায়? তোমার আর শিবের রূপ সর্ব্বপ্রকারে বিরোধী, সে সর্ব্বদা শ্মশানে বাস করে; যে বস্তু অসৎ মহাদেব তারই সেবা করে। দেবি! তুমি ক্ষান্ত হও, ছ্যা, ছ্যা, ও কামনা ত্যাগ কর—।

উমা— (ক্রোধযুক্তা হইয়া) রে ব্রাহ্মণ! আমি পূর্ব্বে ভেবেছিলেম, তুমি বুঝি আর কোন পুরুষের কথা বল্‌ছ; কিন্তু এক্ষণে সকল জ্ঞাত হ'য়ে বুঝলেম, তুমি শিবের বিষয় কিছুই জান না। আমি ক্রমে তোমার সকল কথার উত্তর দিচ্ছি; শ্রবণ কর। তুমি যে ব'লেছ, তুমি "শিবকে জান" ওকথা মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

মহাদেবের স্বরূপ বল্‌ছি শ্রবণ কর। বস্তুতঃ তিনি নির্গুণ, কারণবশতঃ সগুণ হ'য়ে থাকেন, এই উভয়াত্মক মহাদেবের জাতি কিরূপে বা হ'তে পারে? সেই সদাশিব সকল বিদ্যার অনুষ্ঠান; তিনি স্বইচ্ছায় বেদসকল বিষ্ণুকে দান করেছিলেন, সেই পরিপূর্ণ পরমাত্মার বিদ্যার আর প্রয়োজন কি? শিবনিন্দায় তোমার আত্মা দূষণীয় হ'য়েছে; তথাপি কিন্তু সেই মহেশ্বরের নিন্দা কর্‌তে কর্‌তে তোমার মুখ দিয়ে হঠাৎ একটী ভাল কথা বাহির হ'য়েছে। তুমি যে ব'লেছ, শিবের বয়স কেউ জানে না। এ অতি সত্য কারণ, তিনি সকলের আদি, তাঁর বয়সের পরিমাণ কিরূপে সম্ভব হ'তে পারে? প্রকৃতি তাঁহা হতে উৎপন্ন হ'য়েছে, অতএব তাঁর শক্তির কারণ অন্বেষণে প্রয়োজন কি? যে নিত্য সেই মহাদেবের ভজনা করে, তার সর্ব্বদা শক্তির বিকাশ হয়, মানুষ তাঁকে সেবা ক'রে মৃত্যুকে জয় করে, তাই তাঁর নাম মৃত্যুঞ্জয়। সুধর্ম্মতে! তাঁর অনুগ্রহেই দেবগণের দেবত্ব হ'য়েছে, তাঁর বিষয় অধিক আর কি বল্‌ব। তিনি স্বয়ংই সর্ব্বদা প্রভু, তিনি কল্যাণরূপী, তাঁর সেবায় কত ফল, শ্রবণ কর। যদি সাত জন্মের দরিদ্রও সেই শঙ্করের সেবা করে, তবে এই সংসারে তার স্থির, দুর্ল্লভ লক্ষ্মী লাভ হয়। তাহ'লে মহাদেবের কাছে ঐশ্বর্য্য আবার দুর্ল্লভ কোথায়? যদি বল, শঙ্কর সর্ব্বদা অমঙ্গল বস্তুর সেবা করেন, তাহ'লে তাঁর নাম স্মরণে মঙ্গলসকল উৎপন্ন হয় কেন? "শিব" এই মঙ্গলময় নাম যার মুখে নিরন্তর বিরাজ করে, তার দর্শনেই অপর বস্তুসকল নিত্য পবিত্র হয়। তুমি যে চিতার ভস্ম অপবিত্র ব'লে নির্দ্দেশ ক'রেছ, তা যদি অপবিত্র হ'ত তবে দেবগণ তাঁর নৃত্যাভিনয় কালে পতিত ভস্মসকল মস্তকে

ধারণ করেন কেন? যিনি জগতের আদি, জগদীশ্বর ও সংহারকর্ত্তা সেই পরমাত্মা পরব্রহ্ম শিবের স্বরূপ কিরূপে জান্‌বে? তোমাদের ন্যায় স্থূলদর্শী অজ্ঞ ব্যক্তিরা কিরূপে তাঁর তত্ত্ব জান্‌বে? দুরাচারী পাপীরা সেই নির্গুণ শিবের তত্ত্ব জান্‌তে সক্ষম হয় না। যে মানুষ তত্ত্ব না জেনে শিবের নিন্দা করে, তার আজন্মসঞ্চিত পুণ্য ভস্মীভূত হয়। তুমি সেই অমিততেজা মহাদেবের নিন্দা ক'রেছ, তোমার পূজা ক'রে পাপভাগিনী হ'য়েছি। শিব নিন্দুককে দেখ্‌লে স্নানের আচরণ কর্‌তে হয়। ওরে দুষ্ট শিব যেরূপই হ'ন না কেন, তিনি আমার সর্ব্বাপেক্ষা অভীষ্টতম। (জয়ার প্রতি) সখি! তুমি এই দুষ্টকে নিবারণ কর, নচেৎ এ যত্নপূর্ব্বক শিবের আরও নিন্দা করবে। কেবল যে, শিবনিন্দাকারী পাপভাগী হয় তা নয়; যে সেই নিন্দা শ্রবণ করে, সেও পাপভাগী হয়। এই দুষ্ট পুনর্ব্বার শিবের নিন্দা কর্‌বে বোধ হ'চ্ছে; এস সখি, আমরা এস্থান পরিত্যাগ ক'রে যাই।

(এই বলিয়া পার্ব্বতী গমনোদ্যত হইলে তৎক্ষণাৎ সেই ছদ্মবেশী শিব নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে পার্ব্বতীকে ধরিলেন)

মহাদেব—কোথায় যাও পার্ব্বতি?

(তদ্দর্শনে পার্ব্বতী লজ্জাভরে নির্ব্বাক হইয়া অবনতমুখী হইয়া রহিলেন)

মহাদেব—পার্ব্বতি! তুমি আমাকে পরিত্যাগ ক'রে কোথায় গমন ক'র্‌ছ? আমি কিন্তু তোমাকে পরিত্যাগ করব না।

উমা—প্রভু! প্রভু!!

মহাদেব—আমি তোমার উপর প্রসন্ন হ'য়েছি, পার্ব্বতি! বর প্রার্থনা কর, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই।

উমা—প্রভু! প্রভু!!

মহাদেব—বর প্রার্থনা কর পার্ব্বতি! বর প্রার্থনা কর?

উমা—প্রভু! আমি কি বর লব—তা জানি না।

মহাদেব—পার্ব্বতি! আজ হ'তে আমি তোমার ক্রীতদাস হ'লেম। তাহ'লে আর তোমার বর প্রার্থনা কর্‌তে হবে না, আজ হ'তে এস্থান গৌরি-শিখর নামে অতি পবিত্র ও উত্তম তীর্থ হ'ল।

উমা—ছিঃ—ছিঃ—প্রভু! আমি আপনার চিরদাসী (এই বলিয়া পার্ব্বতী শিবের চরণ ধরিলেন)

মহাদেব—উঠ, প্রিয়ে! তুমি লজ্জা পরিত্যাগ কর, এক্ষণে এস, আমরা গৃহে গমন করি। (ইহাতে পার্ব্বতী স্থিরভাবে অবনত মস্তকে দণ্ডায়মানা রহিলেন) দেবি! এস, গৃহে গমন করি, আর বিলম্ব কর্‌ছ কেন? তবুও স্থির রহিলে কেন?

উমা—(জয়ার প্রতি) সখি! তুমি শঙ্করকে যা বল্‌বার বল।

জয়া—(মহাদেবের প্রতি) দেবেশ! যদি প্রসন্ন হ'য়ে কৃপা কর্‌বার মানস করে থাকেন, তাহ'লে আমাদের উপর কৃপা ক'রে, আপনি এরূপ করুণ—যে, আমরা এক্ষণে আপনার আজ্ঞানু-ক্রমে পিতৃগৃহে গমন করি। প্রসিদ্ধ পুরুষেরা যে রীতিতে শুভবিবাহ ক'রে থাকেন, আপনিও জগতে সুকীর্ত্তি ঘোষিত ক'রে সেরূপ রীতিতে উমাকে বিবাহ কর্‌বেন। তা'হলে হিমবান নিজপুত্রী তাঁর শুভকরী হ'য়েছে ব'লে জান্‌বেন।

মহাদেব—(জয়ার প্রতি) তুমি যথার্থ ব'লেছ, তুমি যা ইচ্ছা ক'রেছ তাই হ'ক। তুমি এক্ষণে পার্ব্বতীকে নিয়ে স্বগৃহে ফিরে যাও, আর গিরিরাজকে ব'লে বিবাহের উদ্‌যোগ কর। আমি এক্ষণে আসি (উমার প্রতি) প্রিয়ে! তবে আমি আসি?

(সকলে মহাদেবকে প্রণাম করিলে, তাঁহার প্রস্থান)

উমা—সখি! এতদিনে আমার তপস্যা সফল হ'ল।

জয়া—তোমার ত হ'ল ভাই, আমাদের কি হ'ল? তোমার ত এবার বিয়ে হবে,মনের সুখে ঘর করবে?

বিজয়া—তাই ত ভাই, 'আমাদের কি বল্ না?

উমা—তোদের আর কি ভাবনা?

জয়া—ওমা! আমাদের ভাবনা নেই? কেন আমাদের কি বিয়ে হ'তে নেই?

উমা—কেন হবে না?

জয়া—কি ক'রে হবে বল? কার সঙ্গে হবে, তুমি ত শঙ্করকে বিয়ে করে বস্‌লে, আমরা কোথায় পাই?

উমা—কেন? ঐ ভূতগুলকে নে না?

জয়া—ওমা। তাই বটে; আপ্‌নার বেলায় আটিসুটি, পরের বেলায় দাঁত কপাটী।

বিজয়া—ও লো! পাঁশ ফেল্‌তে ভাঙ্গা কূলো আমরাই আছি। চল্ চল্ ঘরে চল্, এখন আর বিয়ে ক'রে কাজ নেই।

উমা—সখি! তোরা রাগ কর্‌ছিস্ কেন? তোদের আমার সঙ্গে চিরকাল দাসী ক'রে রেখে দিব।

জয়া—আহা! কি নূতন কথাই বল্‌লেন।

গীত।

সেবাতে মিলায় বস্তু ইষ্ট তুষ্টি হয়।
মহেশ দেখে, হৃদপদ্মে চিরানন্দের উদয়।
মোক্ষপদ তুচ্ছ করি, সেবা করতে পাই যদি,
দেখ বঞ্চিত না হই শিবশক্তির আশ্রয়॥



তৃতীয় অঙ্ক।

---*---

তৃতীয় দৃশ্য।

হিমালয় কক্ষ।

গিরিরাজ, বিদূষক, মেনকা, সপ্তঋষিগণ, উমা ও নারদ।

গিরিরাজ—কি বয়স্য! সংবাদ কি? এত দিন কোথায় ছিলেন? কোন কিছু রোগাক্রান্ত হ'য়েছিলেন কি?

বিদূষক—সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রছেন, মহারাজ! নারদমুনি বেশ যাবার সময় আস্তে আস্তে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, তারপর উমাকে সেখানে ছেড়ে দিয়ে আর আমাকে একলা ফেলে দিয়ে চোঁ চাঁ দৌড়। তারপর আমি বুড়োমানুষ বনের মধ্যে রাস্তা ঘাট জানি না, ঘুরে ঘুরে একমাস পরে বাড়ী পৌঁছিয়েই রোগাক্রান্ত হলেম, আর—কিছু কালের জন্য শয্যাগত হ'য়ে রইলেম। কষ্টের শেষ নাই মহারাজ! কষ্টের শেষ নাই! এমন অকর্ম্মও করে?

গিরিরাজ—কেন বয়স্য, কি অকর্ম্ম হ'ল?

বিদূষক—অকর্ম্ম নয় ত কি? নারদমুনির কথা শুনে আপনি উমাকে এমন স্থানে পাঠিয়েছিলেন; সেখানে কেবল নানা প্রকার ভূত পিশাচের

আচ্ছা, আর বড় বড় অজাগর, যা দেখ্‌লে রক্ত ত রক্ত, হাড়ের মজ্জা অবধি শুখিয়ে যায়। ঐ নারদ ব্যাটার মতন পাজি জগতে আর কেউ আছে কি? তারপর আমার শয্যাগত অবস্থায় আমি শুনলেম যে, উমা ফিরে এসেছে, শুনে প্রাণটা তখন একটু ঠাণ্ডা হ'ল; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মহারাজ! পুনরায় উমাকে নারদের অনুরোধে বনে তপস্যায় পাঠিয়েছেন? আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, নারদমুনি যত অনিষ্টের মূল, তাকে সাজা দিন, প্রাণ দণ্ড দিন, এই ওর যথোপযুক্ত পুরস্কার। আহা! উমা অতি বালিকা, এবার ঘরে ফিরে এলে আর আমি প্রাণ থাক্‌তে তার প্রতি এরূপ আচরণ কর্‌তে দিব না।

গিরিরাজ—বয়স্য! উমা পুনরায় ঘরে ফিরে এসেছে।

বিদূষক—ফিরে এসেছে? আঃ বাঁচলেম! আর যেন নারদমুনির কথা শুনে পাঠাবেন না আর পাঠাবার দরকার হবে না, তার তপস্যার সিদ্ধিলাভ হ'য়েছে। কি রকম সিদ্ধিলাভ হ'ল?

গিরিরাজ—ভগবান মহাদেবের সহিত বিবাহের উদ্দেশ্যে উমার এই তপস্যা।

বিদূষক—তাহ'লে কি উমার বিবাহ হ'য়ে গেছে?

গিরিরাজ—তাহ'লে কি আপনি সংবাদ পান না?

বিদূষক—তাও ত বটে! তবে আপনি বল্‌ছেন কি না, তার সিদ্ধিলাভ হ'য়েছে, তাই মনে ভাবলেম বুঝি বিবাহ হ'য়ে গেছে।

গিরিরাজ—না হয় নি, এবারে হবে তার ব্যবস্থাও কর্‌ছি। আমি নারদের মুখে শুনেছি, উমা আমার সেই ভগবতী শিবা, কেবল লীলা কুতূহলে আমার ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছেন। উমা সেই আদ্যাশক্তি, তাঁর দ্বারা জগতের অনেক কল্যাণকারী কার্য্য হবে। প্রথমতঃ,

শিবশিবা সংযোগে যে পুত্র উৎপাদন হবে তার দ্বারায় এই ভীষণ অত্যাচারী তারকাসুর বধ হবে। দ্বিতীয়তঃ উমা নিজ শক্তিতে লোক হিতার্থে পুনরায় মহিষাসুরকে বধ করবে। এই প্রকারে উমা জগতের কল্যাণের জন্য লীলাক্রমে বহু কার্য্য সাধিবে। বয়স্য! ভগবানের লীলা আমাদের বুঝ্‌বার শক্তি নাই, আমরা অতি অজ্ঞ।

বিদূষক—তাই ত মহারাজ! আপনি আবার ভয় দেখাচ্ছেন কেন?

গিরিরাজ—ভয় কিসের?

বিদূষক—ভয় এই যে, এই এক ব্যাটা তারকাসুর মরতে না মরতে আর এক ব্যাটা মহিষাসুর আস্‌বে। আচ্ছা, মহারাজ! সেই মহিষাসুর আবার কি রকম হবে?

গিরিরাজ—আমি শুনেছি, সেই অসুর এক মহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করবে সে অতি ভীষণ অত্যাচারী হবে. ত্রিলোক তার জন্য উৎপীড়িত হবে. এই দেখে লোকহিতার্থে ভগবতী আদ্যাশক্তি তার বিনাশ করবেন।

বিদূষক—মহিষীর গর্ভে অসুর জন্ম গ্রহণ করবে? এ কথাটা কিরকম অসঙ্গত ব'লে বোধ হ'চ্ছে।

গিরিরাজ—অসঙ্গত হ'লেও সঙ্গত। আমি শুনেছি, কোন এক গন্ধর্ব্বের স্ত্রী শাপভ্রষ্টা হ'য়ে ঐরূপ মহিষীর আকৃতি পাবে। যা হ'ক, ও সব কথায় আর এখন কোন কাজ নাই।

বিদূষক—আজ্ঞে হ্যাঁ, ও মিছে ভয় খাবার আর দরকার কি? তাহ'লে উপস্থিত বিবাহের শুভদিন নির্ব্বাচন করা হ'ক।

গিরিরাজ—হ্যাঁ, শুভদিন ত নির্ব্বাচন করা হ'বে, কিন্তু উপস্থিত পাত্রপক্ষ হ'তে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি, আমি শুধু সেই জন্য নারদ মুনির আগমনের অপেক্ষা করছি।

বিদূষক—কেন, ঘটকের জন্য অপেক্ষার কি প্রয়োজন? আমাদের এ পক্ষ হ'তে কোন লোক পাঠান হ'ক, নারদমুনিকে আমার আর কিছুতেই বিশ্বাস নেই "উনি বরের ঘরে মোনা আর কনের ঘরের মুনি"। এই জন্যেই ত লোকে বিবাহের পর মোনামুনি ভাসিয়ে দেয়।

গিরিরাজ—(হাসিয়া) বয়স্য! আমাদের উমার এই শুভবিবাহ হ'য়ে গেলে, আমরাও মোনামুনি ভাসিয়ে দিব।

মেনকা—মহারাজ! বিবাহের দিন কিছু স্থির হ'ল কি?

গিরিরাজ—না প্রিয়ে! এখনও কিছু হয় নি, আমি কেবল সেই জন্য অপেক্ষা করছি।

বিদূষক—মহারাজ! বিবাহের দিন স্থির হ'লে, আপনি আমাকে সংবাদ দিবেন। এখন আমি অন্য কাজে যাই?

গিরিরাজ—আচ্ছা, বয়স্য! তাই হবে।

বিদূষক—প্রণাম হই। (প্রস্থান)

গিরিরাজ—মেনকে! আমাদের কি সৌভাগ্য যে, এ বিবাহে উমার জন্য ভগবান মহাদেবের দর্শন পা'ব যা মুনিঋষিগণের বহু তপস্যাতেও হয় না।

মেনকা—এতে আর সন্দেহ কি? শত কুপুত্র হ'তে এরূপ কন্যাও শ্রেষ্ঠ, যার দ্বারায় আমাদের আশ্রম সফল হ'ল আর কুল ধন্য হ'ল।

গিরিরাজ—মেনকে! একি, একি! হঠাৎ গগণে এত আলোকের উদয়।

মেনকা—তাই ত মহারাজ! একি? কিছুই ত বুঝতে পারছি না।

গিরিরাজ—সাতটী সূর্য্য যেন আমার গৃহের দিকে আসছে।

মেনকা—বোধ হয় এঁরা আমাদের অভ্যাগত হবেন।

গিরিরাজ—তুমি ঠিক বলেছ, অভ্যাগতের পূজা করা আমাদের অবশ্য

কর্ত্তব্য। আমাদের মত গৃহস্থ আশ্রমীরা ধন্য, কেন না, আমাদের নিকট হ'তে অপর আশ্রমীরা সুখ প্রাপ্ত হয়।

(সপ্তঋষির আকাশ হইতে অবতরণ)

(সপ্তঋষির পরিধানে স্বর্ণ বল্কল, বিচিত্র মুক্তাফল ও শ্রেষ্ঠ ভূষণে ভূষিত)

গিরিরাজ—এস মেনকে ! আমরা এই অভ্যাগতের যথোচিত সম্মান দিই—।

(উভয়ে) প্রণাম হই, আসুন, আসুন, ঋষিগণ !

ঋষিগণ—হিমালয়ের জয় হ'ক।

গিরিরাজ—ঋষিগণ ! আমি ধন্য, আমি কৃতকৃত্য। বিষ্ণুস্বরূপ আপনারা আমার গৃহে আগমন ক'রেছেন। দরিদ্রের দুঃখ নাশার্থে সাধুগণ তাঁদের গৃহে আগমন করেন। আপনারা সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ, আমার মতন দরিদ্র ব্যক্তির গৃহে আপনাদের কিসের অপেক্ষা ? বোধ হয় আপনারা কেবল আমাদের গৃহ পবিত্র করবার নিমিত্তই সমাগত হ'য়েছেন, আপনারা এ সেবকের যোগ্য কার্য্যের আদেশ করুন।

ঋষিগণ—শিব পরব্রহ্ম, শিব পরব্রহ্ম।

১ম ঋষি—গিরিরাজ ! তুমিই যথার্থ ধন্য, তোমার মতন ভাগ্যবান জগতে আর কেউ নাই, যে হেতু শঙ্কর পরোপকারার্থে স্বয়ং আমাদের মুখ দিয়ে তোমার কন্যাকে যাচ্ঞা ক'রেছেন। সেই জগৎগুরু শিবের অনুগ্রহে তোমার কন্যা জগতের মাতা হবেন ; কারণ শিব জগতের পিতা, শিবা জগতের মাতা, সেই শিবকে তুমি কন্যা দান ক'রে তোমার জন্ম সার্থক কর।

গিরিরাজ—শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ ! আমার কন্যাকে যথার্থই জগতের মাতা ব'লে জ্ঞাত হ'য়েছি ; আমি তাকে ভিক্ষা দিব। উমা, উমা ! এদিকে এস।

(উমার প্রবেশ)

উমা—এই যে এসেছি বাবা !

১ম ঋষি—গিরিরাজ ! যখন আমাদের মত ভিক্ষুক উপস্থিত আর তুমি স্বয়ং দাতাও পার্ব্বতীকে ভিক্ষার বস্তু ব'লে কল্পনা ক'রেছ, তখন এ অপেক্ষা আর কি উত্তম হ'তে পারে।

গিরিরাজ—ঋষিগণ ! এই নিন্ উমাকে ভিক্ষা নিন্।

১ম ঋষি—(উমার মস্তকে হাত বুলাইয়া) মা উমা ! তোমার কল্যাণ হ'ক্ আমরা সকলে এই আশীর্ব্বাদ করি। (গিরিরাজের প্রতি) হিমালয় ! তোমার শিখরসকল যেমন উচ্চ, তোমার মনও সেরূপ উচ্চ। তুমি ধন্য, শুক্লপক্ষের চন্দ্র যেমন প্রত্যহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার তোমার ধর্ম্ম আর সুখশান্তিসকল নিত্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'ক।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ—নারায়ণ, নারায়ণ।

গিরিরাজ—আসুন, আসুন, দেবর্ষে ! (বলিয়া প্রণাম)

নারদ—একি ! সপ্তঋষি এখানে উপস্থিত, প্রণাম হই।

ঋষিগণ—কল্যাণ হ'ক, ভক্তবীর।

গিরিরাজ—(নারদের প্রতি) দেবর্ষে ! এই ব্রহ্মাবিত্তম ঋষিগণ শঙ্করের নিকট হ'তে এসেছেন আর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী বিবাহ বার্ত্তা এনেছেন।

নারদ—হাঁা, আমিও শঙ্করের নিকট হ'তে আস্‌ছি, এই ঋষিশ্রেষ্ঠগণের আগমন বৃত্তান্ত তাঁর নিকট হ'তে শুনেছি।

১ম ঋষি—গিরিরাজ। যখন দেবর্ষি নারদ এসেছেন তখন আর আমাদের ভাবনা কি আছে, তবে শুনুন মহরাজ ; আজ হ'তে চতুর্থ দিবসে

বিবাহের উপযুক্ত লগ্ন স্থির ক'রেছি। এক্ষণে আমরা যাই, পুনরায় বিবাহের দিন আপনার গৃহে উপস্থিত হব। শঙ্কর এ বিবাহে পৌরহিত্যের কার্য্য আমাদের উপর অর্পণ ক'রেছেন। গিরিরাজ! আপনি ধন্য, আপনি ধন্য।

সপ্তঋষির গীত।

এক শান্ত ব্রহ্ম শিব পরমেশ্বর,
বিজ্ঞান জ্যোতি স্বরূপ বিভু ব্যাপক ॥
ভূমা জগৎসাক্ষী, তুরীয় নিরাকার,
পুরাণ পুরুষ পরম আত্মা জীব নায়ক ॥
সর্ব্ব শক্তিময়, নিরাময় সুখসাগর,
নিশ্চল নিরঞ্জন সদা পূর্ণ তারক ॥
ভাবাতীত তত্ত্ব অনন্ত পরাৎপর,
নিষ্কল, সকল সর্ব্বময় সত্তা ভাষক ॥

(সপ্তঋষিগণের প্রস্থান)

গিরিরাজ—দেবর্ষে! শঙ্করের কি প্রস্তাব শীঘ্র বলুন, আমরা শুন্‌তে উৎসুক হ'য়েছি।

নারদ—শুন্‌লেন ত দিন স্থির হ'য়ে গেছে, আর বেশী কি শুন্‌বেন। আপনি বিবাহেয় সমুদয় আয়োজন করুন, আর বিলম্বের কি প্রয়োজন?

গিরিরাজ—আজ্ঞে হ্যাঁ, বিবাহের আয়োজন সমুদয় কর্‌ব, কিন্তু দেবদেব মহাদেবের সহিত আপনার কি কথাবার্ত্তা হ'য়েছে তা শুনতে বড়ই ইচ্ছা হ'য়েছে।

নারদ—তবে শুনুন মহারাজ! সেই দেবদেব মহাদেব কৈলাসে আমাকে

স্মরণ করেছিলেন, আমি তথায় গিয়ে তাঁর দর্শন লাভ কর্‌লেম। এই দর্শন লাভ, এই সৌভাগ্য, কেবল আপনার কন্যার নিমিত্তই আমার ভাগ্যে হ'য়েছিল। নচেৎ তিনি মনোরথ পথেরও দুর্ল্লভ, আমরা ত কোথায় আছি, যেরূপ দরিদ্রের নিধি দর্শন, পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘন, সেরূপ আমাদের পক্ষে ভগবান দর্শন, এ কেবল আপনার কন্যার জন্যই হ'য়েছে। শঙ্কর অতি হৃষ্টচিত্তে বল্‌লেন, "পার্ব্বতীর কঠোর তপস্যায় তিনি বশীভূত হ'য়ে তার অভীষ্ট অনুযায়ী বর প্রদান ক'রেছেন। তারপর তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অন্যান্য দেবগণ, ঋষিগণ, সমুদয় মাতৃগণ, যক্ষ আর গন্ধর্ব্বগণকে নিমন্ত্রণ কর্‌বার ভার আমারই উপর অর্পণ ক'রেছেন! যিনি এই নিমন্ত্রণে যোগদান না করবেন, তাঁর আত্মীয়ের মধ্যে গণ্য হবেন না।" মহারাজ! আর আপনি সময় নষ্ট করবেন না, বিবাহের আয়োজন শীঘ্রই করুন।

গিরিরাজ—অতি আনন্দের বিষয়, অতি সুবাক্য। এক্ষণে চল, মেনকে! বিবাহের আয়োজন কর।



তৃতীয় অঙ্ক।

———০———

চতুর্থ দৃশ্য

বিদূষকের বাটী।

পেয়ারী, পরাণ, বিদূষক, জনৈক, গোয়ালা ও গদা।

——:*:——

পেয়ারীর গীত।

প্রেম করা সহজ নয়, তার আছে দুটী গুণ।
অশুদ্ধ প্রেমে হয় মরণ, সে প্রেম যে আগুন॥
শুদ্ধ প্রেম অতি স্নিগ্ধ, তায় দেয় গো জীবন,
পরম হর্ষ পরমেশ্বর হয় দর্শন॥

পেয়ারী—আমার কি অদৃষ্ট! পিতামাতা এক বৃদ্ধের হাতে আমায় সমর্পণ ক'রেছেন। তাঁরা কি একবারও ভাব্‌লেন না, ষোলতে আর ষাটেতে কি তফাৎ। ষোল বৎসরে প্রেম বৃদ্ধি হয় আর ষাট বৎসরে প্রেম নিবৃত্তি হয়, তবে কি ক'রে উভয়ে আনন্দ পায়? তবুও স্বামী আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। প্রাণের ভিতর সদাই আগুন জ্বল্‌ছে, কিছুতেই আর সুখ পাচ্ছি না, বাড়ীতে এমন সমবয়স্ক কেউ নেই

যার সঙ্গে দুটো কথা কয়েও প্রাণ জুড়ায়। হাঃ—হাঃ—হাঃ—(হাস্য করিয়া) তাই এই ছোঁড়াগুলর সঙ্গে ষ্যাদ্‌রা করি। এই যে বল্‌তে না বল্‌তে কে আস্‌ছে?

(পরাণের প্রবেশ)

পরাণ—পেয়ারী! আমি এসেছি।

পেয়ারী—এসেছ? বেশ ক'রেছ॥

পরাণ—উঃ! পেয়ারী সেদিন কি বিপদই গেছে। তুমি আমাকে ঘরে রেখে চলে গেলে, আর বুড় এসে হাজির। ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হ'য়ে গিছ্‌ল, কি ক'রে পালাই তার উপায় দেখি না, মনে হ'য়েছিল বোধ হয় মৃত্যুই বা হয়। কি বিপদ! পেয়ারী কি বিপদ! শেষে তোমার কাপড় প'রে মেয়েমানুষ সেজে কোন গতিকে পালিয়েছি।

পেয়ারী—অতি উত্তম ক'রেছ।

পরাণ—তারপর, সেই অবধি আমি দূর থেকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তোমায় কবে দেখ্‌তে পাব। ভয় কর্‌ছে, আস্‌তে পারি না।

পেয়ারী—তা বেশ দূরে থাক।

পরাণ—সে কি পেয়ারী? দূরে থাক্‌লে যে, ম'রে যাব।

পেয়ারী—কেন এই ত বল্‌লে, দূরে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছ।

পরাণ—ওটা সেদিনকার কথা বল্‌ছিলেম; পেয়ারী! আমি কিন্তু তোমার জন্যে প্রাণ দিতে রাজি আছি।

পেয়ারী—তাই সেদিনে প্রাণ দিবার ভয়ে পালিয়ে গিছ্‌লে?

পরাণ—তাই ত, তাই ত, সেদিনে কি রকম ভুলে পালিয়ে গিছ্‌লাম; সেটা মাপ কর, পেয়ারী! এবারে আর পালাব না, হয় তুমি প্রেম

দাও, না হয় আমি প্রাণ দিব। এই তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি, তুমি প্রেম না দিলে, আমি প্রাণত্যাগ করব।

পেয়ারী—উঠ, উঠ, আজ তোমায় প্রেম দিব, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেম, সেই মাতৃপ্রেম—উঠ, বৎস! উঠ।

পরাণ—এঁ্যা—একি! (ভীত ও কম্পিত) মাতৃপ্রেম?

পেয়ারী—হঁ্যা—মাতৃপ্রেম অতি পবিত্র প্রেম, যে প্রেমের প্রভাবে এখনও চন্দ্র সূর্য্য প্রত্যহ উদয় হয়। নারীর একমাত্র ঐশ্বর্য্য সতীত্ব, যার গৌরবে এখনও হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গ গর্ব্বিত হ'য়ে দণ্ডায়মান র'য়েছে। যে নারীর সতীত্ব নাই, তার কিছুই নাই, সে পথের ভিখারীর চেয়েও অধম। ইন্দ্রিয়সুখ অতি নিকৃষ্ট, কিন্তু সতীত্বের সুখ এত বৃহৎ যে, তার কাছে সকল সুখ তুচ্ছ হ'য়ে যায়। আমার জীবনে কোন সুখই পাইনি বটে, কিন্তু সতীত্বের সুখে আমি সমস্ত দুঃখ ভুলে গেছি॥

পরাণ—পেয়ারী! তুমি মানুষ, না দেবী?

পেয়ারী—না, আমি মানুষ, সতীত্ব আমার একমাত্র ঐশ্বর্য্য তুমি তা অপহরণ ক'র না, বৎস!

পরাণ—না, মা! এইবার আমার জ্ঞান হ'য়েছে, আমায় ক্ষমা কর মা। আজ হ'তে আমি তোমার সন্তান। এইবার আমায় বিদায় দাও মা?

পেয়ারী—হঁ্যা, বৎস! তোমায় সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরসুখী হও।

(পরাণের প্রস্থান)

পেয়ারী—হা অদৃষ্ট! আমার স্বামীই কিন্তু আমায় এখনও সন্দেহ করে। বাক্যছলে আমি তাঁকে অনেক দুর্ব্বাক্য ব'লেছি বটে,—

কিন্তু—হৃদয়ে তাঁকে পূজা করি। ভগবান্! তুমিই কেবল আমার একমাত্র সহায়। সন্ধ্যা হ'য়েছে, যাই এবারে পূজার ব্যবস্থা করি'গে।

(গৃহে প্রবেশ)

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—তাই ত: কি করি? পেয়ারীকে নিয়ে কি করি? আমার যত বয়স বৃদ্ধি হ'চ্ছে, পেয়ারীর তত উৎপাত বৃদ্ধি হচ্ছে। আগে আগে, হঁাদা ব্যাটাকে কিছু দিলে, কিছু কিছু এই উৎপাতের বিষয় বল্ত। এখন হয়ত পেয়ারী আমার চেয়ে কিছু বেশী পয়সাটা আশটা দিচ্ছে, তাই সে ব্যাটাও আর কিছু বলে না। কিন্তু যে রকম দেখ্ছি, গিন্নী আজকাল অনেক অতিথিই সেবা কর্ছেন! এ পাড়ার যত ছোঁড়া আছে সকলেরই আমার বাড়ীর সামনে হুড়ো-হুড়ি প'ড়ে গেছে। তাই ত, বেটীকে কি করি? ঘর থেকে না নামাতে পার্লে আর শান্তি নাই।

(এই সময় একজন শীষ্ দিতে দিতে বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল)

(জনৈকের প্রবেশ)

বিদূষক—আরে মর্, এ ছোঁড়াটা আবার কে এসে শীষ্ মারে? (জনৈকের প্রতি) ওরে এই, তুই কে রে ব্যাটা? আমার বাড়ীর সাম্নে শীষ্ মারছিস্? (জনৈক বিদূষকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ কোন কথা না বলিয়া হাস্য করিয়া পুনরায় শীষ্ দিতে দিতে ঘুরিতে লাগিল) (বিদূষক স্বগতঃ) আরে মর্, এই রকম ক'রেই যত ডব্কা ছোড়া এসে শীষ্ মেরে পেয়ারীকে ভোলায়। (জনৈকের প্রতি) এখানে শীষ্ কি রে ব্যাটা? আমার বাড়ীর সামনে শীষ্! থাম্ ব্যাটা।

জনৈক—দেখ, ও সম্পর্ক বড় ভাল নয়, বেটা বেটী তুল না বল্‌ছি, মুখ সাম্‌লে কথা ক বুড়।

বিদূষক—বেরো ব্যাটা আমার বাড়ার সামনে থেকে, তোর সঙ্গে আবার কিসের সম্পর্ক রে ব্যাটা?

জনৈক—চোপ্‌রাও শালা!

বিদূষক—ও—এই সম্পর্ক!—তবে বেরো ব্যাটা শ্বশুরের পো—বেরো—দূর হ—(এই বলিয়া জনৈককে ঘাড় ধাক্কা দেওয়া)

জনৈক—ওগো—দেখ গো—দেখ গো—বুড় শালা মার্‌লে দেখ, দেখ।

(প্রস্থান)

বিদূষক—না—মারবে না, শালা পাজী! এই রকম ক'রেই আমার সর্ব্বনাশ কর্‌ছে। কি করি? পেয়ারীকে নিয়ে ত বড়ই উৎপাতে পড়্‌লেম দেখ্‌ছি। বাড়ীর সামনে পাহারা বসাব—নাঃ তাতেই বা কি হবে, সেপাই ব্যাটাদের পয়সা দিয়ে কার্য্যোদ্ধার কর্‌বে। তবে কি করি, বেটীকে পিঁজ্‌রে পুর্‌ব? তাতেই বা কি হবে, যে একবার খারাপ হ'য়েছে, সে কি আর ভাল হবে? আর আমি অতি ভুল ক'রেছি, জগতে এত বড় ভুল আর আছে কি না সন্দেহ। বুড়ো বয়সে যুবতীর প্রেম আলিঙ্গন করা যা, জ্বলন্ত অগ্নির সঙ্গে আলিঙ্গন করাও তা। ওঃ—কি—ভুল—কি ভুল।

(জনৈক গোয়ালার প্রবেশ)

বিদূষক—(স্বগতঃ) এ ব্যাটা আবার কে এল রে! (গোয়ালার প্রতি) এই তুই কে রে?

গোয়ালা—আজ্ঞে, আমি গোয়ালা।

বিদূষক—হুঁ—(স্বগতঃ) এ ব্যাটা দেখ্‌ছি বহুরূপী হ'য়ে গয়লা সেজে

এসেছে। (গোয়ালার প্রতি) তুই গোয়ালা ত এখানে কেন?

গোয়ালা—আজ্ঞে, আপনার বাড়ীতে বেশী দুধ হচ্ছে, তাই আপনার মহিষী দুধ দেবেন বলেছেন।

বিদূষক—আমার বাড়ীতে মহিষীই নেই, তা দুধ দিবে কি? (স্বগতঃ) এ ব্যাটা নিশ্চয়ই কোন একটা ডব্‌কা ছোঁড়া ভোল ফিরিয়ে এসেছে। আমার বাড়ীতে একটা মোষ, গরু, কিছুই নেই আর বলে কি না, মহিষীর দুধ নিয়ে যাব? (গোয়ালার প্রতি) এই ব্যাটা! যাঃ—বেরো।—

গোয়ালা—আজ্ঞে, বাবু! ব্যঙ্গ কর্‌বেন না,—আপনার মহিষী না বল্‌লে কেন আস্‌ব।

বিদূষক—কিঃ—আবার মহিষী? তুই মার না খেলে নড়্‌বিনি দেখ্‌ছি, তুই যাবি কি না বল্?—নয় ত মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দিব। কিঃ—এখনও নড়বিনি—দেখ্‌বি, দেখ্‌বি? (এই বলিয়া ঘাড় ধরিয়া) বেরো—বেরো—ব্যাটা—বেরো।—

পেয়ারী—(দ্বার উন্মোচন করিয়া প্রবেশ) কি—হ'য়েছে—কি হ'য়েছে? বুড়ো বয়সে এখনও লোকের সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে হবে?

বিদূষক—নাঃ, কর্‌বে না! তোমার সঙ্গে এদেকে বুঝি সুখে ঘর কর্‌তে দিতে হবে? যত ব্যাটা বদমায়েস্, ইয়ার, বহুরূপী সেজে চাল্ চাল্‌তে আসে॥

গোয়ালা—(কাঁদিতে কাঁদিতে) বাবু! আপনি আমাকে থাম্‌কা মার্‌লেন, এই ত আপনার মহিষী আমায় আস্‌তে বলেছেন।

বিদূষক—ও ত পেয়ারী, মহিষী কি ক'রে হ'ল?

গোয়ালা—আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি আপনার মহিষী আমরা সকলেই জানি।

পেয়ারী—আহা! বাছা তুমি কিছু মনে ক'র না, বুড় মানুষের মাথার ঠিক নেই, তাই যা তা করে ব'সেছে, তুমি এখন বাড়ী যাও।

গোয়ালা—আচ্ছা, মা চল্‌লেম। (প্রস্থান)

পেয়ারী—বলি, মুখপোড়া! তোমার দিন দিন কি মতিভ্রম হচ্ছে?

বিদূষক—মতিভ্রম আবার কি? ও ব্যাটা এসে তোমায় মহিষী বল্‌লে কেন? তাই আমি বারুদের মত জ্বলে উঠেছি।

পেয়ারী—আমি তোমার মহিষী নয় ত কি মুখপোড়া?

বিদূষক—(স্বগতঃ) কি রকম হ'ল! এ বড় মুস্কিলের কথা হ'ল দেখ্‌ছি! তা হ'লে কি পেয়ারীর গর্ভে মহিষাসুর জন্মাবে না কি? সেদিন গিরিরাজ বলেছেন যে, এক মহিষীর গর্ভে এক মহিষাসুর জন্মাবে। তাহ'লে কি পেয়ারীর মহিষীর মত আকৃতি হবে?

পেয়ারী—ও রে মুখপোড়া! আপনি আপনি কি বিড়্ বিড়্ ক'রে বক্‌ছিস?

বিদূষক—না, বকাবকি কিছু নেই। তবে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, তুমি—কি সত্য সত্যই মহিষী হ'য়েছে?

পেয়ারী—সত্যি সত্যি না ত কি মিছামিছি?—

বিদূষক—(চমকাইয়া, স্বগতঃ) কি সর্ব্বনাশ! (পেয়ারীর প্রতি) আচ্ছা দেখি, তোমার সিং দুটো বেরিয়েছে কি না?—কৈ তা ত নেই! চারটা পা কি বেরিয়েছে?—কৈ তাও ত নেই। ল্যাজ কি বেরিয়েছে?

(এই বলিয়া পেয়ারীর পশ্চাতে হাত দিবার উপক্রম)

পেয়ারী—(লাফাইয়া সরিয়া গিয়া) আঃ মরণ আর কি।

বিদূষক—হুঁ, তাহ'লে ল্যাজটা বেরিয়েছে দেখ্‌ছি! তাই হাত না দিতে

দিতেই দৌড়।—তাহ'লে গর্জাতে আরম্ভ হ'য়েছে দেখছি—আর যদি রাতারাতি সিং গজিয়ে যায়—তাহ'লে ত বাবা আমায় একেবারেই ঘুমন্ত ফেঁড়ে ফেল্‌বে। না আর ঘরে ঢোকা হবে না দেখছি, এই বেলা পালাবার চেষ্টা করা যাক্।

পেয়ারী—ওরে বুড়ো! আয় না, ঘরে আয় না, আর বিড় বিড় ক'রে ব'কে কি হবে?

(হস্ত ধারণ করিয়া টান)।

বিদূষক—ওরে বাপ্‌রে—পেয়ারী! রক্ষে কর্ বাবা!

পেয়ারী—আঃ মরণ, বাড়ী এস না।

বিদূষক—ও পেয়ারী! তোর পায়ে পড়ি, বুড় বয়সে আর গুঁতিয়ে মারিস্ নি—ছাড়্—ছাড়্।

পেয়ারী—আঃ মরণ, এস না?

বিদূষক—আর এসে কাজ নেই বাবা। তোমার প্রাণের ছোঁড়াদের নিয়ে ঘর কর বাবা, আমায় ছাড়।

পেয়ারী—আয়—মুখপোড়া—আয়—

বিদূষক—ওরে, ও ছোঁড়ারা!—তোরা কোথা গেলি রে? এইবার আয় না রে। পেয়ারীকে যা হয় কর্ বাবা।

পেয়ারী—তবে, আস্‌বি নি মুখপোড়া?

বিদূষক—না পেয়ারী! আর যাব না রক্ষে কর্।

পেয়ারী—আচ্ছা মুখপোড়া থাক এইখানে, আর ত ঘরে ঢুক্‌তে দিব না।

(প্রস্থানোদ্যোত)

বিদূষক—আঃ বাঁচলেম। আজ রাত্রেই প্রাণটা যেত দেখছি। ছোঁড়া শালারা কোথা গেল? ওরে আয় না শালারা! এইবারে আয়

না। এইবারে পেয়ারীর সিং গজাবে আর তোদেকে প্যাট প্যাট করে বিঁধবে, পেয়ারীর সঙ্গে প্রেম করা কি সুখ তা দেখিয়ে দিবে।

পেয়ারী—হা অদৃষ্ট! আমার এত লাঞ্ছনা, সতীত্বের উপর এত সন্দেহ। স্বামী আমার নিশ্চিতরূপে জেনেছেন যে, আমি অসতী, তাই নিজ মুখে বলছেন, ছোঁড়াদের ডেকে দিচ্ছি। ওঃ—আমি কি অভাগিনী, আমার সতীত্বের প্রমাণ দিতে পারছি নি। আমার স্বামীকে কি ক'রে বুঝাব, আমি সত্যের উপর আছি, তিনি ত আমার কথায় বিশ্বাস করবেন না। না, আমি আর এ দুঃখের জীবন রাখব না, আমি আত্মহত্যা করব—নিশ্চয়ই করব। ভগবান্! তুমি আমায় ক্ষমা কর।

বিদূষক—বলি, কি বিড় বিড় করছ পেয়ারী? আত্মহত্যা করবে—এ কি পারবে?—তাহ'লে ছোঁড়াদের দশা কি হবে?

পেয়ারী—আত্মহত্যা করতে পারব কি, না, দেখবে—সতীত্ব আছে কি, না, দেখবে?—(এই বলিয়া বুকে ছুরি বসাইয়া দিল এবং দ্রুতবেগে পরাণ আসিয়া ধরিল)

পরাণ—মা, মা! কি করলে, কি করলে? আমি এসেছি, আমিই তোমার সতীত্বের প্রমাণ দিব।

পেয়ারী—বৎস। এসেছ? আমি বড় সুখী হ'লেম, আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখে থাক—(মৃত্যু)

বিদূষক—একি হ'ল। আমি কি ভ্রম দেখছি? এই ছেলেটার জন্যেই না আমি পেয়ারীকে সন্দেহ ক'রেছিলেম?

পরাণ—হ্যাঁ, পিতা! আমি আপনার সেই পুত্র। আহা। মা আমার অতি

সরলা, তাই লোকে দুশ্চারিণী ব'লে সন্দেহ ক'রেছিল। অহো! কি ভ্রম, কি ভ্রম—।

বিদূষক—ওঃ পেয়ারী! তুই আমায় প্রতারণা করলি—।

(গদার প্রবেশ)

গদা—এঁ্যা—এঁ্যা—আমার মায়ের একি হ'ল। হায়, হায়। বাবু কি করলেন?

বিদূষক—এ সবই আমার অদৃষ্টের ফের। পেয়ারী! মনে করিস্ নি, বুড় বয়সে আমার প্রেম নাই, চল্ আমিও তোর সঙ্গে মরব আর এ প্রাণ রাখবার কোন সাধ নাই।



তৃতীয় অঙ্ক।

——:*:——

পঞ্চম দৃশ্য

গিরিরাজ বাটী।

নারদ, গিরিরাজ, মেনকা, বিশ্বাবসু, কুবের, ধর্ম্মরাজ, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, উমা, বরবেশে মহাদেব, অন্যান্য দেব ও ঋষিগণ ও ভূতগণ।

——*——

নারদ—মহারাজ! বিবাহের উপকরণাদি সমস্ত প্রস্তুত আছে ত?

গিরিরাজ—আজ্ঞে হ্যাঁ, মুনিশ্রেষ্ঠ! সমস্ত উপকরণই প্রস্তুত আছে। মেনকা নিশ্চয়ই স্ত্রী আচরাদি প্রস্তুত রেখেছে। (মেনকার প্রতি) কেমন মেনকে! সব ঠিক আছে ত?

মেনকা—আজ্ঞে হ্যাঁ, সমস্ত প্রস্তুত, কেবল পাত্রের আগমন প্রতীক্ষা।

নারদ—দেবি! কিয়ৎকাল অপেক্ষা করুন, সেই বিশ্বনাথ মহাদেব এখনই সদলে আগমন করবেন।

মেনকা—(পার্ব্বতীর প্রতি) পার্ব্বতি! তুই ধন্যা, আমি ধন্যা, তোর জন্যেই আজ এই ভবনে সকল দেবগণের আগমন হবে। আমার কি সৌভাগ্য! (নারদের প্রতি) দেখুন দেবর্ষে! দেখুন, ইনি কে

আস্‌ছেন? আহা কি সুন্দর! কত দেবসেনা সমান্বিত—ইনিই বুঝি শিব হবেন?

(বিশ্বাবসুর প্রবেশ)

গিরিরাজ—আসুন, আসুন, প্রণাম হই। বসুন।

নারদ—না, দেবি! ইনি শিব নন, ইনি বিশ্বাবসু, শঙ্করের একজন গায়ক মাত্র।

মেনকা—শিব ইঁহা হ'তেও অধিক, না জানি কিরূপ সুন্দর!

গিরিরাজ—দেবর্ষে! দেখুন কে আস্‌ছেন?

মেনকা—ওঃ কি সৌন্দর্য্যযুক্ত! ইনিই বোধ হয় শিব হবেন?

(কুবেরের প্রবেশ)

কুবের—গিরিরাজের জয় হ'ক।

গিরিরাজ—আসুন, আসুন,।

নারদ—না ইনি শিব নন, ইনি তাঁর কেবল কোষাধ্যক্ষ মাত্র।

মেনকা—ইনিও শিব নন? না জানি তিনি কত সুন্দর!

গিরিরাজ—দেবর্ষে! এই অতি শোভাসমন্বিত কে আস্‌ছেন?

মেনকা—ইনিই বোধ হয় শিব হবেন?

(ধর্ম্মরাজের প্রবেশ)

ধর্ম্মরাজ—গিরিরাজের জয় হ'ক।

সকলে—আসুন ধর্ম্মরাজ। প্রণাম হই, বসুন, বসুন।

মেনকা—ওমা! ইনিও শঙ্কর নন? পার্ব্বতি! না জানি তোর পতি কত সুন্দর।

গিরিরাজ—ধর্ম্মরাজের চেয়ে দ্বিগুণ শোভা ক'রে কে আস্‌ছেন?

মেনকা— ইনিই বোধ হয় শিব হবেন? না হ'লে, এত শোভা কার হবে?

(দেবরাজ ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র--গিরিরাজের জয় হ'ক।

গিরিরাজ—আসুন, আসুন, প্রণাম হই।

মেনকা—দেবর্ষে। ইনিই কি শঙ্কর?

নারদ—না, দেবি। ইনি শঙ্করের কিঙ্কর।

মেনকা—ইনি শঙ্করের কিঙ্কর? পার্ব্বতি! তুই আমার কুলের সাফল্য করলি। মা, মা, না জানি তোর শঙ্কর কত সুন্দর।

(এই বলিয়া পার্ব্বতীকে আদর করিলেন)

গিরিরাজ—একি! একি! অতি উত্তম তেজোরাশীময় সাক্ষাৎ ধর্ম্ম পুঞ্জবৎ হংসারোহণে কে আস্‌ছেন?

(হংসারোহণে ব্রহ্মার প্রবেশ)

নারদ—আসুন, পিতামহ! আসুন, প্রণাম হই।

গিরিরাজ—আসুন, আসুন, প্রণাম হই। বসুন।

মেনকা—ইনিও কি শিব নন?

নারদ—না, ইনি পিতামহ ব্রহ্মা—।

মেনকা—এঁর চেয়ে প্রধান কি ক'রে কল্পনা করা যেতে পারে? ওঃ আমার মহা সৌভাগ্য যে, কল্পনাতীত বস্তুকে চক্ষে দেখে সার্থক হ'লেম! উমা, উমা! তোর জন্যই এ ভাগ্যের উদয়।

গিরিরাজ—এ অতি প্রখর তেজোপুঞ্জ, কোটী কন্দর্পের ন্যায় লাবণ্য, ইনি কে আস্‌ছেন দেবর্ষে?

মেনকা—ইনি নিশ্চয়ই সেই শিব।

নারদ—ইনি গরুড়ারোহণে ঘনশ্যাম, পীতাম্বর পরিধান, চতুর্ব্বাহু, শ্রীবৎস

চিহ্নিত বক্ষস্থল, শঙ্খাদিধারী অষ্টসিদ্ধিসমন্বিত লক্ষ্মীপতি, শান্ত কমললোচন শ্রীমান্ বিষ্ণু।

(বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু—গিরিরাজের জয় হ'ক।

নারদ—আসুন, আসুন নারায়ণ! প্রণাম হই।

গিরিরাজ—আসুন, আসুন, প্রণাম হই। বসুন।

মেনকা—ইনিও শিব নন?

নারদ—দেবি! শিব ইঁহা অপেক্ষাও প্রধান, তাঁর বর্ণনা করা যায় না।

মেনকা—আমি ধন্যা, পার্ব্বতি! তুই ধন্যা, তোর তপস্যায় ধন্য। যিনি এই সকল দেবগণের স্বামী, সেই শিব আমার উমার স্বামী হবেন। (উমার প্রতি) উমা! তোর ভাগ্যবর্ণনা শতবর্ষেও করা যায় না!

নারদ—শুভাননে! এইবার বোধ হয় শিব আস্ছেন। ঐ দেখুন প্রমথ বৃন্দ নৃত্য কর্তে কর্তে আস্ছে। (ভূত, প্রেত, পিশাচগণের প্রবেশ এবং অন্যান্য কেহ বক্রানন, কদাকার, কৃষ্ণবর্ণ, ভয়ঙ্কর খঞ্জ, বহুরোমযুক্ত দণ্ডপাশপাণি, মুদ্গরধারী, বিরুদ্ধবাহন, কুকথা ভাষী প্রভৃতি ও কেহ কেহ ডমরু বাজাতে বাজাতে, কেহ কেহ বিল্ বিল্ শব্দ কর্তে কর্তে, কেহ করতালী প্রদান কর্তে কর্তে, কেহ শিঙ্গা বাজাতে বাজাতে, এইরূপ অসংখ্য ভীষণাকার প্রমথ গণ,—যা'তে মেনকা ভীতা হন সেইরূপ ভাবে আগমন করিল, পশ্চাতে বৃষবাহনে পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনেত্র, দশভুজ, ভূতিভূষণ, কপর্দ্দী, ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরীয় পিনাকপাণি, কপালী, শঙ্খাদি ভূষণে বিভূষিত মহাদেবের প্রবেশ)

সকলে—জয় ভগবান বিশ্বেশ্বরের জয়। (এই বলিয়া সকলের প্রণাম)

নারদ—মেনকে! ইনিই সেই ভগবান শিব, দর্শন করুন।

মেনকা—অহো—হো একি দুর্ভাগ্য! রে দুষ্টা পার্ব্বতি! কি করলি? তোকেও ধিক্ আর আমাকেও ধিক্।

(মূর্চ্ছিতা হইলেন)

উমা—মা, মা! কি হ'য়েছে?

নারদ—মেনকে বোধহয় দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত মূর্চ্ছিতা হ'য়েছেন। গিরিরাজ! দেবীকে চেতনা করুন।

গিরিরাজ—উঠ দেবি! উঠ, বোধ হয় তুমি দুঃখে কাতরা হ'য়েছ? উঠ, উঠ, দুঃখ করবার আজ কিছুই নাই, আজ অতি আনন্দের দিন। তোমার দুঃখের ত কারণ কিছুই বুঝতে পারছি না!

মেনকা—(চেতন হইয়া) নারদ! তুমিই এই সকল অনিষ্টের মূল। দেবগণ! আপনারা সকলে মিলে এরূপ প্রতারণা আমার কন্যাকে ও আমাকে কেন করলেন? অহো! আমি কি করি, কোথায় যাই? আমার এই নিন্দিত জীবনের বিনাশই শ্রেয়। রে উমা! তুই এই সকলের মূল। রে দুষ্টা! তুই স্বয়ং অন্য দেবগণকে পরিত্যাগ ক'রে, শিবকে বিবাহ করতে ইচ্ছা ক'রেছিস্? হংসকে উড়িয়ে দিয়ে, হাতে কাক গ্রহণ ক'রেছিস্? সিংহের সেবা ছেড়ে, শৃগালের সেবা ইচ্ছা ক'রেছিস্? রে উমা! তোকে ধিক্, তোর বুদ্ধিকে ধিক্, আর তোর চরিত্রকেও ধিক্! ধিক্ তোর দক্ষতায়, ধিক্ তোর কুলে, আজ সকলই তুচ্ছ ক'রে ফেললি? গৃহ দগ্ধ হ'য়ে যাক্, আমার মৃত্যু হ'ক। পর্ব্বতরাজ! তুমি কেন আমার নেত্রপথ অতিক্রম করছ না?

গিরিরাজ—মেনকে! স্থির হও এত ক্ষিপ্তবৎ আচরণ কেন কর্‌ছ? স্থির হও, স্থির হও।

মেনকা—যাও, মহারাজ। তোমার সান্ত্বনা বাক্য আমার বিষবৎ লাগছে। ঋষিগণ। এ হতভাগিনীর মুখ আপনারা এখন কেন দেখ্‌ছেন? আপনারা সকলে মিলেই আমার কুলকে—পতিত করলেন। অহো! আমার কন্যা হওয়া অপেক্ষা আমি কেন বন্ধ্যা হই নাই। এরূপ বিষাদ দেখবার পূর্ব্বেই কেন আমার মৃত্যু হয় নাই। অহো! কি করি, কি করি? আয় উমা! তোর শিরশ্ছেদন করি।

নারদ—দেবি। শঙ্করের যথার্থ সুন্দর রূপ আপনি অবগত না হ'য়েই এত ক্ষিপ্ত হচ্ছেন?

মেনকা—আর থাক্। তোমায় আর সান্ত্বনা দিতে হবে না।

নারদ—দেবি! আমি যা বল্‌ছি প্রথমে শ্রবন করুণ।

মেনকা—আর থাক্,—তোমার কোন কথাই শুন্‌তে চাই না।

ব্রহ্মা—দেবি সত্যসত্যই তুমি শিবের যথার্থ রূপ অবগত নও, কেন বৃথা দুঃখ করছ?

মেনকা—আপনারা পার্ব্বতীকে হনন করুন, "শিবকে কন্যাদান কর" এ কথা আর বল্‌বেন না।

ইন্দ্র—দেবি! ঐ ভগবানের কৃপায় আজ ঐ শঙ্করের আর তোমার কন্যা পার্ব্বতীর দর্শন লাভ কর্‌লেম। কৃপাই আজ ঐ দর্শনের নিদান, কৃপা ব্যতীত আজ এ কদাচ ঘটত না।

মেনকা—দেবরাজ! এই আমার কন্যাকে হনন করুন, তবু কুরূপী শিবকে দান করা হবে না।

ধর্ম্মরাজ—শুভে! আজ বহুভাগ্যে ভগবান শঙ্কর বরবেশে তোমার গৃহে

এসেছেন, এ অপেক্ষা আর অধিক মঙ্গলের বিষয় কি আছে? আপনি কন্যাদান কর্‌বার জন্য প্রস্তুত হন।

মেনকা—ছিঃ, ছিঃ, কন্যাদান—আজ আমি কন্যাকে অস্ত্রে কেটে ফেল্‌ব। তবুও শিবের হাতে দিব না।

গিরিরাজ—প্রিয়ে! এত বিহ্বলা হ'চ্ছ কেন? এঁরা কা'রা বাটীতে এসেছেন যে, এঁদেকে নিন্দা কর্‌ছ? আমি জেনেছি, শঙ্কর এই জগতের পালক, তিনিই জগতের পূজনীয়। দুঃখ পরিত্যাগ ক'রে এখন কর্ত্তব্য কার্য্য কর্‌তে প্রবৃত্ত হও।

মেনকা—মহারাজ! যা বল্‌ছি শ্রবন করুন, পরে কার্য্য কর্‌তে প্রবৃত্ত হব। এই কন্যাকে কণ্ঠে বন্ধন করে, পর্ব্বত হ'তে সাগরে নিক্ষেপ ক'রে সুখী হ'ন; তবুও শিবকে দান করা হবে না, এই আমার পণ। যদি শিবের হাতে প্রদান করেন, তাহ'লে আমি আত্মহত্যা করব জান্‌বেন।

উমা—মা! আপনাকে কুবুদ্ধি এসে আশ্রয় ক'রেছে, আপনি নিশ্চয়ই জান্‌বেন, ঐ পরম শিবই, এই স্থাবর জঙ্গম জগতের কারণ; উনিই শঙ্কর, উনিই শম্ভু, উনিই দেবগণের প্রভু, উনিই ঈশ্বর আর এই দেবগণ সকলেই তাঁর কিঙ্কর। যদি আমায় ঐ শিবকে প্রদান না করেন, তাহ'লে আর কাউকেও বরণ কর্‌ব না। আমি কায়মন বাক্যে সেই হরকেই বরণ ক'রেছি এ ত্রিসত্য ক'রে বল্‌ছি। এখন যা ইচ্ছা হয় তাই করুন।

মেনকা—রে অভাগিনি! তোর বড়ই দর্প হ'য়েছে, এখনই তোকে হত্যা কর্‌ব। (এই বলিয়া মারিতে উদ্যত, তৎক্ষণাৎ দেবগণ বাধা দিলেন)

দেবগণ—ক্ষান্ত হ'ন দেবি! ক্ষান্ত হন।

মেনকা—এই দুষ্টা কন্যাকে কি করব? বিষপান করাব, না সাগরে ফেলে দিব? না—আমি আত্মহত্যা করব? (মহাদেবের প্রতি) আর এই দুষ্ট কি প্রকারে প্রতারণা করতে এসেছে, দেখুন—এর মাতা নাই, পিতা নাই, ভ্রাতা নাই, বন্ধু নাই, আপন গোত্র, জ্ঞাত, কেউ নাই কিবা রূপ, কি চাতুর্য্য, কি উত্তম গৃহ, কি বস্ত্র, কি অলঙ্কার—কিছুই নাই। ভাল বাহনও নাই, এর বয়স নাই, ঐশ্বর্য্য নাই, পবিত্রতা নাই, বিদ্যা নাই, এমন একটী কিছুই নাই যা দেখে, বিবাহ দেওয়া যায়। তবে কি দেখেই বা তাকে কন্যা দান করি?

বিষ্ণু—মেনকে। তুমি পিতৃগণের গুণবতী মানসী পুত্রী, তা'তে আবার ব্রহ্মকুলসম্ভূত হিমালয়ের পত্নী আর লোকে তোমার এমন সহায়, তুমিই ধন্যা, আর কি বল্‌ব। ধার্ম্মিকে। তুমি কেমন ক'রে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করতে উদ্‌যুক্তা হ'য়েছ? ব্রহ্মা, আমি, দেবগণ আমরা সকলেই কি বিরুদ্ধ কথা বলছি আর তুমিই কি শুভ কথা বলছ? এ কথনই নয়। তুমি বস্তুতঃ শিবতত্ত্ব জান না, আমি কিম্বা ব্রহ্মা সহস্র বৎসরেও তাঁর পারলাভ করতে সক্ষম হই নাই, তাহ'লে অপরে কিরূপে তাঁকে জান্‌বে? তিনি অক্ষর, অমর, তিনিই সর্ব্ব সাক্ষী এবং তিনিই সকলের সমীপে নিয়ত বিরাজমান। কি আমি কি ব্রহ্মা, কি দেবগণ, কি সূর্য্য, কি চন্দ্র কি গ্রহগণ, কি কুবের, কি পর্ব্বত, কি নদী, কি বৃক্ষ—ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত যা কিছু দেখা যায় সকলই সেই শিব হ'তে উৎপন্ন হ'য়েছে; এ আর বিচার্য্য নয়। আদিতেও শিব, মধ্যেও শিব আর অন্তেও শিবই থাকিবে। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এই ত্রিকালে তিনিই নিয়ত বর্ত্তমান। এ

জগৎমাঝারে সকলই শিবময় আর স্বয়ং শিবই সর্ব্বময় জান্‌বে। দেবি! তুমি দুঃখ পরিত্যাগ কর, শিবকে কন্যা সমর্পণ কর।

নারদ—হে শঙ্কর! মেনকা আপনার কুরূপ দর্শনে দুঃখিতা হ'য়েছেন। দয়া ক'রে আপনার মনোহর মূর্ত্তি একবার দেখান।

(এই সময় মহাদেব তাঁহার মনোহর রাজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, মস্তকে মুকুট ও স্বর্ণময় জটা এবং সর্পাদি নানা অলঙ্কারে পরিণত হইল, উহাতে মণিমুক্তা খচিত বিচিত্র বসন স্বর্ণময়, মুখে মৃদু মৃদু হাসি পশ্চাতে সূর্য্য ছত্ররূপী এবং অন্যান্য ভূষণসকলও দেহের সমধিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে ও তাঁহার বাহনের যে, কত শোভা তাহা বর্ণনা করা যায় না। অষ্ট সিদ্ধি তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছে)

সকলে—জয় পরমব্রহ্মের জয়।

নারদ—দেখ, মেনকে! দেখ, শঙ্করের কি মনোমোহন মূর্ত্তি।

মেনকা—আহা, আহা, কি মধুর! পার্ব্বতি! তুই যথার্থ কার্য্যই ক'রেছিস্, এঁকে পতিত্বে বরণ না করলে, তোর এ অসাধারণ রূপই বিফল হ'ত। পার্ব্বতি! তুই ধন্যা।

নারদ—দেবি। আর দেরিতে কি প্রয়োজন? এইবার শিবাকে শিবের কোলে বসিয়ে দিন, দেখে আমরা নয়ন জুড়াই॥

মেনকা—হে শঙ্কর! হে দেবগণ! আমি আপনাদের অশেষ নিন্দা ক'রেছি; আমি অজ্ঞ, আমায় ক্ষমা করুন।

নারদ—তুমি অতি ধন্যা। তুমি অতি সৌভাগ্যবতী। তোমার এই সৌভাগ্যের দরুণ আমাদের ভাগ্যে আজ ভগবান্ শঙ্করের দর্শন হ'ল। এইক্ষণ যাও, গিরিরাজ! আর দেরি ক'র না, কন্যা দান ক'রে ধন্য হও।

গিরিরাজ—এস, মেনকে! এস মা উমা! (এই বলিয়া উমার হস্ত শিবের

হস্তে প্রদান করিলেন, তারপর, উমা শিবের গলায় ফুলমালা দিয়া প্রণাম করিলে পর উমাকে শিবের কোলে বসাইয়া দিল, তারপর মহাদেবের গায়ের রং লাল মতন হইল)

সকলে—জয় হরপার্ব্বতীর জয় ! জয় হরপার্ব্বতীর জয় !!

গীত ।

সফল কর জীবন,
হেরিয়ে হরগৌরী অপূর্ব্ব শোভন ।
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ, করিছে কঠোর সাধন,
কুন্ডলিনী উমা, শিব পরমাত্মা, করিতে উভয়ের মিলন ॥
সপ্তঋষি, অষ্টসিদ্ধি, করিছে মঙ্গলাচরণ,
প্রণমি সেইজনে, ক'রেছে দর্শন হ'য়ে সমাধি মগন ॥



